গপ্প

এই পুস্তকের অন্তঃপ্রচ্ছদে আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। নাগার্জুনকোণ্ডার এই ধ্বংসাবশেষ এখন নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ম-এ রক্ষিত। এই ভাস্কর্যের বিষয় : রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় তিনজন জ্যোতিষী ভগবান বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। জ্যোতিষীদের আসনের তলায় বসে করণিক তাঁদের বক্তব্য লিখে চলেছেন। অনুমান এটি ভারতে লিখনকলার প্রাচীনতম চিত্ররূপ।

পথ

উওলে সোয়িংকা

অনুবাদ

ধ্রুব গুপ্ত

সাহিত্য অকাদেমি

Path : Bengali translation by Dhruba Gupta of Wole Soyinka's Anglophile African play *The Road* in English. Sahitya Akademi, New Delhi, 2000, Price Rs. 55.00

প্রথম প্রকাশ ২০০০

ISBN 81-260-0850-4

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ্ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
বিক্রয় বিভাগ : 'স্বাতী', মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
জীবনতারা, ২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
গুণভবন, তৃতীয় তল, ৩০৪-৩০৫ আন্না সালাই, তেয়নামপেট, চেন্নাই ৬০০ ০১৮
১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি বিল্ডিং, ড. আম্বেদকর ভীথি, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

মূল্য : ৫৫.০০

অক্ষর বিন্যাস
সার্ভিস প্রিন্টার্স, ৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০

মুদ্রক
সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

সাল্‌মান্‌ রুশডির *দ্য মুরস্‌ লাস্ট সাই* (The Moor's Last Sigh) উপন্যাসের নায়কের আত্মকথনে এইরকম একটি বাক্য আছে—উপন্যাসের গোড়াতেই—'but how could we be discovered when we were not covered before?' (আমরা 'অনাবৃত' বা আবিষ্কৃত হলাম কী করে? কোনোকালে তো আমরা আবৃত বা অজ্ঞাত ছিলাম না?)

এই কথাটা, আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কেও কিন্তু কম প্রযোজ্য নয়। এই আফ্রিকা 'আবিষ্কার' ধারণা আসলে ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিকবাদের দম্ভ প্রসূত। এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকারসূত্রে এ ধারণা এখনও ভারতীয়দের মনে গেঁথে আছে। 'অন্ধকার'টা যে আফ্রিকা মহাদেশের নয়, আমাদেরই অজ্ঞতার, সে কথা স্বীকার করতে এখনও আমাদের বাধে।

অজ্ঞতা দূর করার একটা সড়ক হল সাহিত্য-পরিচয়। সাহিত্য কথাটা এসেছে 'সহিত' থেকে প্রত্যয়যুক্ত হয়ে, যার সঙ্গে সাক্ষরতা বা literacyর কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, তার সংস্কৃত তত্ত্ব ও রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা মোটের ওপর পরিচিত। একটি লিখিত নাটকের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় একথাটি উল্লেখ করবার একটি বিশেষ কারণ আছে। সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত নাইজেরিয়ান নাট্যকার-কবি-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক উওলে সোয়িংকা (Wole Soyinka) ইংরেজি ভাষাতে রচিত আধুনিক সাহিত্যে ইয়োরুবা (Yoruba) মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে আত্মস্থ করেছেন। এ নাটকে তার বিশিষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। সেই সঙ্গে এখানেই বলে রাখা ভালো যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার কোনো কারণ নয়। ওটা একটা খবর মাত্র।

১৯৩৪ সালের ১৩ জুলাই বর্তমান নাইজেরিয়ার এক ইয়োরুবা খ্রীষ্টান পরিবারে আইনোয়ান্‌ডে ওলুয়োলে সোয়িংকা (Ainwande Oluwole Soyinka)র জন্ম হয়। পিতা ছিলেন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সমর্থক; সোয়িংকার আত্মজীবনী *আকে* (AKE)-তে তাঁর পুত্র কর্তৃক তাঁর উপস্থাপনা প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর *মহাস্থবির জাতক* (প্রথম খণ্ডের) এক কঠোরচিত্ত পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। মা গ্রেস্‌ এনিওলা (Grace Eniola)-ও ছিলেন কট্টরপন্থী খ্রীষ্টান—তাঁকে "ওয়াইল্‌ড্‌ খ্রীষ্টান" বলে চিহ্নিত করা হত। পশ্চিম আফ্রিকার আবেওকুতা (Abeokuta) শহরে গ্রামার স্কুলে এবং তারপর ইবাদান গভর্নমেন্ট কলেজ, পরে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

ইংলন্ডবাসের প্রথম দিকেই তিনি লন্ডনের রয়্যাল কোর্ট থিয়েটার-এ শ্রোতাদের নাটক পাঠ করে শোনান। তার আগেই লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক জি. উইলসন

নাইট্ (G. Wilson Knight) এর সাহচর্যে তাঁর সাহিত্যবোধ পুষ্ট হয়েছিল।

তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক (১লা নভেম্বর, ১৯৫৯) *ইনভেন্‌শন*—রাজনৈতিক ব্যঙ্গধর্মী কল্পনামিশ্রিত রচনা। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের দু'শ বছরে একটি আমেরিকান মিসাইল, অস্ত্রবিদ্‌দের মারাত্মক ভুলের ফলে সোজা গিয়ে পরে দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর—এই "কল্পবিজ্ঞান" কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত এই নাটক। নাটকে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এই ঘটনা থেকে : "দুর্ঘটনা"র জন্যে কৃষ্ণাঙ্গরাও শ্বেতাঙ্গ হয়ে যাবার ফলে বর্ণবিদ্বেষভিত্তিক 'অপার্টহাইড' নীতি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতকায় সরকার খুবই ধন্ধে পড়েন। এখানেই আমি "দুর্ঘটনা" কথাটির ওপর জোর দিয়ে রাখছি এই কারণে যে *দ্য রোড* নাটকে রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান রয়ে গেছে যদিও *ইনভেন্‌শন* (Invention) বা 'আবিষ্কার' নাটকের স্পষ্ট রাজনৈতিকতা *দ্য রোড* নাটকে নেই, সেখানে তা অনেক অন্তর্লীন, এবং এ নাটকের গভীর দার্শনিকতা এবং ইয়োরুবা ঐতিহ্যের আত্মীকরণও, পক্ষান্তরে, *ইনভেন্‌শন* নাটকে লভ্য নয়।

তাঁর প্রথম বিখ্যাত নাটক *দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স* (The Swamp Dwellers) লন্ডনে অভিনীত হয় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে "দ্য সান্‌ডে টাইম্‌স্ স্টুডেন্ট্‌স্ ড্রামা ফেস্টিভালে"।

পরের বছর ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়া বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হলে পর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে অভিনীত হল ঐ বছরই "মাস্ক্ ড্রামা কোম্পানি"র আনুকূল্যে তার নাটক *এ ডান্‌স্ অফ্ দ্য ফরেস্ট* (A Dance of the Forest) বা অরণ্যনৃত্য।

* * *

এইখানেই সোয়িংকার শিল্পকর্মকে ঘিরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অল্পের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়া যাক। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওরিসুন থিয়েটর (Orisun Theatre) নামে নিজস্ব নাট্যদল গঠন করেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতার আগে ও পরে তাঁর বহু নাটক ইংলন্ড ও আমেরিকাতে অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে *দ্য রোড* নাটকও প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে। বিষয়টি উল্লেখ করা হল এই বিশেষ কারণে যে আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্য যেমন প্রকাশনার দিক থেকে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) সম্পূর্ণ নির্ভর ইয়োরো-আমেরিকান প্রকাশনা সংস্থার ওপর, অন্ততপক্ষে সোয়িংকার নাট্যাভিনয়, দেশের বিভিন্ন শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পশ্চিম আফ্রিকারই সেনেগাল দেশের রাজধানী ডাকার-এ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকান-সাংস্কৃতিক মহাউৎসবে হলেও,—অনেকটাই হয়েছে ইংলন্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরের মঞ্চে। "উৎপাদন" ক্ষেত্রে এই প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তির সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টা স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকার সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে একটি আইরনি স্বরূপ। এ নিয়ে সোয়িংকার নিজেরও দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে, এবং এর প্রতিবিধানের উদ্যোগও তিনি

নিয়েছেন পরে। আফ্রিকার চলচ্চিত্র সৃষ্টি ক্ষেত্রেও এই সমস্যা বিপুলভাবে বিদ্যমান যদিও আশির দশকের শেষেই সেনেগালের বিখ্যাত সাহিত্যিক/চলচ্চিত্রকার উস্‌মান সেম্‌বেন (Ousmane Sembene) তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকান সৈন্যদের প্রতি ফরাসি সৈন্যবিভাগীয় কর্তাদের অবিচার বিষয়ক ক্যাম্প থিয়ারোইয়ে (Campe Thiaroye) নির্মিত হয় আরো দুটি আফ্রিকান দেশের সহায়তায় ইয়োরোপীয় সহায়তা ছাড়াই; এবং বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা বা জিম্বাবোয়েতে সে সমস্যা নেই। কিন্তু প্রসঙ্গটি বড়োই জটিল এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, এই সামান্য ভূমিকাতে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে না, যেমন যাবে না সোয়িংকার নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে, এমনকি শিল্পীর পক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করা নিয়ে, বা 'আধুনিক' শিল্পকর্মে ঐতিহ্যের (এখানে ইয়োরুবা মিথ্‌) প্রয়োগ নিয়ে বা 'আফ্রিকা'র সাহিত্যে ইংরেজি ভাষা প্রয়োগ নিয়ে। আসলে হয়তো আধুনিক আফ্রিকান পাশ্চাত্যশিক্ষিতর মধ্যে যা থাকা স্বাভাবিক—সেই আত্মবিরোধ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে অন্য সকলের মতো সোয়িংকারও মুক্তি ছিল না, এখনও নেই।

সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ব্যাপারটা একটা ছোট ঘটনা দিয়ে উল্লেখ করছি সংক্ষেপে। 'স্বাধীন' সরকারের দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোয়িংকা প্রায়শই সোচ্চার হয়েছেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের জন্যে নাইজেরিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শাখার স্টুডিও থেকে একটি "পাইরেট" অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সেই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি ক্যাসেট ডাকাতির অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং নভেম্বর মাসে মুক্তি দেওয়া হয়। দুবছর পরেই—সুইডিশ ইন্‌স্টিটিউট্‌ আয়োজিত আফ্রিকান ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় (যা পরে "The Writer in a Modern State" শিরোনামাতে ছাপা হয়েছে সোয়িংকার Art, Dialogue & Outrage, Ibadan, Nigeria, 1988 নামক প্রবন্ধ সংকলেন) সোয়িংকা লেখকদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে ব্যঙ্গ করেন এবং তাতে নিজেকেও ছাড়েন না যখন বলেন, "poets (who) have lately taken to gun-running and writers (who) are heard of holding up radio stations."—এরা উপহাসের পাত্র। কবি ডেনিস্‌ ব্রুটাস ও কেনিয়ার বিপ্লবী সাহিত্যিক ন্‌গুগি বা থিয়োংগো (Ngugi wa Thiongo) সোয়িংকার এই ঠাট্টার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অথচ ঐ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই জেনারেল ইয়াকুবু্‌ গোউয়ন (Gowon)-এর সামরিক কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব নাইজেরিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার দরুণ যে গৃহযুদ্ধ ঘটে সেই যুদ্ধের অমানবিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন, ছাড়া পান দু বছর বাদে। তাঁর জেল জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় তার The Man Died (১৯৭২) পুস্তকে। তাঁর নিজের ওপর না হলেও ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতিবিভাগের ছাত্রদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল তিনি তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তাতে। মুক্ত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে বার বার সংস্কৃতি মন্ত্রীর লোভ দেখায়। তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। পরিবর্তে তাঁকে সরকারের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করে দিতে

বলা হয়েছিল। প্রতিবাদী মনোবৃত্তি তাঁর বরাবরই বজায় ছিল, কিন্তু মনে হয় ৬০ দশকের সঙ্গে ৭০ দশকের সেই "প্রতিবাদের" চরিত্রের মধ্যে তফাত আছে।

১৯৬৫ সালে *দ্য রোড* নাটক ইংলন্ডে অভিনীত হবার আগেই তাঁর *দ্য ট্রায়ালস্ অফ ব্রাদার পেরো* নাটকও অভিনীত হয় ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কে। *ম্যাডমেন্ অ্যান্ড স্পেশালিস্ট* নাটকও প্রথম অভিনীত হয়েছিল আমেরিকার ওয়াটফোর্ড শহরে, পরে তার পরিমার্জিত রূপ হয় নাইজেরিয়াতেই ইবাদান ও ইফে শহরে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত *ডেথ অ্যান্ড দ্য কিংস হর্সমেন* ও পরের বছর তাঁর *অপেরা উয়োনিওসি* (Opera Wonyosi) রচিত ও অভিনীত হয় প্রথমে ইফেতে, তাঁরই নির্দেশনায়। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে সোয়িংকারই পরিচালনায় দুটি নাটকই আমেরিকাতে অভিনীত হয়েছিল। তার আগেই তাঁর *দ্য বাক্কে অফ এরিপিদেস্* (The Bacche of Euripides) লন্ডনের ন্যাশনাল থিয়েটরে দীর্ঘকাল ধরে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে অন্য আফ্রিকান নাট্যকারদের তুলনায় তিনি পাশ্চাত্য জগতে ছিলেন অধিকতর পরিচিত। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত উগান্ডার আমিনের স্বৈরাচার নিয়ে আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক নাটক "A Play of Giants" (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনের মেথুয়েন সংস্থা থেকে। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও আফ্রিকার নাইজেরিয়ার বাইরেও জঙ্গী রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা ক্ষমতার অমানবিক অপব্যবহার তাঁকে চিরকাল শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে প্রতিবাদ করতে প্রণোদিত করেছে। *রোড* নাটকের দার্শনিকতার মধ্যে যে প্রতিবাদ বক্র, তির্যক পথে হয়েছে সেখানে ঐতিহ্যবাহী মিথের প্রয়োগ তাকে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক চরিত্র দিয়েছে।

তিনি *ইন্টারপ্রেটার্স* (১৯৬৫) ও *সিজন্ অফ্ অ্যানমি* (১৯৭৩) নামে দুটি উপন্যাসও রচনা করেছেন। প্রথম উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক নাইজেরিয়ান যুবসম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সাংস্কৃতিক সংকট রূপায়িত। নানা সংকলনে তাঁর কবিতা লভ্য, এবং ১৯৭৪ সালে তিনি *পোয়েমস্ ফ্রম আফ্রিকা* নামে মহাদেশের বিভিন্ন কবিতা সংকলন সম্পাদনা করেছেন। তার আগেই *ইডান্রে অ্যান্ড আদার পোয়েম্স্* (Idanre and other Poems, 1967) এবং *এ শাট্ল্ ইন্ দ্য ক্রীপট্* (A Shuttle in the Crypt) নামে তাঁর নিজের কবিতার দুটি সংকলন বেরিয়েছে বিদেশেই।

ইংরেজি বা ফরাসিতে বা পর্তুগীজেই আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্য রচিত হয়েই চলবে কিনা— এটাও এ মহাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বিশেষ করে কেনিয়ার বা থিয়োংগোর গিকুইউ (Gikuyu) নামক মাতৃভাষা এবং পূর্ব আফ্রিকার আরব প্রভাবে সৃষ্ট সোয়াহিলি ভাষাতে (এবং ইংরেজিতেও বটে) উপন্যাস ও নাটক রচনার পর এবং চিন্ওয়েইজু (Chinweizu) প্রমুখ সমালোচকদের মাতৃভাষাতে সাহিত্যরচনার ঔচিত্যর দিকে ঝোঁক দেবার পর। 'ঐতিহ্য' প্রসঙ্গ,— "নেগ্রিচ্যুড"-আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথমে সমর্থক রূপে এবং পরে তার ভেতরকার সমসত্তীকরণকে বিশেষ সমালোচনার ক্ষেত্রে সোয়িংকার দোটানা অথবা 'এক' ও বহুত্বর মধ্যে সমঝোতার তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলতে গিয়ে

সোয়িংকার *আর্ট, ডায়ালগ, অ্যান্ড আউটরেজ* প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকায় আফ্রিকার সাহিত্য বিশেষজ্ঞ বিয়োদুন জেয়িফো (Biodun Jeyifo), *পল্যাঁ উনটন্জি* (Paulin Hountondji)-র African Philosophy, Myth and Reality নামক পুস্তকে (লন্ডন, হাচিন্সন, ১৯৮৮)-র যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করছেন সেটির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে— "One of the most perverse myths invented by ethnology whose effects in return contribute to the survival of ethnology itself, is the myth that non-western societies are "simple" and homogeneous at every level, including the level of ideology and belief. What we must recognise to-day is that pluralism does not come to any society from outside but inherent in every society."

"নৃতত্ত্ব" নামক বিষয়টির আফ্রিকা বিষয়ে এই অসম্মানজনক সরলীকরণের বিরুদ্ধে বহুত্বচেতনা ভিত্তিক সোয়িংকার জটিল শিল্পসৃষ্টিকে একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আঘাত বলে নেওয়া যেতে পারে। চিন্ওয়েইজু এবং জিয়োফ্রি হান্ট (Hunt) নামক সমালোচকের 'রাজনীতি' থেকে সোয়িংকার সরে যাবার অভিযোগের উত্তরে তীব্র ভাষায় সোয়িংকা এই কথাটাই জোরের সঙ্গে বলেন দুটি প্রবন্ধে— "The Autistic Hunt or How to Marxismise Mediorcrity" ও "Neo-Tarzanism" নামক প্রবন্ধে (Art, Dialogue and Outrage" সংকলনে লভ্য)। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সরাসরি রাস্তায় নেমে স্লোগান তুলে "রাজনীতি" করার বাইরে সংস্কৃতিক্ষেত্রে অন্যভাবেও 'রাজনৈতিকতা'ই করা যায় এই কথাটা বলছেন এইভাবে —সাহিত্যসমালোচনা জগতের 'Simple Simon'রা (অর্থাৎ হান্ট ও চিন্ওয়েইজুরা) বোঝেন না যে কবিতার একটি প্রধান কাজই হল "imaginative challenge."

তবে একথা ঠিক যে সোয়িংকা সে চ্যালেঞ্জটা ইংরেজি ভাষাতেই করেছেন। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, যে ইংরেজিকেও বহুত্বমণ্ডিত করাকে তিনি আদর্শ করেছেন, এবং করেছেন বলেই তিনি এমোস্ তুতুওলার বিশিষ্ট ইংরেজিকে বিশেষভাবে বন্দনা করেছেন এবং ঐ ধরনের 'ইংরেজি' প্রয়োগকেই তিনি 'কল্পনার রাজনীতির অঙ্গ' মনে করেছেন। অনুবাদ করা নাটকটিতে প্রফেসর-এর সংলাপ ও অন্যান্যদের সংলাপের ইংরেজির বিশেষ ফারাক এর মধ্যে সেই "সাংস্কৃতিক রাজনৈতিকতা" সক্রিয়।

এত সব কথা বলা হল এই কথাটাতেই জোর দিতে যে সোয়িংকার "রাজনৈতিকতা" "আধুনিকত্ব" ঐতিহ্যের "বৈপ্লবিক" প্রয়োগ, এবং একই সঙ্গে ইয়োরুবা মানস ও আন্তর্জাতিক মানসের সহাবস্থান— একটি জটিল মতাদর্শের সৃষ্টি করেছে। মিথ প্রয়োগ করেছেন তিনি তাঁর উত্তর কলোনিয়াল প্রেক্ষিতে সাহিত্যরচনায় কিন্তু সেখানেও আন্তর্জাতিকতাবোধের চিহ্ন এইখানেই যে তাঁর 'মিথ' সন্ধান তিনি গ্রীস থেকে শুরু করে এশিয় যে কোনো পার্থিব অঞ্চল থেকেই আত্মীকরণ করতে প্রস্তুত— সেখানে তিনি বিশ্বনাগরিক। গ্রীক ট্যাজেডির সঙ্গে ইয়োরুবা ট্র্যাজেডির

দ্বৈত সম্পর্কে তাই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। এই কারণেই সমালোচকরা তাঁর রচনাতে পান "eclectic mythiopoeia".

*　*　*

তাঁর সমস্ত রচনা একত্রে নিলে দেখা যাবে 'রাজনৈতিকতা'র একটা দিক তেমন অস্পষ্ট নয়—সেটি হল স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষমতার নিদারুণ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তির্যক হলেও তীব্র প্রতিবাদ। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি তার ছাপ রেখেছেন নাইজেরিয়ান সরকারের নানা রকম টোপ না গিলে, কারাবরণ করে। এর পর থেকে সেনেগালে সেম্বেনের মতো তাঁরও নাইজেরিয়া বসবাস খুব সুখের হয়নি কখনও, যদিও ১৯৬৪ সালেই তিনি ওরিসুন থিয়েটর (Orisun Theatre) নামে নিজস্ব নাট্যদল খুলেছিলেন।

শুধু গ্রন্থ প্রকাশ ও নাট্যাভিনয়ই নয়, অধ্যাপক জীবনও অনেকটাই তিনি অতিবাহিত করেন বাইরে অনেকবার। দেশে, ১৯৬১ সালে রকেফেলার রিসার্চ ফেলো হিসাবে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। পরের বছর ইফে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পদ পান। ১৯৬৫ সালে আবার ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র লেক্‌চারার এবং অ্যাক্‌টিং বিভাগীয় প্রধান হন এবং ১৯৬৭ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান পদ পেলেন কিন্তু ততদিনে গৃহযুদ্ধ ও বিয়াফ্রার বিছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে জড়িত হবার ফলে কারাবরণ হয়ে গেছে—তারপর থেকেই তাঁর নাম সরকারি 'কালো তালিকায়' অন্তর্ভূত। শুধু সেই কারণেই না হলেও দেশ ত্যাগ করে তিনি কেম্ব্রিজ, লেগন (ঘানা), ইয়েল (Yale, USA) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৫ সালে ইফে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগে অধ্যাপক পদে বৃত হন। সেই বছরই নবগঠিত "ইউনিয়ন অফ রাইটার্স অফ আফ্রিকান পিপল্‌স্"-এর সেক্রেটারি জেনারেল হন—তাঁর সাংস্কৃতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয়তা প্রসঙ্গে সেটা উল্লেখ্য। ১৯৭৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন উনিফে গেরিলা থিয়েটার। এ নামটাও সেই প্রসঙ্গে নজর করার মতো। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যবিভাগে নোবেল পুরস্কার পাবার আগেও তিনি জন্‌ হুইটিং ড্রামা প্রাইজ্‌ এবং জ্যাক্‌ ক্যাম্পবেল নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান পুরস্কারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান। তবে সেই থেকে এখনও তিনি ইউনেস্‌কোতে কর্ম করা বাদ দিয়েও অবস্থিতির ব্যাপারেও মোটামুটি "আন্তর্জাতিক" হয়েই আছেন।

*　*　*

এবার অনুবাদ করা *The Road* নাটকটি সম্পর্কে দুচারটে কথা বলে শেষ করা যাক। এই নাটকের স্থান কাল 'আধুনিক'— নাইজেরিয়ার ইয়োরুবা অধ্যুষিত অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চল। আপাতদৃষ্টিতে নাটকটি সাম্প্রতিক একটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের দুর্নীতির

প্রতি তির্যক ব্যঙ্গনাট্য হিসাবে অবশ্যই নেওয়া যায়। কবিতায় ব্যঙ্গধর্মিতা পরে বাদ দিলেও নাটক রচনায় তা সোয়িংকা কখনই ত্যাগ করেননি। সেই black humour তাঁর প্রবন্ধ রচনাতেও লভ্য।— কিন্তু সোয়িংকার কবি ও দার্শনিক সত্তা এর সাম্প্রদায়িকতাকে বহুস্তর বিশিষ্ট করেছে। তাই এ নাটকের রাজনৈতিকতাতে বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সমালোচনা এবং সোয়িংকা যাকে বলেছেন কাব্যের "imaginative challenge" তা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে।

দার্শনিকতার দিকটা মোটের ওপর জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক বিষয়ক— "পথ" (নাটকের নাম) তাদের মধ্যে সড়ক। যে ইয়োরুবা দেবতার 'মিথ' এ নাটকে অবলম্বন করা হয়েছে—ওগুন (Ogun), তিনি লৌহকর্মের দেবতা (বিশ্বকর্মার মত)। আবার জন্ম মরণেরও বটে। ইয়োরুবা ধর্মে ওলুডুমারে (Oludumare) নামে এক অবাঙ্মনসগোচর পরমেশ্বর কল্পিত বটে (এ বিষয়ে "Africanism" পুস্তকে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দ্রষ্টব্য) যা মান্ডে ফুলানি, আশান্টে ধর্মেও যার যার মতো করে কল্পিত— কিন্তু গ্রীক বা হিন্দুদের মতো বহু দেবতার অস্তিত্বও সেসব সংস্কৃতির অঙ্গ;—অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই ধর্মাশ্রয়ী দর্শন। 'ওগুন' সেই বহুদেবতার একজন বিশিষ্ট প্রতিভূ। সেই দেবতাকে ঘিরে মৃত্যুতে নরমাংসের বিগঠন (flesh dissolution) বিষয়ক এক ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রচলিত ছিল— এখনও সর্বত্র না হলেও আছে। মুখোসনৃত্য সহ ঐতিহ্যবাহী নাট্যকৃতির উপস্থাপনা তাই এ নাটকে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করেই বলছি আধুনিক এবং নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রোথিত হয়েও আন্তর্জাতিক নাট্যকার সোয়িংকার শিল্পকর্মে ঐতিহ্যের "পুনরুদ্ধার" হয়নি (যে রকম 'revivalism'কে সোয়িংকা নানা প্রবন্ধে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন), হয়েছে বিশিষ্ট সৃষ্টিশীল প্রয়োগ। তাই এদিকটা নিয়ে বাড়াবাড়ি বিধেয় নয়। নাটকের প্রারম্ভে "For the Producer" শিরোনামাতে এ বিষয়ে নাট্যকার যা বলছেন তার অনুবাদ এখানে দিয়ে দেওয়া হল—যদিও এখানে বাংলাতে এই নাটক কেউ আফ্রিকার "দৃশ্যকাব্য" রূপে অভিনয় করবেন— এই কথা ভেবে এ নাটকের অনুবাদ করা হয়নি। সাহিত্য পাঠকদের কথা ভেবে করা হয়েছে। এখানেই বলে নেওয়া যাক যে সেই কারণেই 'ইয়োরুবা ছন্দ' (সে বিষয়ে কার সম্যক্ জ্ঞান এখানে আছে জানিনা!) অনুসরণে নাটকে সন্নিবিষ্ট গানগুলির আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়নি এবং প্রতিবর্ণীকরণে ইয়োরুবা গানগুলো রেখে দেওয়াকে অবান্তর মনে হয়েছে, যেমন মনে হয়েছে পিজিন (pidgin) শব্দগুলোকেও রেখে দেওয়াকে। পিজিন শব্দগুলির সব কটির ইংরেজি সোয়িংকা দেননি নাটকের শেষে। তাই বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়োরুবা বিশেষজ্ঞ মার্গারেট পীল (Margaret Peil)-এর সহায়তায় প্রতিটি পিজিন বাক্যের, শব্দের এবং বাক্যাংশের অর্থ, অনুবাদক জেনে নিয়ে বাংলা করেছেন। চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কিনা বিচার পাঠকের ওপর কিন্তু বাংলা হরফে বাংলা কথার মধ্যে অসংখ্য পিজিন শব্দ প্রতিবর্ণীকরণ করে বসিয়ে রাখলে (ইংরেজিতে সেটা সমস্যাই নয়!) বিট্কেল দেখাবে বলে সে ধরনের আক্ষরিক "মূলানুগত্য" বাদ দেওয়া হয়েছে।

এবারে সূচনাতেই আলেগামো কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রযোজকদের জন্য নাট্যকার কী

বলেছেন তার অনুবাদ করে দিই :

দ্য রোড নাটকে মুখোশ বাক্‌ধারা তাই প্রযুক্ত হওয়াতে অনেকের ('many' : 'অনেকের' মানে অ-ইয়োরুবা আফ্রিকান এবং প্রধানত, পাশ্চাত্য দর্শক।) অদ্ভুত লাগতে পারে, সে ক্ষেত্রে মুখবন্ধ হিসাবে ''আলাগেমো'' কবিতা সহায়ক দেখে নৃত্যকর্মটি রূপান্তরের গতিকে চিহ্নিত করছে। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার আকৃতি এতে রূপায়িত—ঠিক যেমন সেই ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টার অন্য নাটকীয় প্রতিভূ হল মূক মুরানো (নাটকে দেখা যাবে অশ্রমিক 'বুদ্ধিজীবী' প্রফেসর এক মহাশব্দের প্রতীক্ষা রত।—ধ্রুব গুপ্ত) সময়কে, মৃত্যুকেও স্থাণু করে রাখার (কথা ও শব্দকেও—অনুবাদক) কাজটা সে করছে, তারই 'আগেমো' অবস্থায় লরীর 'দুর্ঘটনা' এসে তাকে চাপা দেয়। 'আগেমো' একদিকে মানব থেকে দৈব স্তরে উত্তরণের পথ যা এ নাটকে ওগুন উৎসবের দৃশ্যে উপস্থাপিত) অন্যদিকে অধ্যাপকেরও বৌদ্ধিক ও মানসিক মরীয়া অনুসন্ধান থেকে মৃত্যুর মৌলসত্তায় উত্তরণেরও দ্যোতক।

একদিকে দুর্নীতি অপর দিকে মৃত্যুপ্রসঙ্গ কেন্দ্রিক এই নাটক বিষয়ে আর কিছু ভূমিকাতে না বলাই ভাল। পাঠকরা যাঁর যাঁর মতো করে এই জটিল নাটকের ''মানে'' করুন। শুধু আবার এই কথা বলে শেষ করব যে ''মঞ্চের'' কথা ভেবে অনুবাদ কর্মটি করা হয়নি। তবে ধৃষ্টতা মার্জনীয়— ''আড়ষ্ট'' বা সহজে অনুচ্চার্য সংলাপকেও যে মঞ্চে রূপ দেওয়া যায় সে কথা শিশির ভাদুড়ী, শম্ভু মিত্রের মতো নাট্যকর্মী বহুকাল আগে প্রমাণ করেছেন। আশা করি একথা বলার জন্য অনুবাদকের বাংলা রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবীর' সংলাপতুল্য বলে দাবি করা হচ্ছে ভেবে কেউ আমাকে লজ্জা দেবেন না।

এই নাটক এবং এর ভাষা বিষয়েও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখার তালিকা এখানে দেওয়া হল :

D. S. Izevbaye (ইজেভ্‌বাইয়ে) : 'Language and Meaning in Soyinka's *The Road* in : West African Journal of Modern Language, 2. Sept. 1976

Stephen Larsen : A Writer and His Gods. University of Stockholm 1983. (এতে নাটকের 'কাহিনী'র একটা চুম্বক দেওয়া আছে)

M. Radhamoni Gopala Krishnan : At Ogun's Feet; Wole Soyinka, the Playwright, Tirupati, 1986.

মূল নাটকে গানগুলি ইয়োরুবা ভাষাতে (রোমান হরফে রয়েছে)—নাটকের শেষে তার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে। আমি সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকেই বঙ্গানুবাদ করেছি কেননা ইয়োরুবা ছন্দের স্বাদ বাংলা ভাষায় অনাড়ষ্ট ভাবে দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই ;— Teach yourself Yoruba সে ব্যাপারে সহায়ক হয়না। ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলাতে ''আক্ষরিক'' অনুবাদ করে শেষে সন্নিবিষ্ট করা এবং বাংলা হরফে ইয়োরুবা প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপারটা সেই কারণে বর্জন করা

হয়েছে। ইয়োরুবা জ্ঞান আমার যথাযথ হলে সোজা ইয়োরুবা থেকেই অনুবাদ করা যেত। আমাদের এখানে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ ইংরেজি অনুবাদ থেকেই করা হয়, সেই কথা স্মরণ করে পাঠকরা আমার সোয়িংকার মূল টেক্‌স্‌ট্‌ থেকে এই সামান্য বিচ্যুতি মার্জনা করবেন।

ধ্রুব গুপ্ত

ঐ শোনা গেল। বোঝা গেল আগত সকলে
কানে আসে আমারই নামকরণ।
গর্তটা ওখানে, খনক ঠিক তার ভিতরে পতিত,
শিকড় আমার বহির্গত অন্যভুবনে।
পথ ছাড়ো,
আগেমোর ধাতুবৃত্ত সূর্যরশ্মিকে দেয় ছেড়ে প্রবেশের পথ।
শরবন সন্নত হও, কোমরে আমার
গাড়ির চাকায় সৃষ্ট ক্ষতস্থান, জুড়াব জ্বালা তাহার।
সময়ের প্রবাহে ভাসমান পতাকা
এখন গত। আর, অত্র ভাবীকাল
পথ ছেড়ে দাও।
নদী যেন অনুনয় করে বর্তমানে, শীর্ণায়মান,
আর নিশাসম অপসৃয়মান উল্লম্ফন পরে
ভারী আচ্ছাদনে ঢাকা
মেয়ে যমজকে ছিনিয়ে নিয়ে দাঁড় করায়
প্রত্যূষের মুখোমুখি।
বাজপাখির লাঙল ডানাতে ত
জমেনা ঘর্মবিন্দু। গুবরে পোকা
খুঁজে পাওয়া কোনো গর্ত আগেমোর
পায়ের আঙুলে।
ঘূর্ণিবায়ু যখন তার গায়ে তালি দেয়
এটা বিভাজন, কিসের— অসুখের নাম নেই,
আর . . . . যা হবার নয়
নিঃশ্বাসের বাষ্পবারিমাখা মুহূর্তে
এগোও, এগোও, অনুভব করো
আমি কি মূকই ছিলাম? এই মৃত মানুষটার
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝে
কি মাংস নেই কোনো?

প্রথম অংশ

রাস্তার ধারের একটা শেড় এ সবে ভোর হচ্ছে, একটা নড়বড়ে বেড়া, আর রঙিন ঘসা কাচের একটা বন্ধ জানালা সহ গীর্জার একটা কোণা। গীর্জার মাথায় একটা ক্রুশসহ চূড়া দৃষ্টিপথের বাইরে। শেডটার এক কোণায় ডাউনস্টেজ থেকে একটা 'বোলকাজা' (ম্যামি ওয়াগন)-র পেছনটা বেরিয়ে এসেছে, চাকা খোলা অবস্থায় ওটা একটু ভেতরে পড়ে আছে। ওটার গায়ে লেখা রয়েছে AKSIDENT (একসিডেন্ট) STORE—ALL PART AVAILEBUL (সকল রকম পার্টস পাওয়া যাইবে) উল্টো দিকের কোণায় গোটা কয়েক বেঞ্চ আর বিয়ারের বোতলের খালি প্যাকিং বাক্সগুলি বসবার টুল হিসাবে বেশ গুছিয়ে রাখতে দুই কোণের মধ্যে একটা বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে।

টেইল বোর্ডের গায়ে লাগানো একটি মাদুরে শুয়ে কতনু ঘুমোচ্ছে, একটু তফাতে একটা পোটলা মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে স্যামসন। অন্য কোণে গাড়িপার্ক-এর লে-এ্যাবাউটগুলি বেঞ্চের ওপর বা মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সালুবি দুটো বেঞ্চ পাশাপাশি লাগিয়ে তার ড্রাইভার ইউনিফর্মটা পারিপাটি করে ভাঁজ করে মাথার বালিশ করেছে।

মুরানো ওঠে। উঠে পুরোনো টায়ারের টুকরো, চাকার ভাঙা ভেতরটা, দোমড়ানো বাম্পার আরো সব কত কী আবর্জনার মধ্যে থেকে একটা গামলা বার করে তার জল দিয়ে মুখটা ধোয়। তারপর তার দড়ি, লাউএর খোল ক্লাইমিং রোপ আর নিজের 'ওমুকা' নিয়ে বেরিয়ে আসে। স্যামসন্ ইতিমধ্যে জেগে উঠে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুরানোর পিছু পিছু যাবে কিনা কিছুক্ষণ ভেবে তার পর 'যাগ্‌গে' ভাব করে আবার এসে মাদুরে শুয়ে পড়ল।

ঘণ্টা ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। স্যামসন আড়মোড়া ভাঙে, ছট্‌ফট্ করে এ পাশ ও পাশ করে। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ায় গা চুলকোতে চুলকোতে, বাইরে মুরানোকে দেখা যায় কিনা নজর করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছেড়ে দেয়। ইতস্তত ঘোরেফেরা করে কিছুক্ষণ। একটা টেবল-এর ওপর রাখা একটা প্লেট থেকে কিছু রুটির টুকরো তুলে নেয়। তারপর বাইরে গিয়ে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করে, আবার আড়মোড়া ভাঙে অত্যন্ত নিষ্কর্মার মতো। আবার ঢুকতে গিয়ে কী মনে করে ঘুরে দাঁড়ায়, কিছুটা ভয়ে ভয়ে গীর্জার আঙিনার দিকে এগিয়ে যায়। বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ইতস্তত করতে করতে ভেতরের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ আধ ঘণ্টা সময়ের ঘণ্টি গীর্জার ঘড়িতে বেজে তাকে চমকে দেয়, সে ছিটকে পিছিয়ে আসে, ভালো করে শব্দটার উৎস কী বোঝবার আগেই সে ফোকরটার মধ্য দিয়ে গলে যায়, গীর্জার চূড়ার দিকে ঘুষি বাগিয়ে শেষে নিজের ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ে।

আর সবাইকে শান্তিতে ঘুমোতে দেখে তার পিত্তি জ্বলে যায়। সালুবির পায়ে

একটা লাথি কষিয়ে দেয়, কিন্তু সালুবি শুধু পা'টা টেনে বেঞ্চের ওপর তুলে দিয়ে মেঝের ওপর ঘুমোতেই থাকে।

চারধারে মদের আসরে ব্যবহৃত খালি কাপগুলো পড়ে আছে। স্যামসন একটা টিনের মগ তুলে নিয়ে, আকাশের দিকে সেটা ছুঁড়ে দেয়, শব্দ করে সেটা আবার মাটিতে পড়ে। তাতে দু একজন মাত্র একটু এপাশ ওপাশ করে, আর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। বিরক্ত হয়ে সে কোণের দিকে একটা মাকড়সার জালের দিকে এগিয়ে যায়, গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে সেটাকে খোঁচায়। বার কয়েক করে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়।

মনমরা হয়ে মাদুরের ওপর আবার ধপ করে শুয়ে পড়েই লাফিয়ে ওঠে ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ শুনে। সালুবি চমকে জেগে উঠে বসে।

সালুবি : ছটা বাজল, নিশ্চয়। জানিনা, কী করে হয় বলতো, যখনই শুতে যাই বুঝলি, ঐ ছটা বাজলেই ঘুম ভাঙবেই আমার। তাজ্জব ব্যাপার মাইরি।

[দাঁতন কাঠি বার করে সেটা সে চিবুতে শুরু করে]

স্যামসন : কোথায় যেন কী একটা ভুতুড়ে ব্যাপার আছে বুঝলি, তবে তুই যা বলিস তা নয়।

সালুবি : দ্যাখ স্যামসন্ এই সাত সক্কালে উঠে আবার ঐ এক গ্যাজর গ্যাজর শুরু করবি না বলছি, যা ভোস্ ভোস্ করে আবার ঘুমোগে যা।

[শোফারের ইউনিফর্মটা গায়ে চাপাতে আরম্ভ করে]

স্যামসন : ইউনিফর্মটা আবার কার কাছে ধার করলি, কে দিল তোকে, ওটা?

সালুবি : নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনেছি।

[কাছে গিয়ে স্যামসন হাত দিয়ে কাপড়টা পরখ করে]

স্যামসন : উম, সেকেন্ড হ্যান্ড্।

সালুবি : তাতে হয়েছে টা কী?

স্যামসন : আরে ওটাকে একটু ধুয়ে দিলেও ত পারতিস। দ্যাখ্ এই যে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে এখানে—ঘুষি চালিয়ে কেউ তোর দাঁত ভেঙে দিয়েছে বুঝি?

সালুবি : ইয়ার্কি করিস না। ও-তো পাম-তেলের দাগ।

স্যামসন : ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়। কিন্তু সত্যই তুই আজব আদমি বটে, ঐ রাস্তার আহম্মকদের মতো। চাকরি নেই—বেকার বসে আছিস—কেউ এ অবস্থায় একটা ইউনিফর্ম কিনে বসে!

সালুবি : আরে এটা ত মজাবার, পটাবার ব্যাপার। ভাবী বসের সামনে একটু সেজেগুজে যেতে হবে না? নইলে তাদের আমাকে প্রথমেই দেখে মনে ধরবে কী করে?

স্যামসন : নজর কাড়বার জন্য সামনে দাগলাগা ইউনিফর্ম পরে গিয়ে দাঁড়াবি?

সালুবি : যা যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা; অকম্মা বেকার ফড়ে কোথাকার।

স্যামসন : আমি! বেকার ফড়ে! তুই তবে কী রে?

সালুবি : ইউনিফর্ম পরা প্রাইভেট ড্রাইভার—আপাতত কদিনের জন্য কাজ নেই, টেম্পোরারি আনেমপ্লয়। [ইউনিফর্মটা হাত দিয়ে পাট করতে চেষ্টা করে]

স্যামসন : সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হে। সেলার স্যুট পরা বাঁদরের মতো বকিস্ দেখি।

সালুবি : তোর ত আসলে আমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে। জানি, আমি চাকরি পাইনা, তবু ত আমার ইউনিফর্ম আছে। (ওটার পেতলের বোতামগুলি ঘসতে শুরু করে)

স্যামসন : (মাথা নাড়াতে নাড়াতে) শোন্, ঐ বোতামের পেছনে তাগদটা খরচ না করে, ওটা তোর নিজের নোংরা দাঁত, তোর নোংরা শরীরটাকে সাফসুরৎ করার কাজে লাগা, কাজ দেবে। সামান্য একটু সাবান, আর এক টুক্রো স্পঞ্জ্ হলেই ত চলবে। নতুন ইউনিফর্ম গায়ে চাপাবি, তা শরীরটাকে ঘসে মেজে একটু নতুন করে নিবি না? আর সাদা কোট মানায় তার গায়ে যার দাঁতও সাদা।

সালুবি : (এবার মরীয়া হয়ে) বলি ব্যাপারটা কী? কাল রাতে খোয়াবটা দেখেছে কে, তুই না অন্য কেউ? বেহস্তের দোহাই, নিজের কাজে মন দে, পরের ব্যাপারে নাক গলাস না।

স্যামসন : মন দেবার মতো নিজের আমার কী কাজ আছে রে শালা গন্ধা শুয়োর? এই সাত-সকালে এখানে বসে আছি কেন শুধু শুধু? সবকটা মাথা উঁচু ফড়ে দ্যাখ গিয়ে স্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাসের জন্য হেঁকে হেঁকে প্যাসেঞ্জার বাগাচ্ছে। আর এখানে দ্যাখ সবকটা অকম্মা ফড়ে মেঝেতে ঘুমে কাদা এখনও। কাজ নিয়ে কোনো মানসম্মানের ব্যাপারই নেই এদের, এরা সব পার্ট্‌টাইমের ফড়ে, আর পার্ট্‌টাইমের চোর-পকেটমার এগুলিই ত লাইনটাকে মাটি করে দিল, লাইনের জঞ্জাল সব। আরে নিজের পেশা নিয়ে কোনো সম্মান বোধই নেই! শোন্ না কেমন নাক ডাকছে, যেন সব কটার গা থেকে একসট্‌গুলো খসে পড়ে গেছে। আর ঐ কতনুটা চায় আমিও এখন রাস্তা দিয়ে যে কোনো লরি যায় তার হয়ে ফড়েগিরি করে খদ্দের ধরে দিই। 'মোটর পার্কের চ্যাম্পিয়ন ফড়ের' কাছে সেটা কি একটা লাইফ হল মাইরি, সেটা কি একটা জীবন তুই-ই বল!

সালুবি : লোকে যে বলে ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর না-কাঁড়া? যার জোটে না তার এত বাছবিচার কী?

স্যামসন : বটে! তুই ত ওকথা বলবিই, তুই ত জানিসই সব! যা পাওয়া যায়

তার জন্যই বুক ছেঁচড়ে গিয়ে ভিখ্ মাঙাই ত তোর দস্তুর। আমাকে দিয়ে ওসব হবে না, আমি বাপু মানী লোক আছি। আমি কেবল আমার নিজের মনিব নিজের ড্রাইভারের জন্য খাটতে রাজি, যার তার জন্য নয়। এক মনিবের চাকর আমি, ব্যাস।

সালুবি : খুব তো মানী মানী করছিস, এদিকে ত 'বোলেকাজা'* বাসের কন্‌ডাকটারগিরি করিস।

স্যামসন : বাজে বকিস না, আমরা একটা বাস চালাই তার সব কটা সিট সামনের দিকে মুখ করা বুঝলি, ঐ ড্রাইভারের আর ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের সিটের মতো। বোলেকাজা বাসে তো পাশাপাশি বা পেছন মুখো সিট সব।

সালুবি : সে যাই বলিস, মোদ্দা কথা হল তুই প্যাসেঞ্জার লরির কাজ করিস। ঐ লোচ্চাগুলোর সঙ্গে তবে তোর তফাৎটা কোথায় শুনি? আর আমি? লরি চালাই না, কভি নেহি। আমার কারবার শুধু প্রাইভেট গাড়ি চালানো, ব্যাস।

স্যামসন : লাইসেন্স ছাড়া প্রাইভেট। যা যা, চেপে বোস গিয়ে ওখানে।

[সালুবি শেষ বোতামটাকে ঝকঝকে করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তাকে খুশিখুশি দেখায়]

সালুবি : এই যে দাঁড়িয়ে আছি, দ্যাখ আমাকে, যেন ইংলন্ডের রানীর ড্রাইভার।

স্যামসন : ইংলন্ডের রানী? তোকে এক পলক দেখলেই সে রানীগিরি ছেড়ে দেবে।

সালুবি : এখন শুধু দরকার একটা লাইসেন্সের। তা সেটা ত শুধু প্রোফেসরকে দিয়ে একটা জাল করিয়ে নেবার ব্যাপার, তার বেশি ত কিছু নয়।

স্যামসন : বেশ ত, বলে দ্যাখ তাকে।

সালুবি : আরে বলছি ত শতখানেক বার, কিন্তু প্রত্যেক বারই বলে....

স্যামসন : (প্রোফেসরকে ভেঙিয়ে) দূর হটো। চাকরি পেলে তারপর আসবি আমার কাছে।

সালুবি : তবেই দ্যাখ্। এদিকে লাইসেন্স বিনা ত আবার চাকরি মিলবে না।

স্যামসন : আবার চাকরি না হলে লাইসেন্স জুটবে না। কাজেই কী আর করবি, যা, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়।

সালুবি : জানি না কী করে গলায় দড়ি দিতে হয়, শিখিয়ে দে। পারবি ত শেখাতে?

স্যামসন : প্রোফেসর এলে বলব, তুই গলায় দড়ি দিতে চেষ্টা করেছিলি।

---

*কথাটির অর্থ—'নেমে আয় দেখি গায়ে কত জোর'। কোম্বি ভ্যানগুলি যখন ষাটের দশকে বাস হিসাবে ব্যবহৃত হত, তখন ওগুলিকে ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল।

সালুবি : (লাফিয়ে উঠে) দ্যাখ, ঐ করে আমাকে ভয় খাওয়াতে পারবি না তুই, বুঝলি? আরে ঐ পাগলটাকে আবার ভয় কিসের রে [গীর্জার সামনের উঠানের দিকে তাকিয়ে নেয় একবার] পাগলাটা কি এখনও ঘুমুচ্ছে।

[এই দৃশ্যাংশটি চলাকালীন, অন্য ঘুমন্ত লোকগুলি উঠে, মুখহাত ধুয়ে, পেছনের দিকে যায়, বেড়ার গায়ে হেলান দেয়, এটা সেটা করে]

স্যামসন : কখনও কি সত্যিই ঘুমায় ও? কবরখানায় অতগুলো মুর্দার মাঝখানে শুয়ে কেউ ঘুমোয় কী করে বুঝি না আমি।

সালুবি : আরে ওটাই ত ওর পয়সা কামাবার উপায়। ভূতপেত্নীদের মদত পেয়ে ওষুধবিষুদ বানালে তাতে কত পয়সা জোটে।

স্যামসন : প্রোফেসরের অনেক অনেক টাকা তোর তাই মনে হয়?

সালুবি : শালা চালাক আছে। আরে একদিন আমি বের করবই টাকা ও কোথায় লুকিয়ে রাখে। দেখব হয়তো লোকটা আসলে প্রায় ক্রোড়পতি।

স্যামসন : (একটু বিমর্ষ ও আত্মগতভাবে) মাঝে মাঝে ভাবি, আমি যদি লাখপতি ক্রোড়পতি হই ত টাকাটা নিয়ে করবটা কী?

সালুবি : আমি ত গোড়াতেই দশটা বউ বাগাব।

স্যামসন : কেন, দশটা কেন?

সালুবি : কেন আবার? দশের বেশি গুণতে পারি না বলে।

স্যামসন : ঐভাবে মেয়েমানুষের পেছনে টাকাটা ওড়াবি?

সালুবি : কেন? তাতে হয়েছে টা কী? দশলাখ পাউণ্ড হাতে পেয়ে একটা পুরুষ মানুষ আর কী করতে পারে?

স্যামসন : আমার কথা যদি বলিস, আমি তল্লাটের সব কটা ট্রানস্পোর্ট লরি কিনে ফেলব, তারপর কতনুকে হেড-ড্রাইভার রাখব।

সালুবি : কতনু? কতনু এমন কী একটা ড্রাইভার শুনি! আমার মতো ইয়ে আছে ওর? ঐ যে, কী বলে? হ্যাঁ অভিজ্ঞতা?

স্যামসন : তোর মতো? দ্যাখ, হাসাস না বলছি! ওর টায়ারের গা থেকে গোবর পরিষ্কার করবার 'এলেম'ও তোর নেই বুঝলি। তোকে করব আমি আমার প্রাইভেট ড্রাইভার— আর তুই যদি এটার মতো একটা নোংরা ইউনির্ফম পরে আসিস ত তোকে ঘোড়াপেটা করব।

সালুবি : কার ইউনিফর্ম ময়লা, অ্যাঁ? রোজ কেচে মাড় দিই। তিন পেনীর মাড় একদিনের জন্য কড়কড়ে করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলবি?

স্যামসন : প্রোফেসরকে নিয়ে কী করব জানিস? ওর জন্য একটা ইস্পেশাল অফিস বানিয়ে সেখানে এয়ার কনডিশনার বসিয়ে দেব। তাতে অটোম্যাটিক ছাপাখানা থাকবে। আরো সব ভালো ভালো চীজ

থাকবে, আমার ড্রাইভারগুলোর জন্য একটার পর একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দেবে, ও ত আর্টিস্ট, আর আমার অত টাকা। একটা আর্টিস্টকে, কালচারকে, বুঝলিনা, আমার ত মদত দেওয়া উচিত, তাই না?

সালুবি : যেদিন পুলিশ ধরবে সেদিন....

স্যামসন : আরে কিসের পুলিশ? সব ব্যাটা লাইন দিয়ে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়াবে টিপস্ নেবার জন্য। রাস্তায় আমার লরি ছোঁবার সধ্যি থাকবে না কারো।

[প্রোফেসরের চেয়ারটা তুলে নিয়ে ওটা বড় টেবিলটার ওপর চাপিয়ে টেবিলটার ওপর ওঠে, উঠেই হঠাৎ লাফিয়ে নেমে চাদরে মোড়া কতনুকে চাবকাতে থাকে, কতনু নড়ে চড়ে, তারপর আস্তে আস্তে জেগে ওঠে। ওর কাঁধের ওপর চাদরটা জড়িয়ে দিয়ে আবার টেবিলটাতে উঠে বসে। প্রোফেসরের চশমাটা তুলে নিয়ে নাকের ওপর এঁটে দেয়। খুব একটা ভারিক্কি চেহারা করে সামনে একটা লাইন খুব বেজার মুখ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে মুখটাকে উজ্জ্বল করে।]

স্যামসন : আমি আর আমি নই, বুঝলি।

সালুবি : (নতজানু হয়ে সেলাম করে) আফ্রিকান কোটিপতি।

স্যামসন : কী বলিস্, শুনতে পাইনা।

সালুবি : সুভদ্র ক্রোড়পতি।

স্যামসন : ব্যাপার কী। সকালে পেটে কিছু পড়েনি বুঝি? বললাম যে শুনতে পাচ্ছি না।

সালুবি : কোটিপতি স্যামসন।

স্যামসন : আহা, বন্ধুগণ, তোমাদের জন্য আমি কি করিতে পারি?

সালুবি : (প্রার্থনার সুরে) প্রভু দাও মোদের দৈনিক উৎকোচ*। আমেন্।

স্যামসন : [কাল্পনিক টাকার থলির থেকে কাল্পনিক মুদ্রা বার করে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করে হঠাৎ বিরত হয়ে] মনে রেখো, প্রথমে অফিসার বর্গ। সুপারিন্‌টেনড্‌রা এসো। (পয়সা ছুঁড়ে দেয়, সালুবি কুড়িয়ে নেয়)। ইন্‌স্‌পেক্টর দল। (একই ভঙ্গিমা দুজনের) সার্জেন্ট দল। (আবার সালুবি মুদ্রা কুড়োয়) সাবাস্, একেই বলে সাচ্চা, দস্তুরমত পল্টন। এবার, এক বা দুই স্ট্রাইপওয়ালার দল [পয়সা ছুঁড়ে দেয়, সালুবি একটু সরে গিয়ে অন্য একটা জায়গা থেকে পয়সা কুড়িয়ে নেয়] বহুত আচ্ছা। বহুত আচ্ছা। এবার আন্‌কোরাদের পালা [একই ভঙ্গীকরণ] এবার যেতে পার তোমরা। হে দোস্তবর্গ, তোমাদের ভালো শিকার মিলুক।

*উৎকোচ— লর্ডস্ প্রেয়ারের bread এর বদলে bribe.

[সে ও সালুবি হেসে গড়িয়ে পড়ে। কতনু উঠে ওদের দেখতে শুরু করেছে।]

সালুবি : আই বাস। সাচ বাত কহো ভাই, টাকা হাতে যার, হিম্মৎ আপনি মেলে তার। ইহাই সত্যের সার।

স্যামসন : ঈশ্বর, এবার আমি জিন্দেগিতে মজা মারব বহুত, সত্যি বলছি। এমন মজা লুটব বহুকাল ধরে, বুঝলি, দেখবি ঈশ্বরও আমাকে হিংসে করবে। হিংসের জ্বালায় ভগবান যদি আমাকে খুন করে ত আমি এই দুনিয়া আর বেহস্তের মধ্যে বাস চালাব। তখন সেটাই হবে বাসরাস্তা বুঝলি।

সালুবি : বাসরে। কী রকম বাস চালাবি তুই সগ্গে? আমি ত দেখি লোকে এরোপ্লেন হেলিকপ্টারে বেহস্তের পথ ধরে।

স্যামসন : (পূর্বভূমিকাতে আবার) ইধার আও।

সালুবি : ইয়েস্‌সা..... [ইয়েস স্যার]

স্যামসন : আজ চান করেছিস?

সালুবি : আমি স্যার?

স্যামসন : হাঁ কর্ দেখি .... দেখি, মুখ খোল্। আরো বড় হাঁ! উঁ, বদ্‌বু।

সালুবি : স্যার?

স্যামসন : কী বদ গন্ধ। শোন এই গুণেই তোকে আমি আমার প্রাইভেট বডি গার্ড করে দেব। ঐ পুলিশগুলো যখন তাদের কাঁদানে গ্যাস আর কী সব আলটু বালটু চীজ নিয়ে এগুবে, তুই বড়ো হাঁ করে মুখ খুলে ওদের দিকে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়বি। একেই বলে কাউন্টার-ব্লাস্ট, বুঝলি? পাল্টা হামলা।

সালুবি : ইয়েস্‌সা.....

স্যামসন : কিন্তু সাবধান, আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ছাড়বি না কিন্তু। সারের গাদা ততক্ষণই সয় যতক্ষণ হাওয়া বয় উল্টো দিকে। বেশ কয়েকবার তুই আমার দিকে তাক করেও নিশ্বাস ছুঁড়েছিস মনে থাকে যেন!

সালুবি : আমি স্যার? কোটিপতির মুখের দিকে নিশ্বাস ফেলা? মালিক, এই আমি?

স্যামসন : হ্যাঁ, তুই-ই, আবার কে? আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চাস!

সালুবি : সরি স্যার, মাপ কিজিয়ে মালিক।

স্যামসন : আর তোর গাড়ি চালানো দিন দিন জাহান্নমের পথে যাচ্ছে। দ্যাখ, তোরা এই ড্রাইভার গুলি না, সব সমান, সব একপদের। দূর পাল্লার পথে কেবলি ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারের দিকে তাক করে পশ্চাদেশ ফাঁক করে বাতকম্মো করিস। বল্, এটা কি ঠিক?

সালুবি : হ্যাঁ....। মানে, না সার্। আদপে না মালিক।

স্যামসন : শোন, আমি চাই তুই গাড়িটা নিয়ে— ঐ লম্বাটার কথা বলছি, ওটা

নিয়ে বেলা দুটো নাগাদ মারিনার ধার দিয়ে চালাস। খুবসুরৎ ছুঁড়িগুলো যখন অফিস থেকে, কচি ডব্‌কা ছুঁড়িগুলো যখন ইস্কুল থেকে বেরোবে, তখন ওদের তুলে তুলে নিয়ে আমার বাড়িতে আনবি। আরে এই বুড়ো বয়সে রক্তে একটু তাজা টনিক দরকার, বুঝলি না?

[দুজনে হাসিতে এতই মগ্ন যে লক্ষই করে না যে প্রোফেসর আসছে। সালুবি তাকে প্রথম নজর করে, সে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর তোত্‌লাতে থাকে.....]

সালুবি : স্যামসন্ .... এই স্যামসন্। প্রোফেসর।

স্যামসন : তা তাতে হয়েছে টা কী?

[সালুবি কম্পিত অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রোফেসরের দিকে, কিন্তু স্যামসন ফিরেও তাকায় না।]

—*কিরে ভূত দেখলি নাকি? না কোনো সদ্য-বিয়োনো বেকুব? এ* সময়ে আবার এখানে প্রোফেসর আসবে কোত্থেকে?

[প্রোফেসর দরজার দিকে যেতেই সালুবি টেবিলের তলায় সেঁধিয়ে যায়। স্যামসন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, ভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘাঙ্গ প্রোফেসর, ভিক্টোরীয় পোশাকে সজ্জিত টেল দেওয়া কোট, টপ্‌হ্যাট সবই আছে, সবই ধোপদুরস্ত টিপটপ। তার হাতে চারটে বড়ো বড়ো খবরের কাগজের বাণ্ডিল, পঞ্চাশটা নানাধরনের কাগজের টুকরো কাঠের স্ট্যাণ্ডে বসানো একটা শিকের মাথায় গাঁথা। একটা কনুই থেকে একটা চেয়ার স্টিক ঝুলছে, অন্যটা আঁকড়ে ধরে আছে একটা রোড-সাইন, তাতে একটা আঁকাবাঁকা স্কুইগ্‌ল্ আঁকা, আর একটা মাত্র কথা লেখা—BEND (নীচু হও)।]

প্রোফেসর : [উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে প্রবেশ] এতো দৈবঘটনা, হ্যাঁ, দৈবই ত.... দৈবঘটনা ঘটে প্রভাতেই, কিন্তু আজকের প্রভাত... সব প্রতিশ্রুতিকে এই প্রভাত অতিক্রম করে গেছে দেখি।

আজবতম দেশে... ঈশ্বর, ঈশ্বর হে অবিসংবাদিত এই কথা যে সর্ববিষয়েই নিহিত অপার বিস্ময়।

প্রতি প্রহরে নব আবিষ্কার— আমি তাতে অভ্যস্ত, কিন্তু সেই আবিষ্কারের গোপন স্থানে আমাকে নিয়ে যাবে, কোন্ অনাদি অতীতে সেখানে তা উদ্ভাসিত হয়ে আছে.... সন্দেহ নাই তায়, সেখানে সেই শব্দ ফুটে উঠে গোপনে, ধরিত্রীর বুক চিরে, আর আমি গিয়ে সেই শব্দ চয়ন করব সেথা।

[বলতে বলতে সে তার টেবিলে তার জায়গায় পৌঁছে যায়।

হতভম্ব হয়ে সে এদিক ওদিক চায়, টেবিলের ওপর দাঁড়ানো স্যামসনকে দেখতে পায় না]

কিন্তু এ ত আমারই আস্তানা? হলফ করে বলতে পারি.....

[হঠাৎ সন্দেহ হওয়াতে পথনিশানাটাকে আঁকড়ে ধরে]

শত কৌশলেও এটিকে কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আমার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করলেও, মন্ত্রচালিত করে আমাকে এখানে সশরীরে টেনে আনলেও, আমি আমার অতন্দ্র প্রহরের ফসলকে কখনও ছাড়ব না। এটাকে আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

[শেষ পর্যন্ত সে উপরে তাকিয়ে স্যামসনকে নজর করে তাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে]

মহাশয়, আপনি নিশ্চয় আমার নিত্যসাথীদের একজন নন, তাহলে ত চিনতাম আপনাকে।

স্যামসন : আজ্ঞে ন্- ন্- না- আ।

প্রোফেসর : তাহলে কবুল করেছিস, এখন আর ভাণ লাভ নেই।

স্যামসন : না, মানে....।

[নিচে তাকিয়ে প্রোফেসর হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে আসা সালুবির পশ্চাদ্দেশের কিছুটা দেখতে পায়। আত্মরক্ষামূলক নিরাপদ দূরত্ব থেকে সে চেয়ার-স্টিক নিয়ে তাকে বেদম পেটাতে থাকে]

প্রোফেসর : বেরিয়ে আয় ওখান থেকে। তোকে দেখতে পাচ্ছি। কজন আছিস ওখানে ঢুকে? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়। তোরা শয়তানের পল্টন হলে কী হবে, ... হ্যাঁ— আমার বাহু অখণ্ড শব্দ বলে বলীয়ান।

স্যামসন : স্যার, স্যার, শুনুন স্যার দয়া করে, আপনি বোধ হয় একটু ভুল করেছেন।

প্রোফেসর : ভুল করেছি?

স্যামসন : বোধহয় পথ ভুল করেছেন।

প্রোফেসর : তাই মনে হচ্ছে? হতেও পারে—সকলই সম্ভব হয় যখন আমি শব্দ পানে ধাওয়া করি। ... তবে সত্য কহ .... তোমরাই কি আমার কাছ থেকে শব্দকে গ্রহণ করবার জন্য অত্র অপেক্ষমান নও?

স্যামসন : না, না, ... আদপেই না। আপনি স্যার পথ ভুলে এসে পড়েছেন ব্যাস।

প্রোফেসর : তাহলে ত এখুনি স্থানত্যাগ করা প্রয়োজন, যেতে হবে [যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে] কিন্তু প্রথমত, বলতে পার আমি তাহলে এখন ঠিক কোথায় আছি?

স্যামসন : অবশ্য পারি। একটা ভুল জায়গায়, মানে অজায়গায় আর কি।

প্রোফেসর : আ, আমারও ছিল তাই মনে। অবাক লাগছে নিজেকে এখানেই স্থিত দেখে। হয়তো কোনো অশরীরীর সহানুভূতির আকর্ষণে এসে পড়েছি এখানে। তোমরাও কি এখানে নিজেরাই পথ বেছে নিয়ে এসেছ?

স্যামসন : পথ, কিসের পথ? ও রাস্তা মানে...না বলছি কি আপনার তাড়া আছে বলছিলেন না? আচ্ছা, গুড বাই।

প্রোফেসর: [স্যামসনের দৈর্ঘ্য ভালো করে পরখ করে নতন বিস্ময়ে] হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে প্রাজ্ঞ বলে মনে হয়, ধরিত্রীর সাধারণ পরশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা এক জ্ঞানী যেন। কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার এ পথ যে সকল রকম মিলনের পরিপন্থী...শব্দ ত অস্বীকৃতির দ্বারা লব্ধ নয়।

স্যামসন : বটেই ত বটেই ত, আচ্ছা তবে এখন যান...আমরা বড়ো ব্যস্ত আছি।

প্রোফেসর : জানতে পারি কি তোমরা আসলে কে? স্বীকার করছি, নিজের ভ্রান্তির ফলে আমি কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে আছি, কিন্তু তোমাদের মুখমণ্ডলের স্মৃতি আমার মনে এখনও জাগরূক, কিছুটা অস্পষ্ট হলেও।

স্যামসন : হতেই পারে না, আলবৎ আমাদের এর আগে কোথাও মোলাকাৎ কখনও হয়নি।

প্রোফেসর : তোমরাই এখানেই বসবাস করো?

স্যামসন : হ্যাঁ...মানে আমিই এ জায়গাটার মালিক আর কি। আসলে, বলেই ফেলি...আমি একজন কোটিপতি।

প্রোফেসর : তুমি কী।

স্যামসন : [সাহস সঞ্চয় করে] হাঁ বিল্কুল ঠিক। আমি কোটিপতি।

প্রোফেসর : বড়োই বিভ্রান্ত আমি, আমার অধিগম্য বিষয় কেবল শব্দ মাত্র, এবং সত্যই মাঝে মাঝে দৈবাৎ আমি এসে পড়ি পার্থিব মানুষের জগতে। [গমনোন্মুখ]

স্যামসন : আরে, সে কথাই ত আপনাকে সমঝাবার জন্য এত কষ্ট করছি, কৌশল করছি মশাই। নিন, যান। আচ্ছা, গুড বাই।

প্রোফেসর : [বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে] এ প্রকার বিপদ, আমাদের মতো শব্দ সন্ধানীদের বড়োই বিচলিত করে। [কতনুকে উঠতে দেখে] কিন্তু তোমাকে ত আমি চিনি? তুমি ত সেই তীর হতে অন্য তীরের পথের ড্রাইভার, যে এখন পথ ত্যাগ করেছ, তাই না।?

স্যামসন : বটে? মানে কার কথা বলছেন? ও, ওর কথা! কেন, ওকে ত আমি আজই কাজে বহাল করছি। ও তাহলে মত পাল্টেছে নিশ্চয়।

প্রোফেসর : আহা, বলিনি আমি কোনো এক সহানুভূতির আকর্ষণে হেথা আনীত? জানতাম আমি, বিনা কারণে পথভ্রম আমার ক্ষেত্রে ঘটতেই পারে না।

[স্যামসন মরীয়া হয়ে কতনুকে অধ্যাপককে নিয়ে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে]

কতনু : প্রোফেসর, বলুন যদি চান, আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

প্রোফেসর : কিন্তু তোমার মনিব?

স্যামসন : না, না, আমার কোনো আপত্তি নেই। আর চান ত ওকে নিয়ে নিন, আসলে ওকে আমার তেমন দরকার নেই আর। বড়ো খোয়াব দ্যাখে ব্যাটা সব সময়। যা যা তোকে বরখাস্ত করলাম। যা, আচ্ছা গুড বাই, মানে দুজনকেই গুডবাই....

প্রোফেসর : এসো তাহলে, তোমাকে আমি এক নববিস্ময় দর্শাই...এক অপরূপ উন্মাদনার ছবি— একটি বৃক্ষের গায়ের ওপর একটা মোটরযান ঝাঁপিয়ে পড়েছে....। ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানবাত্মার ওপর স্ফটিকের বর্ষণ!

স্যামসন : (হঠাৎ আতঙ্কে) দাঁড়ান দাঁড়ান। একসিডেন্ট এর কথা কী বলছিলেন?

প্রোফেসর : শব্দপানে প্রকৃত পথের ব্যাপারে তুমি এতই অজ্ঞ। এটা কখনই দুর্ঘটনা নয়।

স্যামসন : আরে মশায়, ও যে নামেই বলেন, সে আপনার খুশি! কিন্তু আপনি ওকে ঐ রাবিশের পাঁজা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

প্রোফেসর : [কিঞ্চিত রাগতভাবে] সাহস ত কম নয়? আমি কি দুঃখের সন্ধানে এক বুদ্ধিহীন?

সালুবি : [তলা থেকে] স্যামসন তুই কি পাগল হলি? যেদ্দে না, ওদের, দোহাই!

প্রোফেসর : [কতনুকে] এই কোটিপতি—এ কি তোমার আত্মাকেও ক্রয় করেছে?

কতনু : প্রোফেসর ওদের কথায় কান দেবেন না, চলুন যাই।

স্যামসন : [অনুনয়ের সুরে] ওরে কতনু, ওর সঙ্গে যাসনে তুই, শোন্ [প্রোফেসর তার দিকে এগিয়ে যায়]

সালুবি : এবারই ত ধরা পড়ে যাবে রে, শালা গাধার বাচ্চা, ফড়ে।

প্রোফেসর : আমার শয্যা মৃতদের মধ্যে, আর আমার নিদ্রাভঙ্গ করার জন্য যখন পথ তোলে জয়ধ্বনি, তখনই ত আমি ধাই বিরক্ত আত্মাদের পুঞ্জ মাঝে, নিজেদের ত্যক্ত দেহগুলির প্রতি যাদের মনে তীব্র ঘৃণা। বাসি মাংসের বিপণি-সম সে সব, মাছির ভনভন আর বৃদ্ধার কলধ্বনি যাদের সর্বদা ঘিরে থাকে। যে স্থলের কথা বলছি তা খুব দূরে নয় এখান থেকে, যদি চাও সেখানে আসতে... আমার সাধনার এই সত্যকে তোমাদের প্রত্যক্ষ করানো হবে...

স্যামসন : না না থাক,... অনেক ধন্যবাদ স্যার। যেচে আমি কখনও বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি জিনিস দেখে বেড়াই না বাবু!

প্রোফেসর : ভীত তোমরা? জানি আমি আমার সন্ধান বিপদসঙ্কুল, কিন্তু শব্দ যে

দেখা যায় মরণেরই সাথী, জীবনের নয়। দেখতে পাবে সেথায় গেলে আত্মা-ত্রয়ী বৃক্ষ অবলম্বনে ঊর্ধ্বে পলাতক। দেখে মনে হবে যে মোটর-যানটিও তাদের পশ্চাতে ঊর্ধ্বগমনে ব্রতী। ওঃ চতুর্দিকে কী ক্রুদ্ধ গুঞ্জন, কিন্তু বিষয়টি তখন মেরামতের অতীত হয়ে গেছে হায়। ওরা তিনজনেই হত হয়, শক্ত শাখায় ক্রুশবিদ্ধ। দেখলাম আমি শব্দটি জাত হল চাকার চাষ করা গর্তের মধ্যে, যেখানে রক্ত ঝরে ভূমিতে লীন। বল্ আমাকে কে এ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে আসীন। তোরা কি বলতে চাস আমার নিদ্রাভঙ্গ হল শূন্যতার মধ্যে, নিরর্থক এক ঘটনায়?

সালুবি : জবাব দিস না স্যামসন—স্রেফ চলে যেতে দে ওকে।

স্যামসন : কিন্তু কতনুকে ওসব দেখাতে নিয়ে যাবার দরকার কী!

স্যামসন : আরে যেতে দে না, শেষকালে দেরি হয়ে যাবে বলছি।

কতনু : চলুন প্রোফেসর [প্রোফেসরকে ধরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে, স্যামসনের দিকে ফিরে] আরে এটা ত একটা বিজনেস্ টিরিপ লাফালাফি কচ্ছিস কেন বুঝি না।

[দুজনে চলে যেতে যেতে—]

প্রোফেসর : ভেবোনা আমি এইসব অভিপ্রকাশকে সত্য বলে মানি। হয়তো এ অন্ধ ধাঁধা। জানি আমি ইহাই শব্দ নহে, কিন্তু প্রতিটি আবিষ্কারই এক একটি পথ নির্দেশক বিশেষ... শেষ পর্যন্ত আবির্ভাব হবে, নগ্ন, অকুণ্ঠ, উন্মোমন, আমার এড়িয়ে চলা পালিয়ে বেড়ানোর ঘটবে অবসান, আমারই ব্রত সার্থক প্রতিপন্ন হবে....

[তার কণ্ঠস্বর ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল, স্যামসন আর সালুবি যতক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল নিশ্চল হয়ে তা শুনল]

সালুবি : [হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে] দ্যাখ, তোর সম্পর্কে একটা কথাই বলতে পারি বুঝলি, তুই শালা শিকারী কুত্তার নসিব নিয়ে জন্মেছিলি মাইরি। মানে যেখানে হাতে নাতে ধরা পড়ার চেয়েও চোরের.....

স্যামসন : কিন্তু কতনু যা বলল তার মানেটা কী।

সালুবি : কী বলল কতনু?

স্যামসন : ঐ যে বলল বিজনেস টিরিপে যাচ্ছে? এ সব ব্যাপারে এ আবার কী রকম ধরনের মস্করা, অ্যাঁ?

সালুবি : কিন্তু, ও ত বিজনেস ট্রিপই করতে যাচ্ছিল।

স্যামসন : বিজনেস ট্রিপ। কিসের বিজনেস ট্রিপ শুনি?

সালুবি : যা ভাগ্ শালা! তুই-ই ত ওর সাথী, ন্যাকা সাজছিস, যেন কিছুই জানিসনা?

স্যামসন : কী আবার জানব আমি।

সালুবি : আমার এই ইউনিফর্ম কোত্থেকে এসেছে শুনি?

স্যামসন : লোপাট করেছিস, আবার কি। স্রেফ চুরি। শালা তুই ছাড়া কেউ মুর্দার গা থেকে পোশাক চুরি করে? ছিচকে চোর একটা, হাত সাফাই তোর ব্যাবসা। সার্জেন্ট বার্মা বেঁচে থাকলে তোর এসব করার হিম্মত হত না।

সালুবি : বেড়ে চাঁদ, ভালোই ত ইয়ার্কি ঠাট্টা করতে শিখেছিস দেখছি, খুশি হলাম তোর মস্করা শুনে। আরে আমি এটা তোরই সাথীর কাছ থেকে কিনেছি।

স্যামসন : কতনুর কাছ থেকে? পাগল হলি নাকি হ্যাঁ?

সালুবি : শালা অন্ধা কোথাকার। টেলবোর্ডের পেছনে এখন কে কাজ করছে আঁখ খুলে একবার দেখে নে না।

স্যামসন : বটে, তা কাকে দেখতে পাব সেখানে? তোর বাপের পচাগলা মুর্দা?

সালুবি : আর তাহলে ত এতক্ষণ তোর দোস্ত তাকে বেচে দিয়েছে দ্যাখ গিয়ে।

স্যামসন : চোপ শালা মিথ্যুক।

সালুবি : ঠারিয়ে! ঠারিয়ে! ঠিক আছে, ও ফিরে এলে নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখতে পাবি।

স্যামসন : বাজে বকিস না। ওটা ছিল সার্জেন্ট বার্মার ডিপার্টমেন্ট।

সালুবি : সার্জেন্ট বার্মা ত মরে ভূত।

স্যামসন : কতনু কতদিন হল ওর পার্টনার?

সালুবি : পার্টনার বলছিস কাকে? ও ত ঐ যাকে বলে উত্তরাধিকারী, মানে এখন ডিপার্টমেন্ট ওরই হাতে।

স্যামসন : [রাগে উন্মত্ত হয়ে] মিথ্যুক কাঁহিকার! শালা পেছন থেকে ছুরি মারা লোচ্চা!

সালুবি : আরে আমি নিজে ত তোকে বলছি না কিছু। নিজের চোখেই দেখে নে না!

স্যামসন : কখন, কখন এসব হয়েছে শুনি? আমিই জানিনা আর এ সমস্ত হয়ে গেছে তাও কি হয়?

সালুবি : চোখ দুটি রাখিস কোথা, পকেটে পুরে? শোন্, নিজেকে আর ঠকাস না, বরং সব কিছু বুঝে নে আর দেরি না করে। প্রোফেসর যদি আবার এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এখানে, এবার কিন্তু আর অত কানা থাকবে না বলে দিলাম।

স্যামসন : [আস্তে আস্তে সব বুঝে] হায় ঈশ্বর। বিশ্বাস যায় না আমার। কিন্তু কতনুর মতলবটা কী, কী করতে চায় ও? ভান করতে চায় যে কিছুতেই কিছু আসে যায় না?

সালুবি : শোন্ এটাকে ঠিক জায়গাতে বসা, বুড়ো আবার আসার আগে। বার বার দুবার এক ভুল করবে না।

[টেবলটাকে ঠিকঠাক করে দেয় দুজনে]

স্যামসন : ও এখন ফিরবে না। বুড়ো এ ধরনের ভুল হলে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ভাবে এই ত প্রমাণ হয়ে গেল ওর নিজের ভেতরে কী গলতি রয়ে গেছে। দেখিস, আমি এই বলে দিলাম। বিকেল নাগাদ এলে সব জানতে পারবি।

সালুবি : তবু বলব তোর বরাত খুব ভালো। আমি ত ভাবছিলাম ঐ কি 'শব্দ' 'শব্দ' করে তোকে টেবল থেকে একেবারে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

স্যামসন : কিন্তু কতনু ত এরকম লোক নয়। কী করতে চেষ্টা করছে সে? এর ত কোনো দরকার ছিল না। আমি ত শুধু বলেছি তোর লাইসেনস্ ফেরত নে। কবরখানার মুর্দাঘরের জন্য দোকান খুলতে বলিনি।

সালুবি : কিন্তু ও আবার পথে চলতে শুরু করুক, তুই ত তাই চেয়েছিলি, চাস্‌নি? তা এখন সে পথে দৌড়তে শুরু করেছে জেনারেল ট্রেডার, আর মাঝে মাঝে বোধহয় সাপ্লায়ারও বটে।

স্যামসন : শালা দুমুখো কোথাকার—ওকে শাপ দিচ্ছিস? তোর ঐ মাথা থেকে আসে এইসব, শালা চিরকাল এক্‌সিডেন্ট-করা ড্রাইভার।

[বেজার হয়ে বসে পড়ে]

সালুবি : খুব জোর যে বেঁচে গেছিস নিজে, সেজন্য একটু কৃতজ্ঞতাও নেই। আবার ত গিয়ে প্রোফেসরের চেয়ারেই বসেছিলি।

স্যামসন : এখন আর কিছু পরোয়া করিনা আমি। কতনু যখন ওর সঙ্গে গেছে তখন ত বড়ো আরো খারাপ অবস্থায় ফিরে আসবে।

সালুবি : [যেতে যেতে] ছেড়ে দে না সব? লোকটা তোকে আর ড্রাইভার রাখতে চায় না, আর তুই ওর কাছে ঘ্যান ঘ্যান করেই চলেছিস, যেন তুই ওর বউ। হাবা। গলায় স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে জন্মেছিলি বুঝি?

স্যামসন : সব ঐ প্রোফেসরের কাজ। আর আমি বেকুব কিনা ওর ওপরই সব আশা-ভরসা করছিলাম। ভেবেছিলাম আমার ঐ বাওরা আগেরটাকে ও একটু ঠিকঠাক করে দেবে। আর সে কিনা নিয়ে গেল ওকে আরেকটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট দেখাতে?

সালুবি : আরে ও ত পাগল! ওর মতো একটা আজব আদমি নিয়ে তোর অত মাথা ব্যথা কিসের শুনি। আর তুই ভাবিস কতনু জানে না লোকটা কী জাতের মাথা পাগলা?

[গীর্জার দরজা হঠাৎ খুলে যায়, লেকটার্নটা দেখা যায়। ব্রোঞ্জের ঈগল একটা, তার ডানায় চেপে রয়েছে বিশাল একটা গ্রন্থ। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্গান থেকে উত্থিত সংগীতধ্বনিতে বস্তিটা ভরে যায়, স্যামসন কিছুক্ষণ তা শোনে]

স্যামসন : আগের লোকটার মতো ভাল বাজায় না এটা, প্রোফেসর বলেছে।

সালুবি : রোজ সকালে লোকটা বাজাতে আসে কেন বল ত? আরে চার্চের ভেতরে ত কেউই নেই।

স্যামসন : আরে রিহাস্সাল দিচ্ছে রে গাধা। ভেবেছিস লোকে অর্গানের সামনে বসেই বাজাতে শুরু করে দেয়, অত সোজা। আঃ জানিস, ঐ প্রোফেসর যখন সত্যি সত্যিই প্রোফেসর ছিল, তখন যেখানে যেখানে বাজনদাররা ভুল করত, ও গিয়ে শুধরে দিয়ে আসত বুঝলি। আরে কোরাস গাইবার সময়ও কারো গলা থেকে বেসুরো আওয়াজ বেরোলে ঘাড় ফিরিয়ে টচ্-টচ্-টচ্ করে উঠত। যখনই সেটা অর্গান বাজিয়ে টের পেত তখনই সে বুঝত কপালে আজ দুঃখ আছে।

সালুবি : তা ও নিজে বাজায় না কেন যন্তরটা?

স্যামসন : শালা তুই জন্মেছিলি কোথায় বলত, প্রোফেসর লোকটা আসলে কী তা কিছুই জানিস না?

সালুবি : ঐ চার্চের টাকা পয়সা নিয়ে কী সব যেন হয়েছিল শুনেছি, তার বেশি কিছু আমি জানিনা।

স্যামসন : তুই কি ভেবেছিস ওরা ধরে বেঁধে একজনকে জেলে পুরে দিল। ব্যাপারটা অত সোজা? প্রোফেসরের মতো লোককে? তুই তার কিস্সা কিছুই জানিস না। প্রোফেসর যখন চার্চে ঢুকত সব্বাই ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে চোখ মেলে দেখত, আর প্রোফেসর তার নিজের হেলান দেওয়া চেয়ারে গিয়ে বসত, সে চেয়ারে অন্য কেউ হেলান দিয়ে বসেছে দেখলেই ওয়ার্ডেন গিয়ে তাকে ওখান থেকে উঠিয়ে দিত।

সালবি : বাবা, গীর্জা ত নয়, আসলি হাই সোসাইটি!

স্যামসন : চুপ কর। শালা জানিস লোকে কাকে বলে কেলাস, শ্রেণী অ্যা? প্রফেসরের বুঝলি খুব উঁচু কেলাস আছে। ওর স্টাইল আছে দেখিস না? ঐ যে এখনও যে স্যুটটা গায়ে চাপিয়ে বেড়ায়, ওটা ছিল ওর সন্ধেবেলার প্রার্থনার সময় পরার স্যুট। শোন্ তবে বলি—এ তল্লাটের সকলে ওকে দেখতে আসত, এই বারে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখত, ওকে দেখত আর ঐ চেয়ারে মেলে দেওয়া শতখানেক রুমালের দিকে সব হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।.... [স্যামসন ইতিমধ্যে আবার প্রোফেসরকে নকল করতে শুরু করেছে, একটা বেঞ্চের ওপর তেলময়লা মাখা ন্যাকড়া বিছিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে। ভাবখানা একজন নিখুঁত হোমড়াচোমড়ার। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আদবকায়দা অনুযায়ী 'বাও' করে] এই যে বাও করলাম, এতে বুঝবি এক্ষুনি পাদ্রী যিশু খ্রীষ্টর নাম করল। আরো শোন বলি, পাদ্রী তার বক্তৃতা প্রোফেসরের দিকে সোজা তাকিয়ে দিত, যেন তার মদত চাইছে!

[সে কান খাড়া করে কী যেন শোনে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকায়, একটা নোটবুক নিয়ে কী যেন লেখে] এটা একটা বিতর্কের বিষয়, চার্চের অধিবেশনের পর এই নিয়ে চলবে তীব্র বাদানুবাদ [ধীরে ভুরুর ওপর বুলিয়ে রুমালটা পাশে রেখে দেয়]—একটা রুমাল দুবার ব্যবহার করবে, সে তার ধাতেই ছিল না। কভি নেহি।

সালুবি : সেদিন কী হয়েছিল, যেদিন নাকি বিশপের সঙ্গে মারপিট হয় লোকে বলে?

স্যামসন : মারপিট ? কীরকম মারপিট?

সালুবি : বিশপের গালে প্রোফেসর থাপ্পর ঝাড়েনি?

স্যামসন : আরে গবেট, এতক্ষণ ধরে যা বললাম তার কিছুই বুঝিস নি। কী করে ভাবলি শালা যে প্রোফেসর ঐরকম জঙ্গলী ড্রাইভারের সামিল হতে পারে অ্যাঁ? আরে লড়াই হল বটে, কিন্তু সে ত ভদ্দর লোকদের লড়াই। শোন, আসলে কী হয়েছিল বলি। বিশপ যেই ভাবল যে ওর বি. এ বি. ডি আছে....

সালুবি : বি. ডি.? কতটা?

স্যামসন : আরে বি. ডি. মানে ব্যাচেলর অফ্ ডিভিনিটি, উজবুক কোথাকার। যাই হোক, বি. ডি. থাক বা না থাক, লোকটা প্রোফেসরের মতো ভালো বক্তৃতা দিতে পারত না। আসলে প্রত্যেকে বলত প্রোফেসরেরই বেদী থেকে বক্তৃতা দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহলে কী হবে, প্রোফেসরের ত 'আদেশ' ছিল না। কাজেই আমরা ওর পড়ানো নিয়েই খুশি থাকতাম, আর তোকে বলি, সভায় চার ভাগের তিন ভাগ লোক আসত প্রোফেসরেরই কথা শুনতে। তাতে বিশপের দারুণ হিংসে হল। প্রতি মাসে বিশপ যখন এসে প্রোফেসরের পড়ানোর পর বক্তৃতা করত, তখন স্রেফ কেলেঙ্কারি হত বুঝলি। বিশপ মুখ খোলার আগেই গীর্জার অর্ধেক লোক ঘুমিয়ে পড়ত। আর যারা জেগে থাকত, তারা কেবল হাঁ করে প্রোফেসরের নোট নেওয়া দেখত [ঝট করে নোটবুক বার করে খস্ খস্ করে তাতে লিখতে থাকে] এটার মানে বুঝলি? মানে বিশপ কোথাও ঐ ব্যাকরণের ভুল করেছে, প্রোফেসর সেটা টুকে রাখল তখুনি। মানে বিশপ তার বাণীতে নিশ্চয় একটা বোমা ছেড়েছে আর কি।

সালুবি : এ হেঁ। ধর তুই যদি বিশপ হতিস, আর কেউ যদি তোকে নিয়ে ঐ রকম কিছু করত, ত তোর মেজাজ গরম হত না।

স্যামসন : আরে দাঁড়া দাঁড়া! আগে আসল লড়াইর ব্যাপারটা জেনে নে। সেদিন যেখানে পড়া হচ্ছে তার গপ্পোটা ছিল—জেরিকোর (আঙুল দেখিয়ে) দেওয়াল ভেঙে পড়ার ব্যাপার। বিশপ মতলব আঁটল— আজ প্রোফেসরকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। করল কী, বাণী দেবার সময়

যেখানে সেখানে বিশপ যিশু খ্রীষ্টের নাম করতে লাগল। প্রথমে প্রোফেসর ব্যাপারটা এইভাবে চালিয়ে যেতে লাগল। [উঠে দাঁড়ায়। বাও করে বসে আবার উঠে বাও করে, বসে, গতি বাড়তে থাকে ওঠা-বসার, কিন্তু তার 'সম্ভ্রান্ত' ভঙ্গি বজায় থাকে, দৃঢ়তাও, একের পর এক রুমাল খারিজ হতে থাকে] আমি ত সেখানে ছিলাম। কতনুও ছিল। লোক যারা আসে সেই সব লোকজন সবাই ছিল, তবে আমরা সকলেই এমন তেতে উঠেছিলাম—দৌড়ে গিয়ে সব পাঁচিলের ওপর উঠলাম ভালো করে দেখার জন্য ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত কে জেতে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, দেখি প্রোফেসরের ঘাড়ে কামড়ানো ব্যথা হয় কি না, আর ব্যাকরণ নিয়ে বিশপ ল্যাজে গোবরে হয় কি না [অর্গ্যান বাজতেই থাকে, তাতে সুর ও লয়ে দ্বন্দ্বটা ফুটিয়ে তোলা হয়] সভা একেবারেই চুপচাপ, স্পিকৃটি নট। সবাই বুঝতে পেরেছে কী হচ্ছে ব্যাপারটা, সবাই বুঝেছে বিশপ আর প্রোফেসরের লড়াই এ আজই শেষ দিন... [স্যামসন হঠাৎ খুব ঝুঁকে পড়ে একটা বাও করে, কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই থেকে বলতে শুরু করে] এইভাবে প্রোফেসর ব্যাপারটা ফয়সালা করে বুঝলি? আর একটা বাও করে সে ঐ অবস্থায় নীচু হয়ে একদম স্ট্যাচু হয়ে যায়। এদিকে বিশপ ত বকবক করে বাণী দিয়ে দিয়ে মাথাটা খালি করে ফেলেছে—গোটা চার্চ তার ব্যাকরণের দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আর প্রোফেসর ঐ নীচু হয়েই থাকে, নট নড়ন চড়ন, এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক করে না [স্যামসন বসে, প্রোফেসরের গুণগ্রাহিতার স্মৃতিতে মাথা নাড়াতে নাড়াতে]

সালুবি : কিন্তু দেয়ালটা ভেঙে পড়ল কী করে?

স্যামসন : ওটা আমাদের দোষ। আমরা সকলে মিলে ওটাকে ঘোড়া ভেবে রেসের দৌড় লাগিয়ে দিলাম যেন, সক্কলে। বুড়ো আধবুড়ো খদ্দের বল, রাস্তার এলেবেলে লোক বল সকলের সে কি ডিগবাজি চার্চের ভেতরে বাইরে। ব্যাস্ তারপর হঠাৎ বা-ব্রাম্!

সালুবি : আর তুই ওটার ওপরে তখন?

স্যামসন : আরে, সে মানুষে ভাঙা দেয়ালের ইঁটে একাকার আর কি! চার্চ সুদ্ধ লোক বাইরে ছুটে এল। তার দরকার ছিল না, জখম কেউই হয় নি। বুঝতে পাচ্ছিস, বিশপ যখন বেদী কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে বক্তিমে দিয়ে তামাম মানুষকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছে ঠিক তখখুনি সব লোক ছুটে বেরিয়ে এল। আরে সেইজন্যই ত দেওয়ালটা আবার বানানো আর হয় নি, বিশপের বারণ ছিল। স্রেফ মানুষের ওপর ঘেন্না ছাড়া একে কী বলবি?

সালুবি : চার্চের টাকা গায়েব করেছিল! তবে কবে, কখন?

স্যামসন : প্রোফেসর? না না ও কখনও কিছু চুরি করেনি।

সালুবি : (কাঁধ ঝাকিয়ে)—একদিন আমি খুঁজে বার করবই কোথায় লুকিয়ে রেখেছে টাকাটা।

স্যামসন : চেষ্টা করে দেখ, প্রোফেসর তোকে পুরোনো খবরের কাগজের মতো দলা মোচড়া করে একেবারে আরশোলা বানিয়ে ছাড়বে।

সালুবি : ভাবিস এই সব ছেঁদো কথায় ভয় খাই।

স্যামসন : ও, সেকালে গীর্জা-কেরস্তানি ছিল রবরবা—গরমাগরম, এখনকার এই পলিটিক্স্ কোথায় লাগে, ওতে অত জমজমাট থিয়েটারী কোথায়?

সালুবি : না, কাজ খুঁজতে যেতে হবে। গোটা সকালটা তোর এই সিনেমা শো নিয়ে মাঠে মারা গেল!

স্যামসন : আরে অমন হন হন করে চলছিস কোথায়? বোস্, আয় বোস্ এখানে, বাতচিত করি আয়।

সালুবি : না, আমি আর বাতচিতের মধ্যে নেই। যদি দেখি কোনো লরীতে জমাদার চায় ত এসে তোকে খবর দেব।

স্যামসন : কে তোর কাছে ভিখ্ মাঙছে রে— যা যা নিজের কাজে যা, ভাগ।

সালুবি : ঠিক হ্যায়। বসে বসে এখানে সিনেমা কর। (চলে যায়)

স্যামসন : (ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে)—ঐ গন্ধা ছাড়্পোকাটাকে আমার সঙ্গে থাকতে বলেছিলাম আড্ডার জন্য, কী দশা হয়েছে আমার। শালা *ওগিরি-মুখো। [ক্রমে তার মন আরো খারাপ হয়ে যায়] কতনু আমাদের আবার রাস্তায় চালু করার আগে ও যদি চাকরি পায় ত শালা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠবে। সব ঐ ব্যাটা কতনুর দোষ। আমি একটা কী, ড্রাইভার ছাড়া ফড়ে। আরে আগেই বোঝা উচিত ছিল ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়াবে। ও কি কখনও স্বাভাবিক মানুষের মতো কাজ করেছে—কখনও? অন্য ড্রাইভাররা যখন একটা কুত্তাকে চাপা দেবার জন্য বেপথ ধরে, কতনু একটা ঘেয়ো কুকুরকে বাঁচাবার জন্য গাড়িকে লাফ্ মারায়। আমি তাকে বলি, কি রে এ আবার কী, এটা করিস কেন। জানিস না কুকুর ওগুন দেবতার খাদ্য? দেখ কতনু, সাবধান। শেষকালে দেরি হয়ে যাবে, সময় থাকতে থাকতে আমাদের জন্য একটা কুত্তা মেরে দে।

[ওর এই ঘ্যানঘ্যান করার মধ্যে কতনু দুই হাত ভর্তি করে মোটর পার্টস, একটা পুরোনো জুতো আর একটা কাপ নিয়ে ঢোকে। অদৃশ্য প্রবেশ পথ দিয়ে আপ-স্টেজে ম্যামি-ওয়াগন স্টলের দিকে যায়, ও

---

*ওগিরি : ওগিরি দিয়ে ইয়োরুবারা সুপ বানায়। খেলে নাকি মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। 'ওগিরি-মুখো' মানে যার মুখ থেকে ভকভক করে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

নিঃশব্দে চলাফেরার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তার পুলিশের কভারটা সরিয়ে একটা দুটো জিনিস টেনে বার করছে, নিজেকে স্যামসনের চোখের আড়ালে করে রাখার চেষ্টা। স্যামসনের বিলাপের মাঝখানে, গানের দলের একটা লোক গীটারে ঝংকার তুলে গাইতে শুরু করে।]

ড্রাইভারের শোকগীতি

সগ্গের পথ বড়ো দীর্ঘ রে ড্রাইভার
সগ্গের পথ দীর্ঘ
চল ধীরে ধীরে চলরে ড্রাইভার
সগ্গের পথ দীর্ঘ,
দোহাই ভগবান, রোষ কেরো না গো
বান্‌ডেলের ঘোড়া লাফিয়ে জেতায়
কিন্তু দৌড় তাকে দেয় ধোঁকা।

[বেড়ার ওপাশে দাঁড়ানো অন্যরা শ্লথভাবে গানে গলা দেয়। স্যামসন রেগে কোরাসের লীডারের দিকে তাকিয়ে বলে]

স্যামসন : ভাগো হিয়াসেঁ। ফোট্। এই সাতসকালে এই গান গাইবার সময়? যা যা কাজ খোঁজকে যা ব্যাটারা। [যেন এরকম ধমকানিতে অভ্যস্ত এইভাবে লোকটা স্যামসনকে অভিবাদন করে চলে যায়। স্যামসন ঘুরেই দেখে কতনু স্টলের কাজকর্ম সেরে বেঞ্চের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে]

স্যামসন : ফিরে এলি। দেখতে পাইনি ত?

কতনু : তুই ত নিজের মনে বিড়বিড় কচ্ছিলি, দেখবি কী করে?

স্যামসন : যা বলছিলাম সব শুনেছিস তুই? আশা করি শুনেছিস, যা বলছিলাম সব সাচ্চা বাত, কথা কটা ঠিক মতো কানে গ্যাছে আশা করি। প্রোফেসর কোথায়?

কতনু : [টাইমটেবল দেখে] এই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নোংরা ছেঁড়া ছাপা কাগজের টুকরো সব জড়ো করছে আর কি।

স্যামসন : এখানে এখন ফিরবে না বোধহয়, ফিরবে?

কতনু : না! এখানকার এই মামলা লোকটাকে একেবারে ছন্নছাড়া করেছে। এখনও লোকটা সবকিছুর একটা মানে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে— তোর বরাত ভাল যে তোকে সন্দেহ করেনি।

স্যামসন : তুই নিজে ঐ একসিডেন্ট এর পাঁজার মধ্যে থেকে কিছু কুড়িয়ে আনিস নি?

কতনু : মানে?

স্যামসন : আমি কিছু জানি না ভেবেছিস? তুই সার্জেন্ট বার্মার বিজ্‌নেসটা বাগাচ্ছিস।

কতনু : কে বলেছে তোকে?

স্যামসন : সে কথা ছাড়্। আমি ভাবতেও পারিনি তুই শালা এ রকম কাজ করার লোক। তোর হকটা কিসের রে? তুই কখনও যুদ্ধে যাসনি। তুই কি সার্জেন্ট বার্মার মতো মানুষখেকো হবার ভানও করতে পারবি?

কতনু : আরে বেশি আঁতে লাগতে লাগতে মানুষ থকে যায় বুঝলি? [বাইরে দলটা আবার গাইতে শুরু করে, এবার একটা কামার্ত সংগীত গায়]

গান : ড্রাইভারের শোকগীতি (পূর্বের পর)

ভোমরের গিলে করা ঘাঘরা উর্ধ্বমুখী
ভোমরের গিলে করা ঘাঘরা উর্ধ্বমুখী।
ওরে ঐ মেয়ে আমার প্যান্ট ভিজিয়ে দেয়
ওরে ঐ মেয়ের তরে আমার প্যান্ট আঠামাখা
উর্দ্ধমুখী ঘাঘরা ঐ মেয়ে।
বেশ্যা কয় মোরে তুই হিজরারে
তবু আমি খুশ, না না না
রাঁড়ীরে করব না গিন্নী, করব না—
কোমরের ঘাগরা কোমরের উপরে ওড়ে
লাগোস নগরীতেই ওড়ে, লাগোসেই
ফোটে মোর চোখ।
লাগোসেই গোপনতা ভাঙে
পিতৃপুরুষের আত্মা ফিরে পায় প্রাণ।

[গানের মাঝে মাঝে পথচারী বন্ধুদের অভিবাদন আর পছন্দমত নিশানার দিকে খিস্তি ছুঁড়ে দ্যায়]

কতনু : আরে জোরো কোথায় রে— ঐ যে উত্তুরে গেলে যে ঝুড়ি ভর্তি বনমুরগীর ডিম না নিয়ে ফিরত না? ঐ— গিরগটি শালা কোথায় গেল রে, ঐ আকান্নিটা? ওর মতো করে ষাট মাইল স্পিডে দৌড়োনো লরীর ছাদে চেপে আম্বা বাজাতে আর কোনো ফড়েকে দেখিনি সত্যি। সিগিভি ওনেই বা গেল কোথা, ঐ তালগাছের পরীটা? সাপেলেজো কোথায়, যে রাস্তার মোড়ে ছটা পুলিশকে একসঙ্গে কাবু করে সবকটাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছিল?

স্যামসন : পন্টুনে উঠে বেশি এগিয়ে গিয়ে লরীসুদ্ধ জলে পড়ে সব গন ফট।

কতনু : আর সাইদু—সে? সেই ইন্ডিয়ান চার্লি, যে আমাদের গাড়ি চালানো শিখিয়েছিল? মানে তোকে শেখাতে গিয়ে যার জান কয়লা হয়ে গিয়েছিল? হাম্‌ফ্রি বোগার্ট গেল কোথা? সিমারোন কিড? শালা কী চালাতো মাইরি! মুফতাউ ছাড়া আর কোনো ড্রাইভার পোর্ট

হারকোর্ট থেকে কাদুনা পর্যন্ত একটানা অয়েল ট্যাংকার চালিয়ে নিয়ে গেছে বলে শুনেছিস? সার্জেন্ট বার্মা গেল কোথায় যার কাছে গাড়িটা ছিল বাচ্চা ছেলের খেলনার মাফিক?

স্যামসন : সব কটা এক পথের পথিক—

কতনু : এইসব এক্সিডেন্ট-ফ্যাকসিডেন্টে সার্জেন্ট বার্মার কিছু আসে যেত না। আমাকে একদিন নিজেই বলছিল একটা এক্সিডেন্টের পর পাঁজার মধ্যে থেকে ভাঙ্গা পার্টস্ ঘাটতে গিয়ে দেখে তার মধ্যে ফ্রন্টিয়ারের এক পুরোনো কমরেডের মড়া। ওটাকে মড়ার বাথানে রেখে এল বটে, কিন্তু তার আগে টায়ার চারটে খুলে নিয়ে যেতে ভোলেনি শালা।

স্যামসন : আরে ওটা কি মানুষ ছিল নাকি?

কতনু : না রে, মানুষই ছিল, মানুষ ছাড়া কি? আরে ওর সাথীরা সব ওকে বরবাদ করেছিল, তা ও নিজেরটা নিজে দেখবে না ত বাঁচবে কী করে? এই যে শ'য়ে শ'য়ে যাত্রীরা যাতায়াত করে, তাদের চুপমারা চাঁচাছোলা মুখ ছাড়া আর কী দেখা যায়, তাদের কথাই বা কী বলবি?

স্যামসন : আমি কিন্তু ওদের দেখতে পাই। আমি ত পেছনে থাকি ওদের সঙ্গেই, তাই আমি ওদের দেখি, বুঝি। ওদের সঙ্গে গালগপ্পো করি, বাপ-ঠাকুর্দা তুলে গাল পাড়ি, খিস্তি করি, তবে তোর মত আমি ঐ নিয়ে বেশি দূর যাই না।

কতনু : দ্যাখ, প্রোফেসর ঐ সার্জেন্ট বার্মার মত খানিকটা, বুঝলি? বুড়ো মড়াগুলির মধ্যে এমনভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল—যেন সেখানে সেগুলো নেই-ই। বুড়োর একমাত্র ছিল সাইন পোস্টটাকে ঠিক মত জায়গামত লাগানো। দেখলে তোরও মনে হত বেটা আদম যেন জীয়ন বৃক্ষটাকে পুঁতছে।

স্যামসন : ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলতে হবে না, সুক্রিয়া। আর ভাল্লাগেনা এসব বাকতাল্লা শুনতে।

[কতনু তার প্রিয় জায়গাটাতে সেঁধিয়ে যায়, স্টোরের দেয়াল ঘেঁসে শোয় বা ওটাতে হেলান দিয়ে বসে থাকে। প্রায়ই আধঘুম অবস্থায় পড়ে থাকে, চারধারে যা ঘটছে তাতে হুঁশ নেই যেন। নগর সর্দারের প্রবেশ, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা]

নগর সর্দার : ক্যাপটেন্!

স্যামসন : [ফিরে না তাকিয়ে সেই অবস্থাতেই]—কেউ নেই, সব কেটে পড়েছে।

সর্দার : কোথায় গেছে। কোন্ মোটর পার্কে?

স্যামসন : কে জানে? যেখানেই যাবে, কিছু একটা পাবে কুড়িয়ে নিয়ে যাবার।

সর্দার : কতক্ষণ গেছে। আজ সকালে আমার ওদের দরকার হতে পারে, হ্যাঁ।
স্যামসন : কখন গেছে? বলতে পারব না।
সর্দার : তোকে ত নতুন মনে হচ্ছে। তুই কি ...ঐ 'বয়'দের একটা না কি?
স্যামসন : আপনার জন্য ঠগ্‌গিরি করতে পারবনা মশাই, যদি সেটাই আপনার দরকার হয়।
সর্দার : পারবি পারবি, খুবই পারবি। হুঁ। ... দিন কয়েক বেকার হয়ে বসে থাক না। তারপর দেখা যাবে। তোর দোস্তের ব্যাপার কী?
স্যামসন : ও ছিল তোমার ড্রাইভার, আমি হেল্‌পার। এখন রাস্তা নিয়ে ভাগাভাগির কোনো মতলব নেই ওর— এক ঐ বলির মধ্যে ঝড়তি পড়তি যা আছে সে দিকে একটু নজর করা ছাড়া।
সর্দার : বলি? কিসের বলি?
স্যামসন : থাক সে কথা। যাই হোক ও ঠগ্‌বাজি কচ্ছে না, এর বেশি জানার দরকার কী?

[লাফিয়ে বেড়া টপকে সে টৌকিও কিডের প্রবেশ]

সে টৌকিও : নগরপাল।
সর্দার : কাপ্তান।
সে টৌকিও : শহর সর্দার।
সর্দার : সে টৌকিও কিড।
সে টৌকিও : ময়লা তক্তা নয় বাবা, এইরকম আমার আসলি সর্দার।
সর্দার : কাঠের কারবারের খবর কী?
সে টৌকিও : আরে জিন্দেগীটা একদম পান্‌সে হয়ে গেছে, বুঝেছ সর্দার। পেটের ভেতরই তা মালুম হয়। শোনো সর্দার! আমি মোটর-পার্ক এর দিকেই যাচ্ছিলাম যখন তোমার গাড়ি পাস করে গেল। অনেক চেঁচালাম তুমি কিছুই শুনতে পেলে না।
সর্দার : আমার দশ দশ আদমি দরকার।
সে টৌকিও : আজই?
সর্দার : এখুনি, এই মুহূর্তে। কেন আমার খবর পাও নি?
সে টৌকিও : না ত।
সর্দার : ড্রাইভারকে ত পাঠিয়েছিলাম, বলল কে একটা বুড়োকে বলেছে, কে এক কালো ডিনার-জ্যাকেট পড়া বুড়ো।
সে টৌকিও : ও তা'লে ঐ প্রোফেসর হবে। ও চায় না আমরা এইসব আজে বাজে কাজ করি। যাক্ আজ আবার কী বাধিয়েছ সর্দার? ভোটের জন্য ক্যাম্পেন?
চীফ্ : না এই পার্টির একটা মিটিং শুধু।
সে টৌকিও : ও। তা আমরা কি জেনারেল পার্টির দিকে না...
সর্দার : আমাকে ত জান, পার্সনাল বডি গার্ড।

সে টৌকিও : নগর পাল।

সর্দার : কত জলদি ওদের জড়ো করতে পারবে?

সে টৌকিও : এই পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। তার বেশি নয়।

সর্দার : শোনো, সব চেয়ে তাগড়া গাট্টা-গোট্টাগুলোকে আমার দরকার। এ মিটিংটা কিন্তু গরমাগরম হবে মনে হয়।

সে টৌকিও : জানো ত বাবা আমার ওপর তুমি সব ছেড়ে দিতে পার সর্দার। তা ওদিকটা... ?

সর্দার : কী? মালের কথা।

সে টৌকিও : হ্যা সর্দার। তোমার তো পুরোনো চাচা মু-চাচা রয়েছে?

[সর্দার একটা ছোটো প্যাকেট বার করে। সে-টৌকিও সেটা লোভীর মতো ছোঁ মেরে নেয়]

সে টৌকিও : [পরখ করে শুঁকে দেখে] ভালো মাল সর্দার। আসলি মাল।

সর্দার : ল্যান্ড রোভারটা মোটর-পার্কে পাঠাব।

সে টৌকিও : না বস্। এখানে পাঠাও। আমি সবাইকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সর্দার : গুব্লেট কোরো না কিন্তু। পনের মিনিট সময় দিচ্ছি।

সে টৌকিও : শহর সর্দার কি জয়।

[সর্দার চলে যায়। সে টৌকিও তাড়াতাড়ি নিজের জন্য একটা গাঁজার বিড়ি পাকিয়ে নেয়, এক কোণে বসে সেটাতে টান দিতে থাকে। স্যামসন অন্য কোণায় লাঠি দিয়ে একটা মাকড়সাকে খোঁচাচ্ছিল, বেরিয়ে এসে]

স্যামসন : জানিস, তোকে দেখলে আমার মাকড়সার কথা মনে পড়ে।

কতনু : কেন?

স্যামসন : হ্যাঁ, তাই মনে পড়ে। ঠিক মাকড়সার মতো টিকে আছিস। ঐ যে ঐ কোণায় ঐ মাকড়সাটা, এটা তোর ভাই।

কতনু : এবার আবার কী শুরু করলি?

স্যামসন : [চোখ ছোট করে তাকিয়ে] মুখ দুটোও তোদের একরকম দেখতে, বুঝলি?

কতনু : আমার কি অতগুলো পা আছে নাকি?

স্যামসন : নেই মানে? চারটে পেছনের টায়ার, দুটো সামনে দুটো স্পেয়ার। সবশুদ্ধ আটখানা না। তবে তফাৎটা এই— তুই শুধু ঐ কোণে পড়ে থেকে থেকে গেঁজিয়ে যাচ্ছিস।

কতনু : (বিরক্ত হয়ে) জানতাম এই রকম কিছু একটা বলবি, শালা ইস্তফা দিতে পারিস না? ব্যাপারটা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করা কেবল!

স্যামসন : যাক গে। তোর ঐ মরা লরী নিয়ে কারবার করতে করতে যখন থকে যাবি তখনও চিন্তা নেই, শহর সর্দার তোকে ওর গুণ্ডার দলে নিয়ে নেবে।

কতনু : মন্দ কী? অন্তত পক্ষে ডাণ্ডা-পেটার আগে একটা জ্যান্ত মানুষের মুখ দেখতে পাব। গাড়ি চালানোতে সে গ্যারান্টি নেই। [সে টোকিওর চোখের তারা স্থির, সে নেশায় বুঁদ হয়েছে। ড্রামটা টেনে নিয়ে বেড়ার দিকে যায়। ওটাকে পিটিয়ে লোক ডাকে দলের, শব্দের প্রতিধ্বনি ভেসে বেড়ায় ও তখন ওর ডেরাটাকে গিয়ে ঢোকে। আরও কয়েকটা গাঁজার বিড়ি পাকাতে শুরু করে। স্যামসন কতনুর পাশে সরে যায়, ওকে দেখতে থাকে। টেবলের চারপাশে বসে ওরা গাঁজা টানে। একটা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ঢোকে,— নাম পার্টিকুলার্স জো,—দরজার ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে বাতাসটা শোঁকে, বাইরের দিকে রাস্তার এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে সুরুৎ করে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে]

পা. জো : এই তোদের পার্টিকুলার্স কোথায়?

একটা গুণ্ডা : পার্টিকুলার্স জো।

পা. জো : দে তোদের কাগজপত্র দে।

[সে টোকিও একটা গাঁজার বিড়ি তুলে ওকে দেয়, সে সেটা নিজের পেছনে লুকায়। দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে সেটা শুঁকতে থাকে। সে টোকিওর দিকে মাথা নেড়ে 'আমি প্রসন্ন' ভঙ্গি করে, সে খুব ভদ্রভাবে হাত নেড়ে জবাব দেয়। একটা গুণ্ডা ড্রামটা তুলে একটা টিমে লয়ের তাল বাজাতে থাকে। সে টোকিও লাফিয়ে ওঠে পাগলের মতো জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে। তারপর জো'র বিড়ি ধরিয়ে দেয়। তারপর সে টোকিও তার বাহুর পেশী শিথিল করে, এ বাহু থেকে ও বাহু নিজেই দেখে, নিজের তাকতের গর্ব নিজেই অনুভব করতে থাকে]

পা. জো : সে টোকিও কিড।

সে টোকিও : আমি ঠিক আছি রে, দোস্ত।

পা. জো : নোংরা তক্তা আর নেই তাহলে।

সে টোকিও : আরে না!

স্যামসন : ও। এখন প্রোফেসর এলে কী ভালো হত, তার জন্য সব দিতে রাজি আছি।

সে টোকিও : [থুতু ফেলে] তোর প্রোফেসর এলে ত এইটা হবে রে শালা। ঐ পাগলা বুড়োর আমি নিকুচি করি, ও সেটা জানেও ভাল করে। না, বুড়ো,—মানুষটা খারাপ নয়, তবে ঠিক সব গুবলেট করে দেবেই। বলে রাখছি একদিন দেখবি বুড়ো বড়ো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, তখন ফেরার পথ পাবে না।

একটি গুণ্ডা : কাপ্তেন!

সে টোকিও : আমি সে টোকিও কিড্, কোনো মানুষের বাচ্চার পরোয়া করি না আমি।

স্যামসন : এখন এ কথা বলছিস্ বটে..... কিন্তু দৌড়ে গিয়ে তার জালা ভরা মদ সাবাড় করবি।

সে টৌকিও : তাতে হয়েছে টা কী? যদ্দিন ওর দোস্ত লাউ-এর খোল ভর্তি করে গ্যাঁজাল মদ নিয়ে আসবে ততদিন ওকে আমি স্যালুট করতে আসবই আসব। ও নিয়ে কোনো ভদ্দরনোকী নজ্জা আমার নেই বাপু হ্যাঁ। ওর ঐ ক্ষ্যাপাটে বক্‌বকানি সইতেও রাজি আছি আমি, কিন্তু অন্য সব—ও সে টৌকিও কিডের জন্য নয়, সোজা কথা।

পা. জো : (একটু ঘুমঘুম ভাব করে) সে টৌকিও।

সে টৌকিও : এই যে আমি, অফিসার।

[পার্টিকুলার জো'র মাতলামি বাড়তে থাকে, বকবকানি বাড়ে, নাচের শেষে সে পেট চেপে ধরে মাটিতে পড়ে যায়]

পা. জো : গে-ডু। (লাঠি গাছ)

সে টৌকিও : আমার ছেলে।

পা. জো : নোংরা তক্তা বাতিল।*

সে টৌকিও : আমার বাছা।

পা. জো : ইগি ডোংবোরো লেহিন ওয়েরে।**

সে টৌকিও : বাপ্ কে দেখে নেবে তোর।

পা. জো : জরু ত নয়, সাদিকা পের।

সে টৌকিও : তোর বাপের মাথায় আগাছা জঙ্গল!

পা. জো : মর শালা। [সে টৌকিও দাঁত বার করে হাসে, দু হাতে অশ্লীল ভঙ্গি করে]

সে টৌকিও : আরে মরদের চাই দেমাক। আমি এমন তক্তা বই না যা শতকরা শতভাগ খাঁটি নয়, আমার কয়েকটা প্রিন্সিপল আছে, আমি সে নীতি মেনে চলি। কাঠের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া আর যাত্রী বয়ে নিয়ে যাওয়া এক নয় বুঝলি? তোরা ত সব রকম আদ্‌মি বয়ে নিয়ে যাস। যে কোনো মাল চালাচালি করিস। তোরা বাসে জঞ্জাল তুলিস, কুষ্ঠরোগী যায় তোদের বাসে। মেয়েরা বলে থামা তাদের বেগ এসেছে, যদি না থামিস ত গাড়ির মধ্যেই মুতে দেবে। আর থামা বা না থামার ব্যাপারই নয় এগুিগেগুিগুলি ত লরীটা নোংরা করবেই সব সব জায়গাটা। গোটা বাসটা থেকে কি বদবু বেরোয় আরে চারধারে ময়লা পড়ে থাকে যেন ডাস্টবিন। এই ত প্যাসেঞ্জার লরীর ব্যাপার।

সালুবি : সে টৌকিও কিড।

সে টৌকিও : ও আমার লোক। না আর আজে-বাজে ব্যাপারের সময় নেই।

---

*এগুলো সবই ইয়োরুবা খিস্তি।

**(একরকম আগাছা। কথাটা গালাগালি)

স্যামসন : তোর কথা বুঝিনা। আমি জ্যান্ত মানুষের কারবারী। ভেবে দ্যাখ তুই করিস সে কী। দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একগাদা মরা কাঠ নিয়ে বয়ে বেড়ানো.....।

সে টৌকিও : মরা মানে। তুই ভাবিস গাছের গুঁড়ির প্রাণ নেই? কী বাজে বকিস ন্যাকা খোকা? ঐ হাতে টিম্বার লরী চালাবার তাগদ রাখিস তুই? ভাবছিস তুই চুপচাপ বসে থাকবি আর মরা কাঠগুলো তোর হাত থেকে স্টিয়ারিং চালাবার ভার তুলে নেবে? ইয়ার্কি কচ্ছিস? ঐ কাঠের গুঁড়িগুলোর প্রত্যেকটায় শত শত আত্মা ঢুকে রয়েছে, ওদের জালে বাঁধা আছে বলে ওরা তোর দফা রফা করার চেষ্টা করে জানিস? প্রত্যেকটা গাছের গুঁড়ির জন্য এক একটা প্রেতাত্মা নরকে বসে আছে [ঘাড়ের চারপাশে হাত বুলিয়ে একটা ফিতে বাঁধা মাদুলি বের করে] তুই মনে করছিস যে কোনো কেউ জঙ্গলে গিয়ে যে কোনও কাঠে কুড়ুল মারল, আর কাজ হাসিল হল? ঠিকমত কাজটা না করলে, বুঝলি রে বেটা, আর জ্যান্ত থেকে কাজ করতে হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঠ ফালা ফালা করে তক্তা থেকে টেবল বেঞ্চ বানানো না হচ্ছে, ততক্ষণ ওটার ভেতরে আত্মারাম খাঁচার মধ্যে ছটফট করে, বুঝলি? ওর সঙ্গে আমি বাবা কোনো রকম বেচাল কাজ করি না। আরে, যে তোর ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করবে, তার ওপর তুই বেজায় খাপ্পা হবি না?

কতনু : হ্যাঁ, তা হব।

স্যামসন : আরে ওর ওসব আলতু ফালতু কথা বিশ্বাস করিস তুই?

সে টৌকিও : আলতু ফালতু। তা হলে বল দেখি অন্যদের মতো আমাদের গায়ে কোনো কাটা ছেঁড়ার দাগ নেই কেন? কেন না কাষ্ঠদেবী তার নিজের ছেলের কোনো ক্ষতি করে না বুঝলি। আমি কাঠের পো। আমি শুধু কাঠই বইব লরীতে বুঝলি?

গুণ্ডা : কাঠের বাচ্চা?

সে টৌকিও : হ্যাঁ, তাই আমি। প্রিন্সিপল মেনে চলতে হয়, নইলে আবার মরদ কি রে! আমি হচ্ছি সাচ্চা আদমি। আমি কী বলছি ভালো করে বুঝে দ্যাখ। তোর যদি গাড়ির তলায় পড়ে মরণই কপালে থাকে তবে তুই কি ভক্সওয়াগনের তলায় পড়তে চাইবি? চাইবি না। চাইবি বড়ো একটা লিমুজিন তোকে চ্যাপটা করে দিয়ে যাক, একটা পন্টিয়াক বা সেরকম অন্য একটা কিছু। আমার হচ্ছে সেটাই নীতি। তোরা একদিন এসে দেখলি আমি খানাখন্দে গাছ চাপা পড়ে মরে আছি, ত আমি কি চাইব, সে গাছটা পোকায় কাটা সস্তা জ্বালানি কাঠের গাছ হোক? কাজেই আমি যখন কাঠ বয়ে নিয়ে যাই, সেটা সবচেয়ে বড়ো গাছের গুঁড়ি হতে হবে, নইলে চলবে না। একটা বা দুটো। একটা হলে ঐ

একটাতেই গোটা লরী ভরা চাই, গোঁজ-এর জন্যও যাতে কোনো জায়গা না থাকে। আর সেটা হতে হবে হাই কেলাস, একেবারে সেরা জাতের কাঠ। সোনালী ওয়ালনাট, ওবেচে, আইরনউড, ব্ল্যাক আফারা, ইয়োকো, এবনি, কেমউড—এইসব। আর আঁতের কাঠটা খুব মজবুত হতে হবে (বুকে আঘাত করে) এরকম জোরের বিট হওয়া চাই তার, মেহেগানির মতো।

গুগুা : নোংরা কাঠ নেহি চলেগা।

সে টোকিও : আরে কাঠের কারবারী আমি, ওটাই আমার লাইন। যে কোনো গাছ তুই আমাকে দেখা, আমি বলে দেব তোকে কোন্ পোকা সেটাকে সাবাড় করতে পারে। বলে দেব কী করে ওটার বাকল ছাড়াতে হয়। আরও বলে দেব ওটাকে কাটলে কী ধরনের ভূত তোকে তাড়া করতে পারে। শোন্ তাগদী না হলে কাঠের লরী চালাবার মুরদ হবে না রে তোর, বুঝলি।

স্যামসন : এর মধ্যে তফাৎটা কিসের, শুনি? লরীতে তুই যাই ভরিস, সেটা যদি তোর ওপর গড়ায়?

সে টোকিও : ফাজলামি করছিস? নিজের হয়ে কথা বল্, পরের ব্যাপারে নাক গলাস কেন? কাঠেরা যখন আমার ওপরে খাপ্পা হয় তখন আমি কোনো প্যাসেঞ্জারের খিট্‌কালী বরদাস্ত করি না বুঝেছিস? জানিস, গত সপ্তাহেই আমি রাস্তায় একটা এক্‌সিডেন্ট দেখেছি। একটা মরা জেনানা পড়ে ছিল, সেটার মাথাটা কিসে মাখা ছিল জানিস? ইয়ামের* মণ্ড? কী বললাম কিছু বুঝলি? রাস্তায় একটা মোটা মেয়ে মরবে পাশের প্যাসেঞ্জার তার মাথায় ইয়াম মণ্ড মেখে ভূত করে দেবে? না বাবা, আমি আমার কাঠেদের ছাড়া আর কাউকে লরীতে তুলব না।

[ড্রামবাদকরা জোরে ঢোলকে আঘাত করে আর ভারি তন্দ্রালু গলায় গায় :]

(ঠগেদের সমর-গীতি)

ও রোকে দেখেও করে না প্রণাম
কী গতি যে হবে তার!
বাড়ি ফিরে চাই গরম মালিশ
কী গতি যে হবে তার।
বাড়ি ফিরে ধন্যবাদের পালা
কী গতি যে হবে তার।

---

*কচুর মতো মূল। সেদ্ধ করে মণ্ড তৈরি করা হয়। অনেকের প্রধান খাদ্য।

ভোরের আগে বাড়ি না ফিরিলে
কী গতি যে হবে তার।
মাথার খুলিতে সবই জানা যাবে
হায়— কী গতি যে হবে তার।
দেখিয়া না ছাড়িয়ে দিলে
কী গতি যে হবে তার।
পিতিপুরুষের আত্মা-অমান্যি ।
কী গতি যে হবে তার।

[গানের ও তালের গতি বাড়ে, সঙ্গে থাকে যুদ্ধে হাঁক ও চীৎকার, তাতে যোগ দেয় ট্রাকের আওয়াজ, নাচের দল উন্মত্ত হয়ে দ্রুততর তালে নাচতে নাচতে পার্টিকুলার জোকে কাঁধে করে নিয়ে যায়]

স্যামসন : [তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচায়] মেরে তোদের তক্তা করে দেবে নিশ্চয়।
[প্রায় তৎক্ষণাৎ গীর্জার দিককার বস্তি থেকে দরজাতে আঘাতের প্রবল শব্দ পাওয়া যায়]
এদিকে অন্য ক্ষেপাগুলি কী করে আবার অ্যাঁ?

[তিনটে লোক বেরিয়ে আসে, বস্তি বাড়িরই ছায়াতে এসে দাঁড়ায়। দুজনে তাদের ড্রাইভার, তৃতীয় ব্যক্তি, বোঝাই যায় গাড়ির মালিক, বেশ জাঁকজমকের আগবাড়া পরে সজ্জিত। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা শুরু করে]

প্রথম ব্যক্তি : খোল্, এই, দোকান খোল্। অনেকক্ষণ ধরে হা পিত্যেশ করে বসে আছি। আজ হপ্তাখানেক হল সার্জেন্ট বার্মা মারা গেছে, আর কীজন্য বসে থাকা, শুনি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ব্যাবসাপাতি সব লাটে উঠবে আর তোরা কুঁড়েমি করে নাক ডেকে ঘুমিয়ে টোম্বো* খেয়ে পড়ে থাকবি। নড়বড়ে ঝরঝরে মালও চাকা লাগলে চলে, দেখি টায়ারগুলোর দশা কী।

তৃতীয় ব্যক্তি : আমার কাছে একটা ভেতরের চাক্‌কি আছে সেটা কাজে লাগানো যায়। আয় দোকান খোল্।

প্রথম : আমি কিন্তু ড্রাইভারের সেই টুপি চাই সবাই যেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। রাঙা প্লাস্টিকের কপাল-ঢাকনাটা সুদ্ধ। বেশ চোখটা ঢাকা থাকে, রোদ ঠেকানো যায়।

দ্বিতীয় : এনার সবই চাই। আরে লোকটা গেল কোথায়? কতনু! সকালটা, দিনের অদ্ধেকই যে গেল, সে খ্যাল নেই?

প্রথম : প্রোফেসরের লোক তুই, সে বিষয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু তোকে কাজ দেখাতে হবে ত!

---

*টোম্বো : মারিজুয়ানা থেকে তৈরি দিশী 'হুইস্কি'।

দ্বিতীয় : কতনু। [আবার দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করে] সার্জেন্ট বার্মা আবার বেঁচে উঠলে ভালো হত!

তৃতীয় : ও। সে কখনও একটা দিনও নষ্ট হতে দিত না। নিজে না থাকলেও বউই সব দেখাশোনা করত।

প্রথম : আর বউ-ও না থাকলেও যার যার কাজ সে নিজের মতো করে যেত। হিসেবপত্র সব একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তৈরি।

দ্বিতীয় : মাসের শেষে ধার কর্জের বালাই নেই। সার্জেন্ট বার্মার কাছে কোনো অজুহাত চলত না।

তৃতীয় : এখানে ফয়সালা না হলে তোমায় সঙ্গে গিয়ে হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে।

সবাই : না, সে কখনও আমাদের ঠকায়নি, কখনও না, সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়েছে।

স্যামসন : শু শু। বাড়িতে ঘুম হয়নি?

প্রথম : এই এক পাগ্‌লা। এ সময় আবার ঘুম কিসের রে?

দ্বিতীয় : ওটাকে এসে দোকান খুলতে বল্।

তৃতীয় : বলছিস্ আমরা কী করে নিদ্ যেতে হয় তাও জানি না?

স্যামসন : আরে ওর তবিয়ত ঠিক নেই, থাক না।

প্রথম : ঠিক নেই ত নেই, আমরা কি তাই ধুয়ে খাব? ডাক ওকে, বাইরে আসুক।

দ্বিতীয় : কতনুটা একেবারে ভুষিমাল। আরে নিজেকে কী মনে করে ও?

তৃতীয় : প্রোফেসর কোথায়? দেখছি ঐ বুড়োকেই ধরতে হবে।

প্রথম : কিন্তু সে ত সন্ধের আগে, গোটা বস্তিতে গীর্জার ছায়া পড়ার আগে, বেরোয়ই না।

দ্বিতীয় : নিশ্চয় রাস্তায় কোথাও আছে। চল্ ওটাকে খুঁজে বার করি।

তৃতীয় : ও সত্যি, কী সব চলছে। বার্মা আমাদের কখনও এমন করে পথে বসায় নি।

সবাই : না সে আমাদের আশাভঙ্গ করে নি কখনও।

প্রথম : স্পেয়ার পার্টস, ফিউজ, পেট্রল-ঢাকনা।

দ্বিতীয় : সামনের কাঁচ, ওয়াইপার, জোড়াকারবুরেটর—

তৃতীয় : টায়ার-শাসি, ভেতর-চাকা বা টাই রড।

প্রথম : প্রপেলার পিস্টন রিং বা ব্যাটারি।

দ্বিতীয় : কার্পেট, রেডিও, ব্রেক, সাইলেনসার।

সবাই : যেখানেই ঠোকাঠুকি হল, ডাক সার্জেন্ট বার্মাকে।

প্রথম : প্রত্যেকটা সেকেন্ডহ্যান্ড কাপড়ের টুক্‌রো

দ্বিতীয় : ট্রাউজার্স, স্যান্ডল, নানারকম টাই

তৃতীয় : হ্যান্ডব্যাগ, লিপস্টিক, সিগারেট হোল্‌ডার

প্রথম : বাচ্চাদের খেলনা, স্প্রিং, ক্রাঙক শাফ্‌ট

দ্বিতীয় : ছড, ছাতা, বেচারা সার্জেন্ট বার্মা

সবাই : না সে আমাদের ঠকায় নি, না সে কখনও কাজ ছাড়ে নি।

প্রথম : চল যাই, প্রোফেসরকে গিয়ে এটাকে খুঁচিয়ে বার করতে হবে।

দ্বিতীয় : নিজেকে খুচরোর কারবারী বলে?

তৃতীয় : বসিকোনা (কোণে এসো)-র বদনাম করছে ও।

চতুর্থ : ওটা। বার্মার নকল করতে চায়।

দ্বিতীয় : আরে বার্মা যদি হয় সৈনিক ত ওটা ত একটা বয় স্কাউট!

তৃতীয় : দিন ঘনিয়ে এসেছে ওটার। চল যাই প্রোফেসরের কাছে যাই। (যেতে উদ্যত)

প্রথম : ও! সার্জেন্ট বার্মা, তোমাকে আমরা বড্ড মিস্ করি গো।

সকলে : না সে কখনও আমাদের নিরাশ করে নি। বার্মা করে নি নিরাশ।

[ইতিমধ্যে স্টেজের বাইরে চলে গেছে]

[বেজায় ক্লান্ত হয়ে সালুবি ঢোকে। হাতে তার এক বাটি সুপ আর পাতায় মোড়া এক দলা এবা*]

সালুবি : ফাটা কপাল! পা-ও আর চলে না।

স্যামসন : হাতের ঐ দলাটা দিয়ে বরং প্যান্টটাতে মাড় দে।

সালুবি : দেখ, সব কিছু নিয়ে ইয়ার্কি করিস না।

স্যামসন : তোর চান করলে ভালো হত। তুই ঢোকার পাঁচ মিনিট আগে থেকে তোর গায়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

সালুবি : তোর পক্ষে সেটা ত ভালোই রে। যা রাস্তায় গিয়ে তোর পেয়ারের কতনুকে ধর গিয়ে। আমিও খানিকটা বাঁচি, শান্তি পাই।

স্যামসন : যা তুই তোর ঐ 'ইয়েস্‌সা, ইয়েস্‌সা' চাকরি জোটা গিয়ে, আমরাও একটু নিশ্বাস ফেলে, কলজে ভরে খাঁটি বাতাস নিয়ে বাঁচি।

সালুবি : তুই না শালা, ঐ বাজারের নাছোড়বান্দা ধুমসী মাগীগুলির মতো বুঝলি! যা না ঐ মোটর পার্কে গিয়ে হাওয়া খা গিয়ে। তোরা দুটো এসে উদয় হবার আগে বেশ তিন ঘণ্টা নিজের মনে ভালো ছিলাম, আহা তিন ঘণ্টার কি শান্তি; ঐ নখ খোকাগুলোর এখানে ভেসে আসার আগে!

স্যামসন : যা ওদের গা থেকে উকুন খুঁটে তোল গিয়ে—তোর স্পেশাল কাজ, ছাড়বি কেন, [সালুবি মুখ খুলে জবাব দিতে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে যায়। সবে আঙুল দিয়ে সুপটা নাড়তে গেছে এমন সময় স্যামসন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে]

স্যামসন : ওটা কী? ওর মধ্যে স্টকফিশ নেই নিশ্চয়?

---

* কাসাভার মণ্ড।

সালুবি : স্টকফিশ। ও তুই পান্‌লার কথা বলছিস? হ্যাঁ, আছে বই কি?
স্যামসন : সারা দুনিয়া আমার সর্বনাশ করার তাল করেছে দেখছি। ওটাকে এখান থেকে বার কর বলছি জলদি।
সালুবি : কী আজে বাজে বকছিস্ হ্যাঁ? কোনো মানী ড্রাইভারকে পান্‌লা ছাড়া একা সুপ খেতে দেখেছিস?
স্যামসন : [হাত দিয়ে সালুবির মুখ চেপে ধরে, কতনুর দিকে রোষ দৃষ্টি ফেলে] চুপ কর বলছি। একদম চুপ। ঝামেলার আমার শেষ নেই বুঝি, তার মধ্যে ঐ সব নোংরা অভ্যাস নিয়ে সেটা আরও বাড়িয়ে তুলবি?
সালুবি : এই দাঁড়া দাঁড়া, এক মিনিট দাঁড়া!
স্যামসন : [তাকে খাবারটা ফেলে দিতে সাহায্য করার ভঙ্গি নিয়ে] যা ওটাকে সরা বলছি এখুনি।
সালুবি : এসব হচ্ছে টা কী? আমাকে এখান থেকে ভাগাবার কী রাইট আছে তোর অ্যাঁ? প্রোফেসর ত আমাকে নিয়ে এরকম করে না।
স্যামসন : সেটা তোর ভুল ধারণা। পান্‌লার ব্যাপারে তার দারুণ আপত্তি জানিস না? ও বলে ওর গন্ধে ওর আত্মা কষ্ট পায়। যা যা, পালা, ও এসে তোকে পাকড়াবার আগে ফোট্ এখান থেকে।
সালুবি : মিছে কথা! আমি বিশ্বাস করি না।
স্যামসন : দ্যাখ্, তোর বরাত ভালো যে কতনু ঘুমোচ্ছে। প্রোফেসর ওকে এইসব বাজে ব্যাপার ঠ্যাকাবার ভার দিয়ে গেছে। জেগে উঠলে ও প্রোফেসরকে সব বলে দেবে, তখন দেখিস প্রোফেসর তোর কি হাল করে।
সালুবি : [অস্থিরভাবে ছটফট্ করতে করতে] ঐ বলে আমায় ভড়কে দিবি ভেবেছিস? তোর প্রোফেসরের জন্য আমরা একটা কানাকড়ি কেন, একটা পান্‌লাও কেয়ার করি না। ও আবার আমার কী করবে?
স্যামসন : আচ্ছা ঠিক হ্যায়। আসুক, আমি তাকে সব বলব। আজ সকালের সব কথা তাকে খুলে বলব। সে মাঝরাত্রে দেখবি তোকে ধরার জন্য বলে পাঠাবে।
সালুবি : বলগে তাকে গিয়ে প্রাণে যা চায়। দেখবি একদিন পুলিশ ওর কী হাল করে। তারপর দেখবি ওকে কোথায় পাঠায়; ঐ জেলখানার পাগ্‌লা গারদে, আবার কোথায়! ঐ সব বাক্‌তাল্লা দিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে পারবি না।
স্যামসন : যা যা বাইরে যা। তুই যা বললি এলেই তাকে বলব [ওকে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে]
সালুবি : বল না গিয়ে, আমি থোড়াই কেয়ার করি। আর চার্চের কাণ্ড সম্পর্কে আমি কিছু জানি না মনে করেছিস? বলিস পুলিশ যেদিন ওকে পাকড়াও করবে, আমি নিজে এসে সাক্ষী দিয়ে যাব ওর বিরুদ্ধে।

লোকটা একটা আপদবিশেষ। কেবল রোড-সাইনগুলো তুলে তুলে আনবে আর আবোল তাবোল বকবে।

স্যামসন : জরুর, বলবই ত সব। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি, এখানে আর কখ্‌খনো স্টকফিশ্‌ আনবি না।

সালুবি : এক টুকরো স্টক্‌ফিশ ওর মগজের কোনো ক্ষতি করবে না — ওকে বলে দিস।

[স্যামসন ওকে বের করে দেয়। কতনুর দিকে চিন্তিত মুখ করে তাকায়, ওদের কথোপকথন শুনতে পায়নি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয়। পায়চারি করতে থাকে। থামে, পা টিপেটিপে কতনুর পাশে দিয়ে গিয়ে কাঠের ফোকর দিয়ে স্টলের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করে]

কতনু : আমি তালা লাগাই না। বোর্ডটা সরালেই হবে।

[স্যামসন লাফিয়ে ওঠে, রেগে মেগে সেখান থেকে সরে যায়]

স্যামসন : তোর বেসাতি নিয়ে আমার গরজ কীরে শালা?

কতনু : আমি ত বলিনি তোর গরজ আছে।

স্যামসন : ঐ হল, তাজ্জব করিস আমাকে সত্যি। এমন সব ব্যাপার আছে তোর। আমি কখনও আঁচই করতে পারি না। তাজ্জব লাগে মাইরি যখন ভাবি দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি।

কতনু : পায়চারি করছিস কেন, থাম। আমি ঘুমোতে চেষ্টা করছি।

স্যামসন : দোকান খুলবি না তোর? গতবারের ধাক্‌কার মাল থেকে কেউ হয়তো এখুনি তেলমাখা কুশন কিনতে আসবে।

কতনু : আমিও বেচতে শুরু করিনি এখনও। আরো কটা দিন লাগবে সব গুচিয়ে গাচিয়ে নিতে।

স্যামসন : বুর্বক বানাচ্ছিস আমাকে? সালুবিকে ওর ইউনিফর্মটা বেচিস নি?

কতনু : কিছু বেচি নি ত ওকে আমি। শালা ওটা হাপিস করেছে। আমি দেখেছি ওকে ওটা নিতে, তা বললাম—বেশ নে শালা, ওটা তোরই থাক।

স্যামসন : ও কেনে নি ওটা?

কতনু : বলছি ত ওটা আমি দিয়েছি ওকে।

স্যামসন : শালার গায়ে শুধু যে লাগোসের লেগুনের পচা গন্ধ তাই নয়, শালা ঐ লাগোসের মেয়েছেলেগুলোর মতোই মিছা কথা বলে।

কতনু : আরে ইয়ার ছোড় দো উস্‌ কো। ওটার পেছনে লাগিস কেন এত বলত?

স্যামসন : কেন বলছি শোন্‌। ও তোর লাইসেন্‌সটা বাগাবার তালে আছে।

কতনু : তা আমাকে সে কথা বলে না কেন?

স্যামসন : ও একটি কথাও তোকে বলবে না, নিশ্চিন্ত থাক। সব সময় ঘুরঘুর করে সস্তায় দাঁও মারবার লোভে। তারপর আর কি, প্রোফেসর ওটার ওপর কারিকুরি করে ঠিক করে দেবে।

কতনু : এলে পরে ওকে বলিস, ওটা ও অনায়াসে নিতে পারে।

স্যামসন : বরং একটা কুত্তাকে ওটা দেব তবু ওকে কভি নেই। যা বলছি, শোন, দে, দে ওটা এখুনি আমাকে দে। তোকে আর বিশ্বাস নেই ওটা নিয়ে।

কতনু : যা নি' গে। ঐ ওখানে ঝোলানো আছে।

[স্যামসন লাইসেন্সটা খুলে নিয়ে পকেটে রাখে]

স্যামসন : নিদেনপক্ষে দেখব কতটা ভালো দাম পাওয়া যায় এটার— ইউনিফর্ম পরা এটা বোঁটকা গন্ধ বাঁদরকে বেচব না। ন বছর একসঙ্গে আছি আর এখন তুমি চাও শুধু একটা দোকানদার হতে।

কতনু : আর ভোস ভোস করে ঘুমোতে।

স্যামসন : হ্যাঁ, ঘুমোতে। এক জায়গাতে মাকড়সার মতো লটকে থাকতে। আর আমি? লরীর রানিং বোর্ড ছাড়া আমার চলবে কী করে, আমি খাবটা কী?

কতনু : আরে কত ভালো ড্রাইভার ভালো কন্ডাকটারের তালাস করছে। ওদের একজন তোর একটা হিল্লে করবেই।

স্যামসন : হ্যাঁ! ওদের একজন আমায় নেবে? ন বছর একসঙ্গে কাজ করেছি, 'আমি একস্‌পার্ট'। আর তুই চাস আমি রাস্তা দিয়ে যে ড্রাইভার যায় সেই যার তার সঙ্গে ঝুলে পড়ি?

কতনু : ধর আমি একটা অ্যাকসিডেন্টে মরে গেছি। হতেও ত পারত ব্রীজটার ওপর।

স্যামসন : কথা হল—সেটা ত হয়নি। অন্য লরীটা আমাদের ওভারটেক করে এগিয়ে গেছিল—সেটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে জানবি বুঝলি!

কতনু : একটা মাইলের তফাৎ। আর এক মাইল বেশি গেলেই আমরাই প্রথম ব্রীজটাতে গিয়ে উঠতাম।

স্যামসন : [রেগে] একই কথা ঘ্যানর ঘ্যানর কচ্ছিস কেন বলত? ওরা এগিয়ে গিয়েছিল সেটা ওদের বরাতের ব্যাপার। যে কোনো ট্রাকেরই ওটা হতে পারত।

[আবার পায়চারি করে। মাকড়সার দিকে তাকাবার জন্য থামে]

স্যামসন : তোর ভাই এখন ডিনার খাচ্ছে। মাছিটার ডানা দুটোই শুধু বাকি আছে।

কতনু : আরে রাস্তা বল আর মাকড়সা বল দুই-ই ওৎ পেতে চেয়ে থাকে, আর বোকা মাছি গিয়ে গুনগুন করতে করতে মহানন্দে ঘোরে।

স্যামসন : [তাড়তাড়ি করে বলে] ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কতনু : কিন্তু বেচারা ওরা কেন, আমরা নই কেন? ওদের নাম ত পচা কাঠে লেখা হয়ে যায় নি।

স্যামসন : [কোণ থেকে দ্রুত সরে যেতে যেতে] বললাম ত শুনেছি তোর বাতেল্লা, কালা নাকি আমি, শুনতে পাই না কানে?

কতনু : কী হল আবার? আরে আমি ত শুধু ব্যাপারটা সমঝাবার চেষ্টা দেখছিলাম।

স্যামসন : ওসব জানতে চাই না আমি। ড্রাইভারের কাজ ছাড়বি না কভি, আমি শুধু সেটাই বলতে চাইছিলাম। [কতন কাঁধ ঝেড়ে তাচ্ছিল্য জানায়] মানে, শোন ব্যাপারটা, বুঝদার লোকের মতো দেখতে চেষ্টা কর। আর কোন্ কম্মের তুই বল, আর কী করতে পারিস? কিছু না। [গীর্জার দিক থেকে প্রোফেসর ঢোকে। সম্ভ্রম বজায় রেখে চারপাশে তাকায়। কেউ তাকে দেখতে পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, যেন একটা ফাটলের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে এই ভাবে খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে তাকায়। হাতের লাঠিটা দিয়ে দেয়ালটা পরখ করে দ্যাখে। খুঁচিয়ে গর্ত বের করে ভঙ্গুরতার চিহ্ন হিসাবে।

[বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে রাস্তা পার হয়ে বস্তির দিকে যায়]

স্যামসন : সত্যিই, বল্ তোর অমন ফান্ডাকে কীভাবে নষ্ট করলি। পাপ নয় এটা, তোর মতো স্টিয়ারিং হুইলের ওপর দখল গোটা আফ্রিকাতে কারো আছে?

কতনু : ওহ্। মানুষের ঘুম চাই। একটু ঘুমুতেও দিবি না।

[স্যামসন প্রোফেসরকে দেখতে পায়। ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে বোঝাটা নিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখে। প্রোফেসর তার দিকে একটা কৃপাভঙ্গী করে তার লাঠিটাকে সযত্নে সরিয়ে রাখে। কায়দামাফিক ভাবে বোঝাটাকে টেবলের একপাশে সরিয়ে রাখে, পকেট থেকে কলম, পেন্সিল, রাবার কিছু কাগজ নিয়ে নিজের সামনে রাখে। স্যামসন মুগ্ধ ও স্থির হয়ে এই দৈনিক কার্যপ্রণালী লক্ষ করে। এবার ওয়েস্টকোট থেকে চেনটা ধরে একটা পকেটঘড়ি টেনে বার করে, সময়টা দেখে নিয়ে সেটাতে দম দেয়]

স্যামসন : প্রোফেসর, 'শব্দ'র আজ কী দশা?

প্রোফেসর : শব্দ আজ জালবদ্ধ। দানবীয় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। প্রাচীর মুখে তাকাই, তারা এখনও দানে রত নয়। তবে অপেক্ষা আমি করতে পারি। ধৈর্য সহকারে চালাব অনুসন্ধান। মরীচিকাকে এড়াব— আজ সকালেই একটা শিখেছিলাম। যদি তা ঘটত উষ্ণ কোনো দ্বিপ্রহরে পীচের রাস্তার ওপর, তাহলে তা বোঝা যেত। সেই ত মরীচিকার

প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু প্রভাতেই মরীচিকা। যাই ঘটুক, আমি এখন প্রস্তুত ওরা আর আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। [প্রোফেসার তার বোঝা থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করে। একটা হাতে ধরা লেন্সের সাহায্যে। স্যামসন পা টিপে টিপে কতনুর কাছে ফিরে আসে]

স্যামসন : ওকে জিজ্ঞাসা করলেই হয় এ সম্পর্কে ওর কী মত? [কতনু ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে] এই জবাব দে। তুই ঘুমোসনি আমি জানি।

কতনু : হ্যাঁ হ্যাঁ, যা না, গিয়ে যা হয় একটা কিছু জিজ্ঞেস কর।

স্যামসন : [ভীত পায়ে কাছে গিয়ে] এই যে স্যার..... স্যার.... প্রোফেসর.... স্যার [প্রোফেসর মাথা তুলে তাকায়] আমি.... মানে আমরা চাইছিলাম আপনি যদি একটা ইয়ে খুব একটা গোলমেলে ব্যাপারে আপনার মতটা কী বলেন।

প্রোফেসর : আমার পরামর্শ চাও তোমরা?

স্যামসন : হ্যাঁ স্যার। আমরা আপনার মতকে খুব দাম দিই স্যার।

প্রোফেসর : মত আবার কী! [জোর দিয়ে] পরামর্শ কী। রীতিমত কনসাল্টেশন।

স্যামসন : ও, সত্যি ভুল হয়ে গেছে। সরি স্যার, ভেরি সরি। [সে তিন পেন্স বার করে টেবিলের ওপর রাখে। কিন্তু প্রোফেসর সোজা সামনের দিকেই চেয়ে থাকে। ঘাবড়ে গিয়ে স্যামসন আরেকটা পেনী যোগ করে, তারপর আরেকটা। তৃতীয়টা দিতে গিয়ে তারপর প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেয়] কিন্তু প্রোফেসর, আমরা যে দুজনেই বেকার।

প্রোফেসর : [টেবিলে রাখা পাউন্ডের দিকে তাকায়। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে পেনীগুলি তুলে পকেটে পোরে]—তথাস্তু, তবে যা করলাম তা শুধু তোমাদের জন্য। যদি অন্য কাউকে জানাও, তাহলে দেব একটি পূর্ণাঙ্গ বিল—পাওনার দাবি আর কী। ঐ ভিক্ষুকদের সুযোগ দিলে ওরা আমার দয়ালুতার ওপর হামলা করবে।

স্যামসন : [কৃতজ্ঞভাবে]—মাইরি বলছি, টুঁ শব্দটি করব না এ নিয়ে। সত্যিই আপনি বড়ো দয়ালু।

প্রোফেসর : [মনোকল্‌টা চোখে এঁটে তীব্রভাবে স্যামসনের দিকে তাকায়] হুম। তোমাদের সমস্যা ত বড়োই সহজ সরল দেখি। কিছু মুস্কিলে পতিত, এই যা।

স্যামসন : বিলকুল ঠিক বলেছেন স্যার।

প্রোফেসর : প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে তোমরা একটা সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার একটি সংকটের মধ্যে পতিত হতে চলেছ।

স্যামসন : সেটাই ত কী জানি না প্রোফেসর।

প্রোফেসর : জানবে কী করে? তোমরা অশিক্ষিত নিরক্ষর। তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে আমি তোমাদের উপর লক্ষ রাখি, তোমাদের সকলের উপর।

স্যামসন : হ্যাঁ স্যার, ইয়ে মানে আমাদের ঝামেলাটা হল স্যার......

প্রোফেসর : বিশ্বাসহীনের পক্ষে জীবনযাত্রা বড়ই দুরূহ বটে। তবে হতাশ হয়োনা হয়োনা....।

স্যামসন : হ্যাঁ প্রোফেসার। এবার আমাদের ঝামেলাটা কী খুলে বলি স্যার। আপনি ত জানেনই স্যার আমার এই দোস্ত ড্রাইভার ছিল।

প্রোফেসর : ওর ত এখন নতুন কাজ জুটেছে... একজন কোটিপতির।

স্যামসন : কার কথা বলছেন? ও ঐ ওর কথা... মানে ও ত ইস্তফা দিয়েছে.... না মানে ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ও নিজে বলেছে আমাকে, বলেছে আপনার সঙ্গে কোথায় যাবার সময় নাকি ওর চাকরি খেয়েছে ওরা।

প্রোফেসর : ও তুমি বুঝি আমাকে... কূটাঘাত অভিযোগে অভিযুক্ত করছ? সাবোটোজ্?

স্যামসন : আমি স্যার? আদপেই না, আমার মাথায়ই আসে নি কখনও ওসব কথা। প্লিজ প্রোফেসর, দোহাই আপনার ওসব কথা ভুলে যান, এক্কেবারে ভুলে যান। আসলে ব্যাপারটা হল ও একেবারেই আর গাড়ি চালাতে চায় না, সেটাই হয়েছে ওর মুস্কিল।

প্রোফেসর : ওর বেতন বৃদ্ধি করো।

স্যামসন : না স্যার, ব্যাপারটা তা নয়। কিছুতেই ও আর গাড়ি চালাবে না, এই হল গিয়ে কথা। বলছি কি প্রোফেসর, গত ন' বছর ধরে আমি ওর এপ্রেন্টিসগিরি করছি সাগরেদ হয়ে। আর এখন কিনা ও আমাকে বাদ দিতে চায়। আর জীবনে কোনো স্টিয়ারিং হুইল ছোঁবে না বলে গোঁ ধরে বসে আছে— শুধু স্পেয়ার পার্টস ছাড়া আর কিছু ছোঁবে না ও।

প্রোফেসর : তাহলে ত ওর বরাতে পেনসন নাই।

স্যামসন : এ চাকরিতে কোনো পেনসন ত নেই।

প্রোফেসর : কী। পেনসন নাই? তোমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কী করে এ ব্যাপারে, নিষ্ক্রিয়?

স্যামসন : প্রোফেসর, আমি বলছি, আচ্ছা একটা লোক কী করে নিজের একটা অংশ কেটে আলাদা করে বলুন। মোটর লরী বাদ দিয়ে ত ও একটা আস্ত মানুষই নয়।

প্রোফেসর : আস্ত মানুষই নয়? [ফিরে কতনুর দিকে তাকায়] তবে ও কী জাতের প্রাণী? জন্তু?

স্যামসন : জন্তু। না মানে, প্রোফেসর। এখানে যাকে পান জিজ্ঞেস করুন, সবাই কতনুকে চেনে, লাগোস থেকে মনরোভিয়া পর্যন্ত সবাই ওকে জানে। তারা ওর সাগরেদ এপ্রেন্টিস্ কন্ডাকট্‌র, যাত্রী জোটানো ফড়ে এই স্যামসন শর্মাকেও ভালো করে জানে। দেখুন প্রোফেসর, ওকে বাদ

দিয়ে রাস্তাও সব ঠিক আগেকার রাস্তা থাকবে না।

প্রোফেসর : ও কি পথ সংস্কারকও ছিল নাকি; রাস্তা মেরামতও উহার কাজ ছিল?

স্যামসন : স্যার আমি ত বলেছি আপনাকে ও ড্রাইভার।

প্রোফেসর : [ঘড়ি বার করে দেখে] হুঁ।

স্যামসন : ঘড়িটা এখন চলছে প্রোফেসর?

প্রোফেসর : না, তবুও সময় সংকেত দেয়।

কতনু : [উঠে বসে] মুরানো নেই এখানে,

স্যামসন : [উত্তেজিত ভাবে] দেখ প্রোফেসর। মুরানো ওর সন্ধ্যার প্রার্থনা-মন্তর হয়েছে।

প্রোফেসর : [গীর্জার জানালার দিকে তাকিয়ে] এখনও ত পবিত্র প্রার্থনার সময় হয় নাই।

স্যামসন : [কতনুর দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে] এই করে করে সময় নষ্ট করাই তোর ইচ্ছে তবে। থাক তবে, বসে বসে লালা ঝাড় মুখ থেকে, মুরানো যতক্ষণ না আসে।

কতনু : আরে এতে দোষটা কী শুনি? আমি অবসর নিতে চাই, এই ত বলেছি।

স্যামসন : লোকে ষাট বছরে রিটায়ার করে, এই যে এই ত, প্রোফেসর যেমন করছেন।

প্রোফেসর : [মুখ না তুলে] ছোট একটা ভ্রম-সংশোধন করো। আমার এখনও ষাট হয় নাই। উনষাট পাউণ্ড সাত শিলিং কুড়ি পেন্স্—এই হল আমার প্রকৃত বয়স।

কতনু : ব্যাবসা করব ঠিক করেছি। বিজ্নেস।

স্যামসন : হ্যাঁ বিজ্নেস। যে কোনো চোরচোট্টাকে ইউনিফর্ম দান করে তুই বিজ্নেস করবি। নিজেকে বিজ্নেসম্যান করার খোয়াব দেখছিস তুই?

কতনু : নয় কেন শুনি। সার্জেন্ট বার্মা ত মন্দ জমায় নি। ও যদি পারে ত আমিও পারব।

স্যামসন : প্রোফেসার আমাকে ওকে সোজা কথাটা বোঝাতে একটু সাহায্য করুন না স্যার। ঐ যে আমাদের লোকে বলে না—মাথা আছে যার টুপি খোঁজে সে, আর টুপি আছে যার মাথা নেই তার। এ ব্যাপারে লাইসেন্স পেতে কত খরচ হবে যদি ভাবিস।

কতনু : আমি ত তা নিয়ে নালিশ করছি না।

স্যামসন : করবি কোন্ মুখে? আমি তোর লাইসেন্সের টাকা দিয়ে দিয়েছি। তবে তা নিয়ে ত আমি কিছু বলছি না তোকে, ও টাকা ত ভালর জন্যই খাটানো হয়েছে। মানে হয়েছিল আর কি।

কতনু : হ্যাঁ হয়েছিল। এই পর্যন্ত হয়েছিল—

[বলে একটা গোটা ওগুন* মুখোশ, কাঠির ওপর ঠেকা দিয়ে বসানো]

স্যামসন : ওটাকে এখনও রেখে দিয়েছিস কেন?

কতনু : এটাকে আমার কাছে থাকতেই হবে [সম্ভ্রমে নত হয়ে] রাস্তা থেকে ফসল, মানে চীজ কুড়াবার আমার এই যে একটু ছোটখাট বরাদ্দ। [হঠাৎ মখোশটাকে নামিয়ে রেখে] হা ভগবান, ঈশ্বর হে, আমার ড্রাইভিং টেস্ট-এর টাকাটা যদি তোর কাছ থেকে না নিতাম।

স্যামসন : মাটির নিচে গোর দিলে ওটা এতদিনে মণ্ড হয়ে থাকত। দেখুন প্রোফেসর ঐ মোটর এঞ্জিনের ম্যাজিকও কোনদিনই ঠিক বাগে পেলাম না, ও আমার নাগালের বাইরের জিনিস, কতনু এসব ব্যাপারে চৌকস ছিল। চল্ বলতেই সে যা গাড়ি চালাত, ও ইণ্ডিয়ান চার্লির চেয়ে অনেক অনেক ভালো চালাত। ওহো, ইণ্ডিয়ান চার্লি ছিল আমাদের উস্তাদ, গুরু। প্রভু তার আত্মার শান্তি করুন, কিন্তু লোকটা আমাকে প্রায় খুনই করে ফেলেছিল। রোজ কম করে চল্লিশটা চড়চাপড়। ঐ থেকেই জানলাম—ও ড্রাইভিং ট্রাইভিং আমার জন্য নয়। যা জমিয়েছিলাম সব কতনুকে দিয়ে দিয়েছি ড্রাইভিং এর টেস্ট এর জন্য।

কতনু : ওটা আমার নেওয়াই উচিত হয়নি।

স্যামসন : আরে বললাম ত, ওটা আমার কাছে থাকলে মাটির তলায় পচত। লাইসেন্স ফি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ত ওটা ব্যবহার করতে পারতাম না। তাই ত ওটা চার্চের কবরখানাতে পুঁতে রেখেছিলাম।

প্রোফেসর : কোথায় পুঁতেছিলে?

স্যামসন : গীর্জার কবরখানাতে। একটা সিগারেটের টিনে পুরে একটা কবরের কাছে ওটা পুঁতেছিলাম। হলফ করে বলতে পারি ওটা তুলে যদি অন্য কোনো কাজে লাগাতাম তবে কবরখানা থেকে সবকটা ভূতপেত্নী আমার বাড়িতে গিয়ে তিনদিন তিনরাত্রি হানা দিত।

প্রোফেসর : এত বড়ো রিস্কের কর্ম, বিপজ্জনক। জাদুমন্ত্রর ব্যাপার ত বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। আত্মাদের নিয়ে লঘুভাবাপন্ন হওয়া ঠিক নয়।

স্যামসন : সে ত জানি স্যার। কিন্তু হরেদরে ব্যাপারটা একই হল, কারণ ওটা আমি কতনুর জন্য কাজে লাগিয়েছি তাইত ও আমাকে ওর পার্টনার করেছিল।

প্রোফেসর : তুমি কি শব্দকে, পরম শব্দকে জান?

স্যামসন : সেটা আবার কী, প্রোফেসর?

---

*ওগুন—ইয়োরুবাদের লৌহ-দেবতা।

প্রোফেসর : ও, কীটপতঙ্গের আত্মাভিমান! প্রজাপতির ধারণা তারই ডানার ঝাপটে ওঠে ঘুর্ণিবায়ু। গর্তখনক গুবরে পোকা ভাবে ভূমিকম্পের মূলে সক্রিয় তারই শক্তি। অভিশপ্ত আত্মার জমাখানাতে তুমি প্রেতাত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছ বলে দাবী করছ কি?

স্যামসন : আরে, আমি ত শুধু বলেছি আমার টাকা ওখানে পুঁতে রেখেছি।

প্রোফেসর : অর্থাৎ মৃতেরা এখন তোমার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার?

স্যামসন : না স্যার, আমি......

প্রোফেসর : ক্ষতি নাই, ক্ষতি নাই তাতে। আচ্ছা ওরা কি ওতে ওভারড্রাফ্‌ট্‌ দেয়?

স্যামসন : দেখুন আমি ত টাকাটা একটা সিগারেট টিনে রেখেছি শুধু।

প্রোফেসর : কিন্তু শব্দকে জানতে পারা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, ছিল কি? কবরের পাথর কবজার কাজে হয় নম্র ও শ্লথ, দিনের বেলা বাস্তবের মায়াতে আবদ্ধ দেবদূত রাতের ভাষাতে মেলে পাখা ; মৃত পৃথিবী তোমার পথের তলায় নিজেকে মেলে ধরে,—বন্ধু হে, পুনরভ্যুত্থানের সামনে দাঁড়িয়ে শব্দকে জানতে, চিনতে বুঝতে পারবে কি তুমি?

স্যামসন : কাকে কী করতে পারব কিনা বলছেন প্রোফেসর?

প্রোফেসর : প্রখর দিবালোকে মর্মর পাথর মিথ্যা বলে। ওগো পরিহাসপ্রবণ ঈশ্বর। ভেবে দেখো এমনকি কীটপতঙ্গদত্ত শব্দের প্রসাদপুষ্ট না হলে তারা আমাদের দেহের মাংসকে এত ঘৃণা করে কেন?

স্যামসন : মানে, আপনি বলতে চান,—এই কথার কথা বলছি আর কি—কতনু এখন মরলে রাতে ওর দেখা পাব—এই রকম কিছু?

প্রোফেসর : শব্দকে জানা যাবে কি? জানবে কি তুমি?

স্যামসন : আরে আমি ত বুঝতেই পারছি না, কোন্ শব্দের কথা বলছেন! তবে আমি শুধু স্বর্গস্থিত তুমি আমাদের পিতাকে একবার দেখতে পারি, তারপরে দেব চম্পট।

প্রোফেসর : আর তোমার বন্ধু, সে জানে সেই শব্দকে?

স্যামসন : কতনু?

কতনু : উঁ?

স্যামসন : প্রোফেসর তোকে কী বলছেন শোন। তুই কবরখানাতে কী বলবি তাই তিনি বলছেন।

প্রোফেসর : আঃ তোমরা সমস্ত কিছু টেনে নামাও—আবোল তাবোলের মধ্যে, বিশ্বাসকে বন্দী করো সিগারেটের টিনে। খাটাও না কেন তাকে। শোনো বন্ধু বলি, সে মহাশব্দ এক জীবন্ত ধ্বনি, ওটা ত কবরখানার ডাকাতের মুখে শান্তির প্রার্থনাবাণী নয়।

স্যামসন : (বেশ রেগে গিয়ে) আমি মোটেই কবর খোঁড়া ডাকাত নই। বলছি

ত ওটা আমার নিজের টাকা। আমি ওটা সিগরেটের টিনে ভরে ওখানে পুঁতে রেখেছিলাম। দুবছর ধরে ওটা ওখানে পড়ে ছিল। তার মধ্যে ওটা আমি ছুঁইও নি। [আল্‌গা হয়ে সে কোণের দিকে চলে যায়, মাকড়সার জালটার দিকে চায়] ওঃ গেছে, সাবাড় হয়ে, সাবাড় হয়ে গেছে রে।

কতনু : সাবাড় হবার পাত্তর নয় রে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে শুধু।

স্যামসন : আরে আমি প্রোফেসরের কথা বলছি না। তোর খাইয়ে ভাইয়ের কথা বলছি।

কতনু : ভাবছি কোন্ ড্রাইভার ছিল ওটা। হয়তো কোনো যাত্রীই হবে।

স্যামসন : (রেগে)—এই হল, বলল, চালা শালা চালা। দম দিয়ে দিয়েছি তোকে, আর কি ইস্তফা দিবি তাতে। আর কবুল কর্ না তুই থকে গেছিস?

কতনু : আরে সে কথা ত আগেই করেছি।

[সালুবি দৌড়ে ঢোকে, থামে, তারপর প্রোফেসরের দিকে এগিয়ে যায়]

প্রোফেসর : আমার ত কনসাল্টেশনের সময় পার হয়ে গেছে, আর ত কিছু করার নেই।

সালুবি : এ হে, ভুল হয়ে গেছে, মাফ কিজিয়ে স্যার [ডেস্কের ওপর একটা শিলিং রাখে]

প্রোফেসর : [শিলিংটা তুলে নেয়, চোখে মনক্‌ল্‌টা আঁটে] এক নজরে যা মনে হয় তা হল তোমার একটি সরকারী দলিল প্রয়োজন, এই ত?

সালুবি : হ্যাঁ স্যার। ঠিক তাই। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স চাই। আঃ এরকম একটা মওকা প্রোফেসর—জানতাম কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবেই, এ মওকা আসবেই।

প্রোফেসর : ইহাও বোঝা যায় দলিলটি তোমার আশু প্রয়োজন, বিষয়টি জরুরি।

সালুবি : হ্যাঁ সার, আমি একেবারে হন্যে হয়ে আছি। এখুনি চাই আমার লাইসেন্‌সটা। চাকরিটা ফাস্টো কেলাস। ওটা না পেলে আমি আত্মহত্যা করব।

প্রোফেসর : ঈশ্বর যেন তোমার ভীরু অস্থিসমূহে পচন ধরান। বলতে চাও এখানে মরণের বড় আকাল পড়েছে যে তুমি মরবে বলে আমাকে ভয় দেখাও? ভেজাল বমি-বিশেষ তুমি। বন্ধক দেবার যন্ত্রবিশেষ। স্টিয়ারিং হুইলের লাইসেন্স বিহীন লেজুরসম [শিলিংটা ছুঁড়ে দেয় দরজার বাইরে] আমি তোমার কেস্ স্পর্শও করব না।

সালুবি : [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে] ওগো, প্রভু। ক্ষমা করুন, দয়া করুন স্যার। আমি বড়োই অনুতপ্ত—সরি, ভেরি সরি। এমন কম্মো আর কখনও করব না স্যার।

প্রোফেসর : [উত্তরোত্তর বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে] বেরোও, চলে যাও এখান থেকে। আর যেন এখানে তোমার মুখদর্শনও করতে না হয়। তুমি মনে করেছ এখানে আমার উপাসনার আসন রাখি নকল কন্ট্রাক্টারদের মৃত্যুর অপেক্ষায়? আত্মহত্যা। ছলনাময় মহানন্দ যেন তোমার অস্থিকে শত শত স্প্লিন্টারে পরিণত করে।

সালুবি : [ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে] প্রোফেসর, দোহাই স্যার, ঐ 'শব্দ' 'শব্দ' আর নয়। অন্য যে কোনো কথা বলুন, ওটা থাক।

প্রোফেসর : অলঙ্ঘনীয় শব্দের ধন্দজাত মহামারীতে তোমার প্রতারক জিহ্বাতে পচন ধরুক।

স্যামসন : প্রোফেসর, স্যার, প্রোফেসর.....

সালুবি : প্রোফেসর, আপনার বাপের দোহাই, আমার মাথায় ঐসব শাপমন্যি চাপাবেন না,.... এই কতনু আয় না, আমার হয়ে বল না একটু....

স্যামসন : স্যার, প্লীজ স্যার, ও আর এরকম করবে না। আমি ওর হয়ে বলছি, আর করবে না এরকম।

প্রোফেসর : আমার চক্ষের সম্মুখ হতে দূর হও তোমরা। এবং শব্দ তোমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করুক। [বসে আবার কাগজপত্র নিয়ে কাজ শুরু করে]

সালুবি : কতনু, তোরা আমার হয়ে একটু বলবি না লোকটাকে, আমি এমন কম্মো আর কখনও করব না। মরার কথা বলবই না স্যার একেবারে মুখেও আনব না, এখন থেকে এটাই আমার লক্ষ্য। যত লরী চোখে পড়বে তার গায়ে রং দিয়ে লিখে দেব : 'মরণের কথা কখনও বোলো না'। এই স্যামসন, আমাকে একটু হেল্প্ কর না মাইরি, বল্ না প্রোফেসরকে আমার মাথার ওপর থেকে শাপমন্যি তুলে নিতে। এঁহ। স্যামসন আমাকে হাঁক পার, আমি আমার লক্ষ্যের কথা চেঁচিয়ে বলি, প্রোফেসরের কানে তা ঢুকুক।

স্যামসন : সালুবি।

সালুবি : মরণা কভি নেই।

স্যামসন : সালুবি স্বাস্থ্যকরতা (স্যালুব্রিটি)।

সালুবি : মরণের কথা মুখে আনা নয়।

স্যামসন : সালুবি মেথর-পুত্র।

সালুবি : [একটু থমকে গিয়ে, কিন্তু স্যামসন নাছোড়বান্দা] মরণের কথা আর নয়।

স্যামসন : পায়খানার ময়লাবাহী গাড়ির গন্ধ তোর মুখে।

সালুবি : মরণের কথা আর নয়।

স্যামসন : তোর শরীর আর উকুন, যেন ডেভিড আর জোনাথান।

সালুবি : মৃত্যুর কথা আর নয়।

স্যামসন : শহুরে চোর, বেপরোয়া দাদিমার সঙ্গেও ডাকাতি করা চোর।

সালুবি : কখনও বলব না মরার কথা।

স্যামসন : আহা যেন জিন। তোর মত্তে দশটা থাকলে সাবানের কারখানা বন্ধ হয়ে যায়।

সালুবি : কখনও বলব না মরার কথা।

স্যামসন : প্রোফেসর। স্যার, বেচারার খুব আফশোস হয়েছে স্যার, খুবই যাকে বলে অনুতপ্ত ও। কতনু আর আমি দুজনে ওর হয়ে মাপ চাইছি স্যার। ওকে ক্ষমা করুন।

[সাড়া না পেয়ে পিছন ফিরে লম্বা পকেটের মধ্যে হাত ডোবায়, তারপর অধ্যাপকের কাছে ফিরে আসতে গিয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে এবার সালুবির দিকে যায়, এবং ওর পকেটেও হাত গলায় আরো টাকার সন্ধানে। সেসব টাকা জড়ো করে টেবলের ওপর কিস্তি কিস্তি করে রাখে।]

প্রোফেসর : [সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে] কনসালটেশনের ফির দ্বিগুণ প্রয়োজন।

সালুবি : [মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে আসা মানুষের মতো] হ্যাঁ স্যার, চাইবেন স্যার। ধন্যবাদ স্যার, এই নাকখত দিচ্ছি জীবনে আর এ কম্মো করব না। [টেবলের ওপর টাকা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে] আঃ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রোফেসর, বহুৎ সুক্রিয়া। আরে আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমার ওপর আপনি বেজার হবেন না স্যার। হাজার হলেও বাপ কি ছেলেদের ওপর ঐ রকম করে খাপ্‌পা হতে পারে?

প্রোফেসর : ফোটোগ্রাফ?

সালুবি : [তাড়াতাড়ি দুটো ফোটো] এই যে স্যার, সব একেবারে তৈরি।

প্রোফেসর : তুমি কি জেল পালানো কয়েদী? ছবিতে ত দেখাচ্ছে গুণ্ডার মতো।

সালুবি : আমি স্যার? জীবনে জেলখানার ছায়া মাড়াই নি।

প্রোফেসর : উঁহু, তুমি নির্ঘাৎ জেলপালানো কয়েদী, দেখেই বুঝতে পারি। ছবিতেও তার সমর্থন আছে।

সালুবি : হুজুর, স্যার আমি যিশুর নামে বলছি।

প্রোফেসর : কাল সকালে এসো। তোমার সমস্ত গাত্র থেকে বন্দীশালার গন্ধ পাওয়া যায়।

স্যামসন : বললাম কতবার, চান করে নে।

সালুবি : প্লীজ স্যার, আমাকে নিরাশ করবেন না। এ যে মরণ বাঁচনের ব্যাপার। এই মানে.....

[থেমে যায় হঠাৎ, প্রোফেসরের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ভেবে]

প্রোফেসর : [ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে] আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আগে একে আমার চোখের সমুখ থেকে নিয়ে যাও।

[সালুবি পিছিয়ে যায়। একটা বেঞ্চের কাছে গিয়ে এক কোণায় চুপচাপ বসে পড়ে]

প্রোফেসর : বাইরে। বাইরে।

[সালুবি দৌড়ে চলে যায়]

স্যামসন : [ওকে অনুসরণ করে, বাইরে তাকায়। দরজার কাছে সালুবি ঘাপটি মেরে পড়ে আছে] জানতাম এই হবে। ভয়ে আধমরা ত দেখি, কিন্তু তবু একদম বাইরে যেতে পারছে না। কেন?

কতনু : [উঠে বসে] কেন? শুনলি ত ওকে বলত ও ওর জন্য লাইসেন্স্ চায়।

স্যামসন : ও ত জানে, এ কাজে প্রোফেসরের সময় লাগবে। না, মুরানো শিগ্গির আসবে বলে এই ব্যাপার। আরে গাড়ি চালানো ছেড়ে দিলে সকলেরই এই গতি হবে। তোদের বরাত ভালো যে মুরানো জানে না যে তোরা ওর ওপর কতটা নির্ভর করছিস।

কতনু : আজ ওর আসতে দেরী হচ্ছে।

প্রোফেসর : [চার্চের জানালার দিকে তাকিয়ে] সে আসবে প্রার্থনার কালে। ছায়া যখন অন্ধকারের অনুগ্রহ দিয়ে আচ্ছাদিত করবে আমাকে, সে তখনই এসে দাঁড়াবে এখানে।

কতনু : হ্যাঁ, ও সময়টা ঠিক মতো আন্দাজ করে নেয় সব সময়।

প্রোফেসর : কিন্তু তাতে আমি বরবাদ হব না আদৌ, দুর্গের ছায়াতেই হবে আমার অবস্থান, গুপ্ত শব্দের দেওয়ালগুলোর দিকে আমি নিক্ষেপ করব আমার প্রশ্নবাণ।

কতনু : আচ্ছা প্রোফেসার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? মুরানোকে আপনি পেলেন কোথায়?

প্রোফেসর : শবযানের মোমবাতি দানির পেছনে অবহেলায় পড়ে ছিল, মরণোন্মুখ। মোটরের চাকায় পা থেঁতলে যাওয়া কুকুরের মতো কাতর গোঙানি উঠছিল ওর কণ্ঠ থেকে। আমি ওকে তুলে নিলাম— কোথায় যেন নিয়ে গেলাম— তারপর সুস্থ করে তুললাম দেখাশোনা করে।

কতনু : আর তাকে লাগালেন আপনার জন্য তাড়ি সংগ্রহের কাজে?

প্রোফেসর : [উঠে কতনুর দিকে গিয়ে] মনে হয় তুমি বড়ো বিচক্ষণ, অথবা পূর্ণ এক মরীয়া মানুষ। মুরানোর দিকে হাত বাড়িয়েছ, ঐ ওরই মধ্যে শুধু শব্দ বিশ্রামে শান্ত।

স্যামসন : তাতে বড় লাভ হয়েছে ওর। ওর জিব ত রা কাড়ে না।

প্রোফেসর : গভীর। নিঃস্তব্ধ কিন্তু গভীর। শোনো বন্ধু, জিহ্বাহীন ব্যক্তিকে অনুকম্পা করার আগে ভেবে দেখো, শব্দের একমাত্র প্রহরী বলে কিন্তু ওরাই স্বীকৃত, ঘোষিত। গোপনতার তোরণের ওপারে ওরা নিদ্রায় মগ্ন হয়েছে। চিরন্তনের প্রহরাকে ছিন্ন করে ওরা শব্দকে খুঁড়ে বার করে এনেছে, শব্দ জিহ্বার ওপরে স্থিত এক স্বর্ণখণ্ডের মতো।

সেই ভার বহন করেই ত তাদের জিহ্বা অচল অনড়, এবং তারা চিরতরে নীরব হয়ে আছে। বলতে চাও যে তোমরা লক্ষ করো নি যে মুরানোর একটা পা অন্য পা'র চেয়ে দীর্ঘ?

স্যামসন : মুরানো? কেন তার দুটো পা'ই ত সমান।

প্রোফেসর : অন্ধ।

কতনু : হ্যাঁ, মানছি, ও একটু খুঁড়িয়ে চলে, সে যাই হোক, আমার ত তাতে ওকে এমন কিছু বেঠিক মনে হয় না।

প্রোফেসর : যদি কোনো মানুষের দুই পা দুই জগতে স্থিত হয়, তাহলে সে দুই পা কখনও একরকম হতে পারে না। মুরানোর পায়ের মানে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল শব্দর তন্দ্রাচ্ছন্ন শুঁয়োপোকার ওপর ন্যস্ত থাকে। যখন যে বহিরাবরণ ভাঙ্গে, ও বন্ধুরা — সেই মুহূর্তের জন্যই ত আমি তুমি, তোমরা অপেক্ষা করে থাকি। সেই ত আমাদের পুনর্বাসনের মুহূর্ত। যখন আবরণ ঘুচে যায়.... [বলতে বলতে ক্রমশ বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন, হঠাৎ থেমে যান, দু একবার নস্য নেন, ধোঁয়াটে চশমাটা মোছেন, দ্রুতপদে নিজের টেবিলের দিকে চলে যান]

স্যামসন : [কতনুর কাছে গিয়ে] আমি অনেকবার ভেবেছি মুরানোর পিছু নিই, বুঝেছিস। সেই ভোর পাঁচটাতে উঠে, ঐ ঐদিকে কোথায় যেন যায়। বিকেল পাঁচটার আগে ফেরে না। একটুখানি তালের রস ধরতে আর কতটা সময় লাগে বল? ভেবে দেখেছিস কখনো ওটা যায় কোথায়?

কতনু : আমার দরকার কী ভেবে দেখার?

স্যামসন : আমি একদিন পিছন পিছন গিয়ে দেখব বেশ কিছুটা পথ.....

প্রোফেসর : [তীব্র কণ্ঠে] ... তোমরা বোধহয় জীবনটাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

স্যামসন : আমি ত কিছু বলিনি।

প্রোফেসর : বিচিত্র দৃশ্য দেখার জন্য যারা প্রস্তুত নয়—এই তোমাদের মতো বুদ্ধিহীনেরা আর কি—তারাই উন্মাদ বা অন্ধ হয়ে যায় — তাদের কৌতূলহকে একটু নাড়া দিলে। প্রথমে শব্দকে খুঁজে বার করো। ভোরে উঠে নিম্নরুচি স্ত্রীর মতো মুরানোর পিছু পিছু গোয়েন্দাগিরি করাই যথেষ্ট নয়। শব্দকে খোঁজো।

স্যামসন : [নিরাসক্ত ভাবে] কোথায় তাকে পাওয়া যাবে প্রোফেসর?

প্রোফেসর : কোথায়? যেখানে উত্থান-পথ ভগ্ন হল আর ডানাসমেত এক গোপনতা যেখান থেকে পৃথিবী-মুখে ফিরে এল সেখানে। মুরানোকে জিজ্ঞাসা কোরো।

স্যামসন : কিন্তু সে ত কথা কইতে পারে না।

প্রোফেসর : (চতুর ভাবে) তবেই দ্যাখো। ওরা জানে ওরা কোন কর্মে রত।

[দুজন ফড়ে ফাটা মাথা নিয়ে ঢোকে। একজন বেঞ্চের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, অন্যজন দৌড়ে জলের ভাঁড়টার দিকে যায়, উটের

মতো জল খায়, বাকিটা মাথায় ঢালে, তারপর ভাঁড়টার পাশে ঢলে পড়ে। ক্রুদ্ধ চোখে প্রোফেসর তাদের দিকে তাকায়, তারপর মনোযোগসহ কাজে ডুবে যায়]

স্যামসন : [কাঁচুমাচু করে]—প্রোফেসর? আপনার মুখের একটা কথা, স্রেফ একটা কথায় যদি কতনু ড্রাইভিংটা না ছাড়ে, তাহলেই আমি খুশি।

প্রোফেসর : [হঠাৎ টেবলে প্রবল চাপড় মেরে] এই ত ঠিক। জানতাম কী যেন একটা ভুলে গেছি। একটা সমাধান, একটা ক্ষতিপূরণ, অসাম্যের একটা খতিয়ান... তোমার বন্ধুর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে এসো।

স্যামসন : [ওটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে] ওর মধ্যে শব্দ আছে বলে মনে করেন নাকি?

প্রোফেসর : কী?

স্যামসন : মানে ঐ শব্দ না কি...

প্রোফেসর : ভেবেছ এ যাবৎ বেঁচে আছি ওরই সন্ধানে? আমাকে কী মনে করো—উন্মাদ? [চোখে চশমা আঁটেন, লাইসেন্সটা সযত্নে দেখেন, হাত-লেন্স্ একটা তুলে নিয়ে দৃষ্টিকে আরো সজাগ করেন। কতনুর ফোটোর ওপর সালুবির ফটো আঁটেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন] এমন সহজে বদল সাধন করে তুষ্ট হওয়া— এ আমার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে যাবারই চিহ্ন স্বরূপ, কিছুদিন আগে হলেও এই যেসব নোংরা কারিকুরির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতাম, বরং পুরোনো ইলেকট্রিক বিল থেকে বা ঐ যে সব সরকারি ঘোষণাপত্র দিয়ে খাবারের দোকানীরা ঠোঙা বানায় তা দিয়ে নতুন দলিল তৈরি করতাম। [কাগজ পত্রর ওপর কলম চালায়]

স্যামসন : [ভীতস্বরে] ওটা আপনি কী করছেন প্রোফেসর?

প্রোফেসর : প্রায় একবছর আগে আমি আমার শততম জালিয়াতির উৎসব পালন করেছিলাম। প্রস্তুতি ছাড়া সব সময় জালিয়াতি তেমন সফল হয় না, তাছাড়া আমি বৃদ্ধ হচ্ছি বটে। একসময় আমি দিনে তিনটে লাইসেন্স জাল করতে পারতাম, এবং তাতে আদৌ পরিশ্রান্ত বোধ করতাম না। এখন যদি একটিও করে উঠতে পারি, মনে হয় দেহ থেকে প্রাণশক্তি নির্গত হল। এটা অবশ্য সামান্য ঠিকঠাক করার ব্যাপার মাত্র, একটা নিটোল বদলই শুধু, যথার্থ জালিয়াতি নয়।

স্যামসন : কিন্তু প্রোফেসর, আমাদের কী হবে? আমাদের রুজি রোজগারের? আমি আপনাকে বলছিলাম যেমন করে হোক ওকে আবার রাস্তায় চালু করতে আর আপনি কিনা ওকে পথ থেকে একেবারে বরবাদ করতে চান। আমরা খাব কী, বাঁচব কী খেয়ে?

প্রোফেসর : ও শব্দকে অনুসন্ধান করবে।

স্যামসন : শব্দ? ওতে ওর বা আমার পেট ভরবে?

প্রোফেসর : স্যামসন, সিংহ-হৃদয় কিন্তু গর্দভ-মস্তক স্যামসন। এখনো কি বুঝতে পারোনা যে তোমার বন্ধু আর কোনোদিন গাড়ি চালাবে না?

স্যামসন : আপনি জানলেন কী করে? ও ত দুদিনের ব্যাপার, ও সব কাটিয়ে উঠবে।

প্রোফেসর : [হঠাৎ তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা বলো ত, বন্ধু, কখনও কি তুমি কোটিপতি ছিলে?

স্যামসন : কী... কে, মানে আমি... আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না প্রোফেসর?

প্রোফেসর : আজ সকালে আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। পথ ভুলে এক কোটিপতির প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। তোমার বন্ধুই আমাকে পথ দেখিয়ে বার করে নিয়ে এলেন, না হলে হয়ত এখনও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম, প্রতিদান স্বরূপ তাকে আমি সাম্প্রতিকতম শব্দ নিবেদন করি। আমি তাকে—এবং তোমাকে—অন্যদের মতো গ্রহণ করেছি। কোথা থেকে তোমার আগমন। কখন তুমি ছাড়া পাবে আমার কাছ থেকে? [কাঁধ ঝাঁকান] কিন্তু ঐখানে, রক্ত আর জঞ্জাল যেখানে ওর দুই পাঁকে জড়িয়ে আছে, ওকে আমি জানলাম ভালো করে। শোনো বলি, আমার চোখের সামনেই ও অভিভূত হ'ল।

স্যামসন : ও এই কথা? এত আপনাকে আমি আগেই বলে দিতে পারতাম। কথায় কথায় ওর দরদ উথলে ওঠে, বড়ই আল্‌গা এ ব্যাপারে, নরম মন।

প্রোফেসর : না না, ঠিক তা নয়। ও অভিভূত হয়েছিল [চারধারে কতনুর উদ্দেশ্যে তাকিয়ে— তারপর মাথায় টোকা মেরে] এইখানে আমি কবরের উভয় পার্শ্বেই উন্মাদদের চিনি ভালো করে, কিন্তু ও [করুণাভরে মাথা নাড়িয়ে] ... ওর ওপর ভরসা ছাড়ো, ও আর গাড়ি চালাবে না।

স্যামসন : অবশ্য চালাবে, চালাতেই হবে ওকে। গাড়ি চালানো ছাড়া আর কী আছে ওর জিন্দেগিতে, ভারি ভারি স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানো আর ঐ হতচ্ছাড়া গীয়ার নাড়ানো ছাড়া ওর ঐ হাত দুখানা কোন কাজে লাগে শুনি, বাব্বা, ঐ গীয়ারের ওপর কোনো কাল আমি দখলদারি পাইনি।

প্রোফেসর : ও, আমার মনে হয়, তুমি ভাব যে টেল বোর্ডের ওপর দোলা না খেলে আর একযস্ট পাইপের বিষাক্ত ধোঁয়া মুখে না লাগলে তুমি নিশ্বাস নিতে পার না।

স্যামসন : [আশ্চর্য হয়ে] আপনি সব বোঝেন প্রোফেসর মশাই। মানে কেতাব দুনিয়ার মানুষ ত, আপনি সত্যই সব বোঝেন, প্রফেসর মশাই। কিন্তু ওকে ব্যাপারটা একটু সমঝাতে সাহায্য করুন না স্যার। আমরা ত দুজনে এক কেলাসে পড়েছি। আমি ত জানি ও মায়ের পেটে এসেছিল একটা লরীর পেছন দিকে।

কতনু : স্যামসন! আমি শুধু জন্মেছিলাম একটি লরিতে।

স্যামসন : আরে তুই কী জানিসরে? বিশ্বাস করুন প্রোফেসর, ওর বাপ আমাকে যা সব বলত না, শুনলে আপনি চমকে যাবেন! এ দুনিয়ার আদমি হলেও আপনি চমকে যাবেন। ওর বাপ আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলত যেন আমি একটা বয়স্ক লোক।

প্রোফেসর : ওর বাপ ছিল তাহলে?

স্যামসন : হ্যাঁ, ছিল বইকি। ট্রাক-ঠেলা ছিল তার পেশা, ওকে সবাই ডাকত কোকোলরি* বলে। ও ছিল ঐ পেশায় একেবারে পয়লা নম্বর, ও বালেনডে আর আগেগে**-র মধ্যে ঐরকম চিল্লানেওয়ালা আর, মানে মাগীবাজ মরদ আর কেউ ছিলনা। জানেন প্রোফেসর ওর পরে যারা এসেছে তাদের অনেকে বড়ো বড়ো ট্রান্সপোর্ট বিজ্নেস করে লাল হয়েছে, কিন্তু ওর বাপ কিসসু করেনি। ঐ এক ট্রাক নিয়ে কম্মো শুরু আর ওটা দিয়েই কম্মো শেষ। একমাত্র একটা জিনিসই বদলে ছিলো, কাঠের চাকাগুলো রবার দিয়ে ঢেকেছিল।

প্রোফেসর : আহ্, দয়ালুতার আরেকটি বলি!

স্যামসন : দয়ালু? কতনুর বাপ দয়ালু? মেয়েমানুষ পছন্দ করত খুব, বাস। এখনকার ট্রাক ঠেলিয়েদের খদ্দের কারা?

প্রোফেসর : (রাগত ভাবে) আমি ঐ পেশার ধার মারাইনি কখনও।

স্যামসন : সব ছিল ঐ মেয়ে দোকানীগুলো, ঐ মার্কেট ম্যামীর দল। আরে ওরাইত এই ওসোলাংকো† ট্রান্স্পোর্ট ব্যবসার শিরদাঁড়া স্যার। কিন্তু কোকোলরি তাদের কাছ থেকে কানাকড়িটি নিতনা। বদলে তাদের সঙ্গে হ্যানিমুন করতো যেন। যত্রতত্র। দোকানের পিছনে, কার্টার ব্রীজ‡ তলায়..... বা ট্রাকেই। একবার জেলে আটক ছিল। অন্য কেউ হলে জেল ভেঙে পালাত, ও করল কি, দেয়াল ভেঙে পাশের সেলে ঢুকে এক মেয়ে বন্দীর সঙ্গে রাত কাটাল। ও, এই সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারের কথা সে আমাকে খুলে বলত স্যার। আসলে আমি মাঝে মাঝে দুপক্ষের দূত হিসেবেও কাজ করে দিতাম স্যার এসব কারবারে। হু, একটা ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার ছিল সে, এসব কুকর্মে নিজের ছেলেকে কখন ও লাগাতো না, কাজেই বাপের এইসব কারবার ব্যাপারে কতনু কিছুই জানেনা। [আরো তিনজন ফড়ে ঢোকে, পরস্পরের ওপর ভর করে। মাটিতে সবকটা পড়ে কাটা সৈনিকের মত]

প্রোফেসর : [পুরো দলটার দিকে প্রকৃত খুনীর বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে] দেহ পেশীর

* শক্ত মাথা

** লাগোস শহরের দুটি পাড়

† ট্রাক

‡ লাগোসের তীরভূমির সঙ্গে লাগোস দ্বীপের সংযোগ সেতু। ১৯৩১ খ্রী.তে তৈরি।

বিনাশ হোক তার। এই বিনাশের শাস্তিবিধান হোক ওর, সেই বাপের...

কতনু : বহুত দেরি হয়ে গেছে স্যার, সে মরে গেছে কবে।

স্যামসন : কতনু আর আমি তাকে ট্রাক চালাতে সাহায্য করতাম। [আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রোফেসরকে] সত্যই কতনুকে ওর মা পেটে ধরে একটা ট্রাকেই। কোলোকোরি নিজে আমাকে সে কথা বলেছে। বলেছে পথের পাশে একটু ঢালু জমিতে ট্রাকটা পার্ক করে যেই সে কতনুর মার ওপর চেপে কাজকম্মো শুরু করেছে অমনি ট্রাকটা ঢালু বেয়ে নিচে গড়াতে শুরু করে। হয়ত সেজন্যই কতনুকে সে অত পেয়ার করত। সব কটা বেজম্মা ছেলের মধ্যে ও একমাত্র কতনুকেই বেটা বলে স্বীকার যায়। *[প্রোফেসরের ক্রোধ ভরা বিস্ময় ক্রমবর্ধমান, শেষ পর্যন্ত তাকে একটু বিপন্মুক্ত দেখায়]*

প্রোফেসর : যাক্, অন্তত পক্ষে, কতনু বেজম্মা নয়, তার বাপের ঠিক আছে।

স্যামসন : হ্যাঁ সার। ঐ পশু-ট্রাকটার একটা লাইসেন্স্ও ছিল। আসল লাইসেন্স্ কিন্তু, আপনার ঐগুলোর মতো নকল নয়।

কতনু : বাবা আমাকে ট্রাকটা দিয়ে যায়।

স্যার : ট্রাকটা ছাড়া তোকে দেবার মতো আর তার ছিল টা কী?

কতনু : আমি ড্রাইভার হবার আগেই পটল তোলে। বেঁচে থাকলে আমার ড্রাইভার হওয়া নিয়ে মোচ্ছব করার জন্য কম করে ছজন মেয়েমানুষের সঙ্গে শুতো। কিন্তু আগেই মরেছে সে, পিঠের ওপর লরি চলে গেছে। একগাদা স্টকফিশের ওপর ওর শিরদাঁড়াটা ভেঙেছে চাকার চাপে। বেশির ভাগ সময়েই ঐ একই মাল বইত ট্রাকে সে—স্টকফিশ। সেদিন সে ট্রাকটা মারাত্মক ভাবে বোঝাই করেছিল সেই মাছের গাদায়।

[দলটা নিচু গলায় শোক সংগীত গাইতে শুরু করে]

স্যামসন : আমরা দুজনেই সেখানে ছিলাম। সামনে থেকে ট্রাকটা টানছিলাম। ও পেছন থেকে ঠেলছিল। মাছের গাঠিগুলি আকাশ ছোঁয় ছোঁয়। কার্টার ব্রীজের জোড়াটা যদি রাস্তার ওপরে হত, তাহলে মাছের বস্তা ওটাতে নিশ্চয় লাগত। আমরা ত ছিটকে পড়লাম সামনে......

কতনু : মাছের গাদায় দুজনেই চাপা পড়েছি। বহুকাল পর্যন্ত আমার শুধু ঐ একই জিনিস মনে পড়ত, নাকে মাছের গন্ধ। রাস্তায় পড়ে থাকা *ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীরগুলো থেকে মাছের গন্ধ বেরোয় লক্ষ করেছিস?*

[শোক সংগীত আরেকটু জোরালো হয়]

স্যামসন : [প্রোফেসরের কানে ফিস্ ফিস্ করে] প্রোফেসর, প্রোফেসর...

প্রোফেসর : [ঝট করে কাগজপত্রর মধ্যে ডুবে যায়] আমি ব্যস্ত।

স্যামসন : কিন্তু এ বিষয়ে তাহলে কী করবেন ঠিক করলেন স্যার? ও গাড়ি না চালালে যে বস লরিটা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে?

প্রোফেসর : আহ্ আমাকে মনোনিবেশ করতে দাও, দেবে কি। তোমাদের জীবন সমস্যা সব আমার এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে আমি তোমাদের বিতাড়িত করব।

[শোক সংগীত চলতে থাকে]

কোকোলরির জন্য গান :

দুপুর বেলায় হঠাৎ দেখি কুয়াশা নামে সূর্যি জিগায়, একী, ব্যাপার কী? খরার শিশির জমেছে আমার পায়ে / মরণ মোদের বৃষ্টিকে নেয় কেড়ে / খরার শিশির জমল আমার বুকে / ভয়ের বরফ আমায় কব্জা করে / মরণ করে পাপ আমাদের প্রতি / সেরা মানুষ গত হল — কোকোলরি,...

স্যামসন : কিন্তু প্রোফেসর, স্যার....

প্রোফেসর : [শোক সংগীতকে ছাপিয়ে চিৎকার করে] ছেড়ে দাও আমাকে, অব্যাহতি চাই। কেবলই আমার ওপর নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা চাপিয়ে দাও। আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি, এর বেশি কিছু মিলবে না। বিদায় হও বলছি, নতুবা আরো যারা আসে তাদেরই মতো সকলে বিলীন হবে ধোঁয়াটে অন্ধকারে। কে তোমাদের অধিকার দিয়েছে এই নিজেদের দাবী-দাওয়াকে গুরুত্ব দেবার? চলে যাও তোমরা, আমার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাও।

স্যামসন : [প্রায় কাঁদতে কাঁদতে] কিন্তু আপনাকে আমাদের হেল্প করতেই হবে স্যার। ও যে অন্যদের মতো হয়ে যাচ্ছে। মাসখানেকের মধ্যে ওর সমস্ত যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে, খড়কুটোর মতো এখানেই ভেসে আসতে হবে ঐ আমাকে নেবে গো' র দল ভারী করতে।

প্রোফেসর : ও। তোমরা নিজেদের খুব একটা কেউ কেটা মনে করো বুঝি, 'স্পেশাল' সব, এঁহ? অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা? আমারই ডানার তলায় আশ্রয় নিতে মানে লাগে বুঝি? [হঠাৎ রেগে গায়কদের দিকে ফিরে তাকায়] এই পথের ঝেড়ে ফেলা জঞ্জাল সব, ঐ বিরক্তিকর মড়াকান্না থামা বলছি। থামা!

[তখুনি গান থেমে যায়। প্রোফেসরের ক্রমবর্ধমান রাগের সামনে তারা কুঁকড়ে যায়] উকুন— পোকামাকড় সব। সব কটা জুডাস, ঈশ্বরের তাড়া খাওয়া জুডাসের দল, শরীর বেচে খাওয়ার দল, আবার সেই কম্মো করেছিস তাই না? তোরা ভাবিস তোরা বেপরোয়া, সাহসী ; কিন্তু, বোকা ষাঁড় বা পলাতক— কোন মুখে সাহসের কথা বলে? আমি তোদের একটা উদ্দেশ্য ধরে দিলাম আর তোরা অর্থহীন সব ঝুঁকি

নিয়ে তাকে নষ্ট করলি? এখন তোদের জন্য কর্মসম্পূর্ণ করলে তোদের জীবন্ত অবস্থা ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, আর বারে বারে অর্থতৃষ্ণায় তাড়িত হয়ে তোরা নিজেদের বিক্রি করবি।

ঠগ্ : কিন্তু প্রোফেসর, লুঠের মাল যে আমাদের চাই-ই চাই।

প্রোফেসর : চুপ কর্। বন্ধ কর ঐ আত্মবিক্রয়ীর মুখ।

[ঠগটা ছেড়ে দেয়। আবার হঠাৎ প্রোফেসর তার কাজ নিয়ে বসে]

স্যামসন : [অনেক দ্বিধা করে]—প্রোফেসর ঐ সব আপিসের আর্দালির জন্য সময় নষ্ট করা, এ আপনার সাজে না।

প্রোফেসর : [কাজ ফেলে স্যামসনের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে] বলো ত দেখি স্যামসন তোমার ঠিক কী দরকার। বল কী চাও?

[স্যামসন ভড়কে গিয়ে]

স্যামসন : মানে, না, কিছু না, কিছু না প্রোফেসর।

প্রোফেসর : এটা আবার কিসের আওয়াজ?

[পাথরের ওপর ধাতব চাকার আওয়াজ বাড়তে থাকে। দালাল-ফড়ের দল ঐ আওয়াজের অর্থ বুঝে নতুন করে শান্ত হয়, সম্মানের সঙ্গে মাথা থেকে টুপি খুলে নেয়। কতনু লাফিয়ে ওঠে, আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে সে দিকে ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকে।

প্রোফেসর : [আরও তীব্রভাবে] এ কিসের আওয়াজ?

স্যামসন : ওরা ওদের নিয়ে আসছে প্রোফেসর। ঐ যে ব্রীজের ওপর এক্‌সিডেন্ট হল...

প্রোফেসর : এইভাবে তাদের অস্তিত্ব জানান দিতে হবে? কী অপচয়। অপচয়। আমি ও ওদের কখনই চিনতাম না, জানতাম না। আমাকে ওদের বলবার কী থাকতে পারে?

স্যামসন : ওরা আসছে গণ-সমাধির জন্য।

[লরীর কালো দিকটা আস্তে আস্তে সরে যায়, ভেতরের ঝুপড়ির ওপর কালো ছায়া বুলিয়ে, চার্চের দিকে এগিয়ে যায়, সেখানকার জানালা থেকে এখন আলো বেরোচ্ছে। একমাত্র সেই আলোটুকুতেই এখন ঝুপড়িগুলো যা দেখা যাচ্ছে]

প্রোফেসর : ওহ্। আমি এই অনুষ্ঠানে এমনই এক ভাষণ দিতে পারি, এমন সব স্মৃতির সাহায্যে ওদের মনে তীব্র ব্যথার সৃষ্টি করতে পারি...

স্যামসন : হ্যাঁ, নিশ্চয়। প্রোফেসর আপনি তা পারেন বই কি। আমাদের এখনও মনে আছে সেই দিনগুলির কথা......

[অর্গানে সুর ওঠে, কয়ার একটা সমাধিস্তোত্র গায়]

প্রোফেসর : [বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে] বেসুরোতে শুরু হল প্রার্থনা-গীতি। গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে মৃতরা খুশি হবে এই ভেবে যে, ভাগ্যে তারা মৃত।

[ঠগগুলো চার্চের দিকে লাইন করে দাঁড়াল] তোরা ওদের দিকে চলেছিস বুঝি?

ঠগ : হ্যাঁ, এই শুধু দাঁড়িয়ে থাকব, আর শেষবার সেলাম দেব স্যার।

প্রোফেসর : [দ্বিধাগ্রস্ত, ঠগ্‌রা অস্বস্তি ভরে অপেক্ষা করে। প্রোফেসর তার ভাব বদলান। সজাগ হয়ে] হ্যাঁ, তোমাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত। যা, বেরিয়ে যা সব, [স্যামসনকে] তুমিও যাও যদি ইচ্ছা হয়। বন্ধুটিও যাক।

স্যামসন : আমি অনেক দেখেছি। ভুলে গেছেন আমরা ত সেখানেই ছিলাম। ঠিক ওদের পেছনে, যখন ওটা ঘটে।

প্রোফেসর—হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি এত কাছে ছিলে হয়তো এরই মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি রয়ে গেছে। কিন্তু যা-ই হোক, নিজেকে আমার প্রতারিত বোধ হচ্ছে। ওঃ শবাধারের এমন অপচয়। তোমাদের মধ্যে কেউ তার মধ্যে নেই।

স্যামসন : (ভীত হয়ে) কী বলছেন কী প্রোফেসর?

প্রোফেসর : তোমাদের একজনও নয়... ঠগ, প্রতারক সব। একজনও ছিলনা তার মধ্যে।

স্যামসন : কতনু, শুন্‌ছিস কী বলছে?

কতনু : [উঠে] তুই আবার কবে থেকে প্রফেসরের কথা ধরতে শুরু করলি অ্যাঁ? চল্ যাই আমরা এবার।

স্যামসন : কোথায়? কবরখানাতে?

প্রোফেসর : বিদায় হও, আমার কয়েকটি শান্ত মুহূর্তের বড়ো প্রয়োজন। যাও, বাছাই করা ব্যক্তিদের উদ্দেশে শোকগীতিতে গলা মিলাও গে যাও।

কতনু : চল্।

[তারা চলে যায়। কিছুক্ষণের জন্য প্রোফেসর একা। উল্‌টো দিক থেকে মুরানো ঢোকে, খুবই অনিশ্চিত পদক্ষেপ তার, ওর তাড়ি-জোগানদারের দড়ির 'দোলনা' টা কাঁধের ওপর থেকে ঝুলছে]

প্রোফেসর : [না ফিরে] ভেবেছিলাম ওটা ঘটতেই পারে, আর তাই ত ওদের যেতে দিলাম। অর্গানের আওয়াজ আর গান শুনে সন্দেহ হচ্ছিল সূর্য আবার আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে কোনো কৌশল করেছে কিনা। কিন্তু [মুরানোর দিকে ফিরে] এই ত দেখছ, এখনও সন্ধ্যা হয়নি। এটা আমাদের সান্ধ্য প্রার্থনাগীতি নয়, এটা শুধু মৃতদের উদ্দেশ্যে গীত শোকগীতি। আমি সকালেও এসেছিলাম [সে মুরগীর ডাক নকল করে। মুখ টিপে ব্যঙ্গের হাসি হেসে] কিন্তু আমি সাবধান হব। সকালই হল সমাধির সময়, কে জানে ওরা হয়ত এ ব্যাপারেও জ্ঞানী হতে গিয়ে

হোঁচট খেয়েছে। আর আমি তাই.... এখানে পথ ভুলেছি..... নজর রাখতে গিয়ে। [হঠাৎ তার হাবভাব বদলে যায়] কিন্তু, তুমি অবশ্য, এখুনি ফিরে যাও, তোমাকে কেউ দেখে ফেলবার আগে। সন্ধ্যায় বা রাতে সব মুখই সমান দেখায়। শব্দের স্বপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন নেই দিনের অশ্লীল প্রকট আলোর। যাও, এখন যাও।

[দরজার দিকে আগতদের পদধ্বনি শোনা যায়। প্রোফেসর মরীয়া হয়ে মুরানোকে ঈশারা করতে থাকে]

প্রোফেসর : লুকাও, লুকিয়ে পড়ো।

[মুরানো দোকানের উলটো দিকে লুকায়। সালুবি ঢোকে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দ্যাখে]

সালুবি : তাজ্জব ব্যাপার [প্রোফেসর মুখ তোলে] স্পষ্ট দেখলাম কে যেন এখানে সেঁধোল। চোর চোট্টা ত হতে পারে।

প্রোফেসর : আমার বুঝি তার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আরেকটি চোরের সাহায্য দরকার?

সালুবি : না, তা না স্যার... আমি মানে... আমি বলছিলাম কি, মানে যখন দেখলাম অন্যরা সব কবরখানাতে যাচ্ছে তখন ভাবলাম যাই দেখি গিয়ে কেউ যদি আবার দোকান থেকে চুরি করতে আসে, এখানে কেউ নেই জেনে।

প্রোফেসর : এখানে কেউ নেই কথাটা ত ঠিক নয়—দেখতেই ত পাচ্ছ।

সালুবি : [চট করে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে] না মানে, আমার ভুল হয়েছিল আর কি, সরি স্যার, ভেরি সরি, আপনাকে ডিসটার্ব করলাম।... সত্যি [মুরানোর শরীরের বেরিয়ে থাকা অংশটি দেখে] হাঃ।

প্রোফেসর : এখনও তুমি ওখানে?

[সালুবি তাকে ইশারায় চুপ করতে বলে, একটা ছোরা বার করে পা টিপে টিপে পিছিয়ে ঘরের বাইরে যায়। প্রোফেসর অপেক্ষা করে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে, মুরানোকে ইঙ্গিত করে সালুবির পথেই বেরিয়ে যেতে। মুরানো দু এক পা এগোতেই আরেকটা শব্দ তাকে থামিয়ে দেয়—সালুবি তাকে পেছন থেকে জালে জড়ানোর জন্য আসছে। মুরানো দোকানের অন্যদিকে দাঁড়ায়। হাতে ছোরাটা নিয়ে সালুবি ঢোকে।

মুরানো পা টিপে দোকানের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে সালুবির পেছনে এসে দাঁড়ায়। সালুবি শোনে, তারপর হঠাৎ তারপুলিনটা তোলে, তারপর হাতের ছোরাটা শূন্যে ঘোরায়। মুরানো তার দড়ির দোলনাটার ফাঁসটা সালুবির মাথার ওপর ছুঁড়ে দড়িটাকে মোচড়াতে থাকে। সালুবির হাত থেকে ছোরাটা পড়ে যায়, তার পিঠটা তখনও

আক্রমণকারীর দিকে, সে প্রাণপণে তার ঘাড়কে জালমুক্ত করার চেষ্টা করে। ভয় পেয়ে সে প্রোফেসরের দিকে টলতে টলতে যায়, সাহায্য চায়।]

প্রোফেসর : [দৃশ্যটা নিঃস্পৃহভাবে দেখতে দেখতে] হয়তো.... যদি তুমি কথা দাও ওর মুখের দিকে তাকাবে না... [সালুবি খাবি খেতে খেতে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে চেষ্টা করে, 'রাজি'] যাতে তুমি ওকে পরিচিতি-কুচকাওয়াচের বেলা চিনতে না পার..... [আবার সালুবি সায় দেয়, কিন্তু দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে] এসো আমার দিকে এগিয়ে এসো। যদি মরতে রাজি থাকো, তবেই পিছন ফিরে তাকিও। [ইঙ্গিতে মুরানোকে বলে সালুবিকে ছেড়ে দিতে। সালুবি টলতে টলতে প্রোফেসরের কাছে পৌঁছয়, ঘাড় রগড়াতে রগড়াতে। মুরানো দ্রুত অপসৃত হয়]

প্রোফেসর : [কাজের ওপর আবার ঝুঁকে পড়ে]—এবার গলিত শবটি আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[প্রায় এক ঘণ্টা পরে]

প্রোফেসর : আমার জন্য তোমরা কোনো লব্ধ অভিপ্রকাশ আনতে পারলে না? ঐ সেতুটা যেখানে ওদের গ্রাস করেছে সেখান থেকে শব্দের দু একটি টুকরোও পেলে না খুঁজে?

স্যামসন : আমরা আবার এসব কথা কী করে ভাবব প্রোফেসর?

প্রোফেসর : প্রতি ঘটনামূলেই মানুষের সজাগ থাকা উচিত। আচ্ছা, তাহলে দোকানের ব্যাপারটা? নিশ্চয় দোকানের জন্য নতুন স্পেয়ার পার্টস কুড়িয়ে এনেছ?

স্যামসন : স্যার....

প্রোফেসর : আমার প্রয়োজন তোমরা অবহেলা করো, অর্থাৎ বৃহৎ অনুসন্ধানে তোমাদের নিদারুণ অমনোযোগ। এমন কি সম্পূর্ণ অজানা মানুষগুলোও লক্ষ করতে শুরু করেছে। তিনজন ব্যক্তি আমাকে পথে এসে ধরল। তারা তোমাদের ঐ দোকান খোলার ব্যাপারে গড়িমসি করার জন্য আমার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিল।

স্যামসন : ও, সেই বুর্বকগুলো...

প্রোফেসর : বিষয়টা বুঝবার চেষ্টা করো। এই দোকানটা আমাদের আত্মার ধারক ও দেহের পুষ্টিসাধক দুইই। প্রতিদিনই আমরা ক্রেতা হারাচ্ছি।

স্যামসন : কোনো ফায়দা নেই প্রোফেসর। আপনি ত জানেন না কিসের মধ্যে আমাদের দিন গেছে। লোকটা ঐসব জিনিসের কারবার আবার শুরু করবার অবস্থায় কি আর আছে? নেই।

প্রোফেসর : [টেবলে ঘুষি মেরে] কিন্তু তোমরা সেখান থেকে কিছুই তুলে আনো নি, কিছু না! কী করে তবে আশা করো যে আমি তোমাদের জন্য পুলিশ রিপোর্ট তৈরি করে দেব এর পরে?

স্যামসন : আ, প্রোফেসর! স্যার আপনি ত সব সময়েই কোনো না কোনো ভাবে সব ম্যানেজ করে দেন!

প্রোফেসর : একেবারে শূন্য থেকে? দেখো তোমরা তোমাদের বন্ধুর মুখমণ্ডলের প্রকাশ ক্ষমতা নিয়ে বড়োই বাড়াবাড়ি করছ। ডাকো তাকে এখানে [কতনু এগিয়ে আসে। তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান প্রোফেসর] মুখে ত শুধু দেখি একটা রুক্ষ কর্কশভাবে, আর কি! [কাগজপত্র ওলটাতে ওলটাতে] আমার একটি স্টেটমেন্ট ফর্ম দরকার। এই যে এখানে একটা রয়েছে দেখছি.... আচ্ছা এখন বলো আমাকে, একেবারে খালি

হাতে এসেছ তোমরা, শূন্য মনেও বটে, এ অবস্থায় এখানে কী লিখব আমি? অ্যাঁ? বলো? কী ঘটেছিল ব্রীজের ওপর? বললে যে লরিটা তোমাদের ওভারটেক করে—*বেশ কথা [লেখে] লরিটা তাহলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল।* দেখ, আমি এমন স্টেটমেন্ট তৈরি করে দিতে পারি যা যে কোনো ট্র্যাফিক ডিভিশনের মহাফেজখানাকে সম্মানিত অলংকৃত করবে, কিন্তু তোমরা বলো আমাকে—আমার এতদিনের এই কর্তব্য নিবেদিত অনুসন্ধান, সে কি আমার জীবনশেষে এই অর্থহীন স্টেটমেন্ট লেখাতে পর্যবসিত হবার জন্য? তোমাদের মস্তকে রক্তের দাগ কোথায় দেখাও?

কতনু : লরিটা ওখানে ছিল...

প্রোফেসর : সে ঘটনার আগের কথা বলছি—বন্ধু তার আগের কথা। ঘটনাটা ঘটার আগে থেকেই কি তুমি সহযোগী ছিলে?

কতনু : ব্রীজের ব্যাপারের আগেই ত আমি বুঝেছিলাম আরো কী ঘটতে চলেছে।

প্রোফেসর : [ধীরে ধীরে কলমটা নামিয়ে রেখে] হলপ্ করে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পার কথাটা?

কতনু : লরিটা এত ভর্তি ছিল, এত ভারী যে আমাদের ওভারটেক করতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল দেখলাম।

প্রোফেসর : *[খস্‌খস্ করে লিখতে লিখতে] ওটা পাশে পাশে টানতে লাগল নিজেকে, তারপর অনন্তকালের একখণ্ড কাটিয়ে সেটা দুলতে দুলতে ছুটল সামনের দিকেই, মৃতাবস্থারই জন্মের বিপুল সম্ভাবনা অন্তরে নিয়ে।* হ্যাঁ, 'মৃতাবস্থায় জন্ম' কথাটাকে নিম্নরেখা দিতে হবে বটে।

স্যামসন : চালাক লোকেরা যা চোখে দেখা যাব না, তার ধার মাড়ায় না।—তাই না প্রোফেসর?

প্রোফেসর : তাহলে ঐ ভেষজদের নিয়ে এসো ওদের ইনজেকশন দেবার জন্য। না না, *ঐ স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের লোকগুলোকে নয়,* বুঝেছ? ডাকো ভেষজদের, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সুচ, তাতে ঐ শব্দকে সেলাই করা, আর ছিন্ন মাংসপেশীকে সেলাই করা ছাড়া কোন কাজে লাগে শুনি? তাও বেশির ভাগই অর্থহীন ছেঁড়া খোঁড়া শব্দের জোড়াতালি দেওয়া। উন্মুক্ত পৃষ্ঠদেশে বারো ঘা চাবুকের আঘাত প্রত্যহ, এবং ফাটলের মধ্যে কাটা মরিচ ঘর্ষণ, এই হল একমাত্র ফলপ্রসূ ইনজেকশন।

কতনু : মাইরি ঠিক বলতে পারি কী দেখেছি। লরিটা মানুষে ভর্তি ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একটারও মুখ ছিল না ...*[প্রোফেসর লিখেই চলে]*

স্যামসন : আরে কাপড়ে তাদের মুখ ঢাকা ছিল যে। ওটা ছিল উত্তর থেকে আসা কোলা বাদামের লরি, পেছনের দিকটা ছিল যাত্রীতে ঠাসা। একেবারে আকাশ ছোঁয়া মাল গাদানো ছিল, যেমন সব সময়ে এসব

লরি হয় আর কি। ওরা সব ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিল রাস্তার ধুলো এড়াবার জন্য।

কতনু : ও হ্যাঁ, ধুলো। ধুলোর ভূত যেন ধাওয়া করছিল ওদের, হ্যাঁ।

স্যামসন : তবে, মানছিস ত ওটা ধুলোর ব্যাপার! ধুলোর ভেতর দিকে কিছু দেখা যায়? অস্পষ্ট কতগুলো মূর্তি ছাড়া?

কতনু : কিন্তু ধুলো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আমি বলছি। আমার চোখের সামনে দেখলাম ধুলো পরিষ্কার হয়ে গেল, বুঝলাম আমার ভুল হয়েছে। ওটা আসলে একটা খোলা ট্রাক ছিল, বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বস্তার পর বস্তা মুড়ো কাটা মাছ, তাই...... ও ভগবান! স্টকফিশের সে কি বোটকা গন্ধ মাইরি। শেষ পর্যন্ত আমরা ওদের ধরে ফেললাম... ঠিক ভাঙা ব্রীজটার কাছে, আর তুই চেঁচিয়ে উঠলি.....

স্যামসন : সাবধান কতনু! [ভয়ঙ্কর ব্রেক কষার শব্দ হয়]।

কতনু : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে! আমি সব দেখেছি।

[তারা সামনে হাঁটে, একটা জায়গা ভালো করে দেখে, তাতে একটা গর্ত দেখতে পায়]

কতনু : আরে শবাধার এত বড়ো হয় আমার জানা ছিল না সত্যি। আমাদের কবরখানার গেট ভালো করে খোলাই যাচ্ছিল না ওটাকে ভেতরে ঢোকাবার জন্য।

স্যামসন : বেশি কাছে যাস না। তক্তাগুলো পচা, একেবারেই মজবুত নয়।

কতনু : কী বিশাল গর্ত খুঁড়েছে দ্যাখ। আর এদিকটা ত একেবারে গেছে দেখছি।

স্যামসন : মা মেরির দিব্যি, সাবধান।

কতনু : ভুল করছিস, ও গর্ত আমার জন্য তৈরি হয়নি।

স্যামসন : ঐ হতভাগা ব্রীজটাকে খুব নড়বড়ে মনে হচ্ছে বুঝি? সাবধানের মার নেই, সেই হল গিয়ে কথা।

কতনু : আরে বলছি ত গর্তটা আমার জন্য খোঁড়া হয়নি। মনে আছে এক মাইলের বেশি দূর নয় যেখানে ওরা আমাদের ওভারটেক করেছিল?

স্যামসন : ঐ ভাঙা কিনারাটার থেকে সরে আয় বলছি।

কতনু : [সরে এসে] তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করিস মাইরি।

স্যামসন : আল্‌গা বালির জায়গা থেকে মড়াকান্নার দল সব সময় বেশ দূরে থাকে দেখিসনি।

কতনু : আর সদ্যবিধবা স্বামীর সঙ্গে গর্তে যাবে বলে বুক চাপড়াতে শুরু করে তখনই যখন জানে তার ভায়েরা তাকে জাপটে ধরে আটকাবার জন্য কাছে পিঠেই আছে।—ও সে সব আমার জানা আছে।

স্যামসন : [হাসতে হাসতে] 'শান্ত হ বোন' তারা বলে, তাই না? আর বউটা শান্তও হয়। পাদ্রী যেমন সমবেত জনতাকে বলে, শান্ত হও রে সব।

একটু একটু পড়তে জানা সাকরেদটা আবার ব্যাখ্যা করে বলে—শান্ত হও—এই ত পরম আরাম, পরম শান্তি। আমার জনগণ—এই আমার জনগণ—এই পরম আরামই ত আমার জনগণ।

[দুজনে একসঙ্গে]—কমফর্ট—ই, এশিয়া মিনি* [দুজনে হিস্টেরিয়ামাফিক হাসি সঙ্গে]

প্রোফেসর : কিন্তু মৎসজীবীদের আরেকটি রসিকতা আছে, বালির চালের ওপর মালভর্তি জাল আছড়ে মারা। [চারধারে তাকিয়ে] ও বিশুদ্ধ পথ নদীপানে ধায়। কিন্তু নদী নিজে? নদী শুকিয়ে গেলে আর উপায় কী থাকে? তবু একটা সুখকর ধারা বয় — একটু রঙিন যদিও — চিরধীর প্রস্তরের উরুদেশের মধ্যে প্রবাহিত। যে প্রস্তর আসলে রমণী, বুঝেছ নিশ্চয়। রাস্তাও কিন্তু তাই। এরা জানে কি করে শয়ান ও অপেক্ষামান হয়ে থাকতে হয়।

স্যামসন : [উদ্বিগ্ন ভাবে] কতনু.....

প্রোফেসর : [লিখতে লিখতে] ব্রীজের নিচে, কৃষ্ণাঙ্গ পশ্চাদ্দেশের সমাহার, দুটো সংকুচিত উরু, আর শীর্ণ নদীতে রমণীর মাসিক যন্ত্রণা ধৌত করার সদৃশ সেই রক্তিমধারা। কত জীবন তার দুই পায়ের মধ্যে গমনাগমন করেছে কিন্তু সবই বৃথা গেল।

স্যামসন : যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে।

কতনু : [রেগে] রাবিশ। ওরা ত সব মুর্দা।

স্যামসন : আরে না, আমি আমাদের যাত্রীর কথা বলছি [ঘুরে লরিফ্রেমের দিকে দৌড়ে যায়] এই সব ফিরে যাও, যাও বলছি। ঢোকো। ওঠো আবার, কিছু হয়নি। আমরা শুধু ব্রীজটা একবার পরখ করে দেখছি, আর কিছু নয়। দেরী করিয়ে দিও না আমাদের, কানে গেল কথাটা?

কতনু : না না, ওদের নামতে দে। ব্রীজটা বরং পায়দলে পার হওয়াই ভালো। ওদের ওপারে নিয়ে যা, আমি বরং লরিটাকে *ঠেলে* ঐ ফাঁকটা পার করার চেষ্টা করব।

স্যামসন : না, আগে আমাকে কাঠের পাটাতনগুলো ভালো করে দেখতে দে। আমি ওগুলোর ওপর একটু লাফাঝাঁপি করে দেখি।

কতনু : হ্যাঁ, আরো কমজোরি করে দিবি ওগুলোকে ঐ করে? না না, আমরা ম্যানেজ করে নেব।

স্যামসন : ঠিক জানিস? যথেষ্ট জায়গা আছে?

কতনু : ও, আমাকে আর বিশ্বাস যাচ্ছে না বুঝি?

স্যামসন : [ঘুরে দাঁড়িয়ে]—ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায়, এই তোমরা সব নেমে এসো। কী হচ্ছে কী। এসব যত সব রাবিশ ব্যাপার? সময় নষ্ট করা চলবে

---

* প্রার্থনাবাণী বলে মূল কথাটা দেওয়া হল। অর্থ : 'হে জনতা' শান্ত হও।

না বুঝেছ? আরে মালপত্র থাক, বলছি ঐ নোংরা বোঁচকাগুলি লরিতে থাক। থাক ওগুলো! ও, আচ্ছা ঠিক হ্যায়, সরি, আমি বুঝিনি ওগুলো তোমাদের বাচ্চা। এই, সব এই দিকটায় এসো। যদি দেখতে চাও, ত যাও অন্য দিকটা গিয়ে দেখে এসো। এই বুর্বকের দল, আবার কী দেখার জন্য ওখানে থামলে? আরে এই কেলেগুলো একেবারে ফালতু আদমি, হাঁ করে রাবিশের দিকে তাকিয়ে না থাকলে এদের আশ মেটে না। জলদি, জলদি করো। সময় নষ্ট করা চলবে না [*হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে*] ভগবান আচ্ছা করে শাস্তি দিন। এই জনানা। শোন্। বাচ্চা কোলে নিয়ে ঐসব জিনিস দেখতে দাঁড়িয়ে গেলি? আরে এটা কি কাউবয় সিনেমা? যা যা বলছি এখন—আঃ সত্যিই এগুলো একেবারে গাড়ল। এই সব জিনিস কেউ বাচ্চাদের দেখতে দেয় কখনো? বাচ্চা যদি রাতে বদ খোয়াব দেখে চেঁচিয়ে ওঠে ত তাকে নিয়ে ছুটবে ওঝার কাছে। বুর্বক মেয়েছেলে কাকে বলে। এই আরেক সব্বোনাশের দৃশ্য। সিনেমার মতো লোকে দেখবার জন্য কেমন মুখিয়ে থাকে দ্যাখ্!

[যাত্রীদের খেদিয়ে ব্রীজের ওপারে নেয়। ড্রাইভাররা ধীরে ধীরে শোক সংগীত শুরু করে]

কতনু : আমাদেরই ওখানে যাওয়া উচিত ছিল।

স্যামসন : [মরীয়া হয়ে] এই কতনু, একটা কুকুর মেরে দে না আমাদের। একটা কুকুর মেরে, না হলে খিদের জ্বালায় ঐ ভগবানটি কুকুরের বদলে আমাকেই খাবেন। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। আরে বুঝের মানুষ একেই যথেষ্ট ওয়ার্নিং বলে নেয়, কিন্তু উনি? আমার বাপু সন্দেহ আছে। গাদা গাদা ধনরত্নতেও ট্র্যাফিক পুলিশ চলে না। কুত্তার নাড়িভুড়ি নাকি গন্ধ। আমাকে ঐ পুলিশটা বলে—আরে তোকে কে ওটা পসন্দ্ করতে বলেছে শুনি। ওগুন্ দেবতার প্রিয় খাদ্য ওটা, আর সেটাইত আসল ব্যাপার। ওটি তাঁর ইস্পেশাল ডিস্, উনি খুব তৃপ্তি করে খান। যা একটা কুত্তাকে চাপা দিয়ে ঐখানে ফেলে রাখ, ওটাকে তোর নিজের পরের ডিনারের জন্য তুলে আনতে বলছি না। ওগুন দেবতাকে এটা সেটা দিয়ে একটু খুশি রাখ, তাহলে রাস্তা আমাদের দিকে একদিন চোখ মেলে তাকিয়ে বলবে না, — 'হো হো এই যে দুই বালক — তোমাদের ত বেশ শাঁসেজলে বলে আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু তোকে বলে কী হবে? স্বেচ্ছায় যে ওগুনকে ভেট না দেয়, তাকে একদিন ওগুনেরই ইচ্ছায় আরো ভারি মাংস এগিয়ে দিতে হয়।

[শোকগীতি থামে, চালকরা নিজেদের জায়গাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে স্যামসনের দিকে অনির্দিষ্ট চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থাকে]

স্যামসন : কী হল, ঝামেলা হয়েছে কিছু?

একটি ঠগ : আমরা—মানে সে চৌকিও কিন্তু ত এখানে নেই দেখছ, থাকলে সেই কাজটা করত। কাজেই, তোমরাই না হয় কিছু বলো।

স্যামসন : ও, আচ্ছা ঠিক আছে [নিজেকে স্থির করে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়, অন্যরাও তাই করে] পথ যখন ক্ষুধার্ত হয়ে অপেক্ষা করে, তখন যেন আমরা কেউ না পথে চলি। [প্রোফেসরের কানে আঙুল দিতে দেরি হয়ে যায়, রাগে মাথা নাড়াতে থাকে। অন্যরা সিটে বসে আরাম করে]

প্রোফেসর : [তীব্রভাবে] তোমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমরা আমার দুয়ারে এনেছ এক দেবতাকে। নইলে আমি হয়তো এই মুহূর্তে পরমশব্দের হয়ে ন্যায্য প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমাদের অপবিত্র জিহ্বাকে বিশুষ্ক করে দিতাম!

স্যামসন : [প্রায় সাধারণ আবেদনের ভঙ্গিতে]—এখন আবার আমি কী করলাম স্যার?

[প্রোফেসর আবার তার কাজ শুরু করে। এখনও বেশ ভাবাবেগ তাড়িত]

[স্যামসন এবার কতনুকে] এই ওর দোরগোড়ায় ভগবান, সে আবার কী! কী বলছেন কিছু বুঝতে পারছিস তুই?

কতনু : [লাফিয়ে উঠে] কী, ওকথা বলেছে ও? দোড়গোড়ায় এক ভগবান? বলেছে একথা?

স্যামসন : শুন্‌লি ত নিজের কানে।

কতনু : না এবার বার করতেই হবে। প্রোফেসর...

প্রোফেসর : দোকান খোলো আবার।

কতনু : কিন্তু প্রোফেসর?

প্রোফেসর : দোকান। দোকানের কথা বলছি আমি বন্ধু। এই দণ্ডেই দোকানটা খোলা চাই। আমার গৃহস্থালীতে ঝাপ বন্ধ করা জানালা, আমি ও সহ্যই করি না। [চার্চের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে] ঐ ওরা ওদের জানালা বন্ধ করে রাখে। আমার ত লুকোবার, গোপন করবার কিছুই নাই! তোমাদের আছে বুঝি?

কতনু : কিন্তু আমাকে জানতেই হবে প্রোফেসর। আপনার দরজার গোড়ায় আপনি কী দেখেছেন?

প্রোফেসর : দেখ তোমাদের সমস্যা আমার স্কন্ধে চাপাতে আমি নিষেধ করছি কিন্তু। খোলো দোকান।

কতনু : আমি এসেছিলাম আপনার মদতের জন্য। আর কতক্ষণ হা পিত্যেশ করে বসে থাকব?

প্রোফেসর : দোকান খোলো। তোমাদের সকলের মতোই আমাকেও অপেক্ষা করে থাকতে হয়, কিন্তু তা নিয়ে আমাকে অভিযোগ করতে তোমরা কখনও শোনো?

[কতনু একটু দ্বিধা করে, দোকানে যায়, তারপুলিনের ঢাকনাটার পেছনে অদৃশ্য হয়, ভাঙা পার্টসগুলি আবার গোছাতে শুরু করে]

স্যামসন : [কাতরভাবে অনুনয় করে] প্রোফেসর ওকে ওকাজ করতে বাধ্য করবেন না স্যার। দোকানটা অন্য কাউকে দিয়ে দিন।

প্রোফেসর : আমি ত কাউকে দিয়ে কিছু করাই না। কিন্তু তোমরা কি বলতে চাও সার্জেন্ট বার্মা অনেক ভাল লোক ছিলেন এ ব্যাপারে? তোমার বন্ধু ত এসেছে, বলতে গেলে, বার্মার ওপর টেক্কা দিতে। কী তাই নয় কী? নাকি বলতে চাও সে আসলে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

স্যামসন : ওরা অন্য ধরণের মানুষ।

প্রোফেসর : আমি ত নানাধরনের মানুষের জন্য গৃহদ্বার খুলে দিইনি। আর সে এমন কিছু অন্য ধরণের মানুষ নয়। আজ হোক কাল হোক তোমাদের প্রমাণ দিতে হবে। মাছির মতো করে প্রমাণ দিতে হবে। রামাদানের মতো করে। স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টরের দিনের মশার ডিমের মতো করে তোমাদের প্রমাণ দিতে হবে। পথে চলে চলে পা দুটো ক্ষয় করেছি এমনি এমনি ত নয়। সে যাই হোক, জীবনের বাস্তব চাহিদাগুলি ত অবহেলা করতে পার না তোমরা। যদি গাড়ি চালাতে না যায় ও, বাঁচবে কী খেয়ে?

স্যামসন : আমাদের কিছু জমানো টাকা আছে।

প্রোফেসর : [চোখ চকচক করে ওঠে] তোমাদেরও আছে সঞ্চয়?

স্যামসন : [তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে] মানে এই সামান্য আর কি। কতই আর হবে, অতি সামান্য, জানেন? দুজনের জন্যই যৎসামান্য জমাতে হয়েছে।

প্রোফেসর : কত টাকা জমিয়েছ তোমরা?

স্যামসন : না তেমন কিছুই না প্রোফেসর, এই মাত্র...

প্রোফেসর : সত্যি কথাটা আমাকে জানতেই হবে। [স্যামসন, গাঁইগুঁই করতে করতে শেষ পর্যন্ত হার মানে। প্রোফেসরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তার ঢোলা ট্রাউজার্সের গর্ত থেকে একটা থলি বার করে চট করে তার থেকে একটা নোট বার করে সেটা লুকোয়, বাকিটা টেবলের ওপর রাখে]

আর কি? সরকারি আই. ও. ইউ. কোথায়? ঐ যে, যে কাগজ দেখালে পরে টাকা পাওয়া যায়?

স্যামসন : আমি সে জিনিস কোথায় পাব স্যার?

প্রোফেসর : [থলির মুখ খুলে ভেতরে কী আছে দ্যাখে] তোমাদের আসলে একটা সিণ্ডিকেট তৈরি করা উচিত।

স্যামসন : ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার।

প্রোফেসর : কখনও কিছু বোঝনা তুমি। সেই হতচ্ছাড়াটা কোথায়? যাও খুঁজে নিয়ে এসো তাকে।

[স্যামসন যায়। সে পিছু ফিরতেই প্রফেসর তার থলি থেকে একটা

মুদ্রা বের করে নিতে যায়, কিন্তু স্যামসন ঠিক তখনই ফিরে তাকায়। নিরুপায় প্রোফেসর একটু দ্বিধা করে মুদ্রাটি নেয়, তারপর শান্তভাবে কৈফিয়ৎ দেয়] প্রাথমিক ব্যয় বহনের জন্য, বুঝলে ত?

স্যামসন : [কোণার দিকে মাথা গলিয়ে]—এই ওঠ প্রোফেসর তোকে তলব করেছে।

সালুবি : [লাফিয়ে উঠে প্রোফেসরের দিকে গিয়ে] স্যার ওটা তৈরি হয়ে গেছে স্যার?

প্রোফেসর : [একটা মুদ্রা ওর হাতে দিয়ে] যাও, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনো গিয়ে। মুড়মুড়ে হওয়া চাই, বুঝেছ ত? আর কিছু চীনাবাদাম বেশ শুষ্ক, মুড়মুড়ে, ন্যাতানো নয়। যাও শীঘ্র যাও।

সালুবি : লাইসেন্‌স্ এর ব্যাপারটা ঠিক আছে ত স্যার।

প্রোফেসর : যাও বলছি তাড়াতাড়ি।

[সালুবি দৌড়ে বেরিয়ে যায়]

স্যামসন : প্রোফেসর, আপনাকে বহুত মান্যি করি জানেন ত, তবু অপরাধ নেবেন না, বলছি কি পয়লা দফার খরচার ব্যাপারটা ত ঠিক বুঝলাম না।

প্রোফেসর : আরে ওর হাত থেকে আমাদের নিস্তার পেতে হবে, আর যদি চাও ও আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করুক তাহলে আনো ওকে।

স্যামসন : কিন্তু প্রোফেসর ওতো আগে থেকেই বাইরে ছিল।

প্রোফেসর : তাই তো ওকে ভেতরে ডাকা জরুরি ছিল। [স্যামসন মাথা চুলকায়, বুঝতে চেষ্টা ক'রে হাল ছেড়ে দ্যায়] বলো দেখি এবার তোমার সম্বল কত। একটা গাড়ি চালাবার পরোয়ানা আর সামান্য কিছু সঞ্চয় এই ত? এখন ঐ যে বস্তুটি এখুনি ছুটে বাইরে গেল সে তার লাইসেন্‌সের জন্য মোটা টাকা দেবে। আমার মতে সেটা হওয়া উচিত তার প্রথম মাইনের অর্ধভাগ এবং তা এক মাসিক কিস্তিতে দেয়।

স্যামসন : কিন্তু আমরা ত ওটা বিক্রি করছি না।

প্রোফেসর : আমি তোমার জন্য আই. ও. ইউ. বানিয়ে দেব [কাগজের জড়ো করা একটা বাণ্ডিলে হাত বোলালো] দেখছ এটা? মৃত্যুরও সাধ্য নেই এমন এক গোছা আই. ও. ইউ.-র মালিক বলে দাবী করে।

স্যামসন : কিন্তু আমরা ত রাস্তা বলে দিচ্ছি না।

প্রোফেসর : আমার প্রস্তাব আমরা একটা সিণ্ডিকেট গঠন করি, আমাদের পুঁজির হিসাব নিই তারপর একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা যাক। বেশ ত তোমাদের প্রতি আনুকূল্য হিসাবে না হয় তোমাদের সমান অংশীদার করে নেব আমার সাথে। আমার থাকবে অর্ধেক অংশ, আর বাকিটা

তোমাদের দুজনের মধ্যে সমবণ্টন করে দেব। তাহলে বেশ যাকে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি বলা হয়, তাই হবে।

স্যামসন : মাপ করবেন প্রোফেসর। ঐ যে সম্বল না অ্যাসেট কী বলে, তা আপনার নিজের সেরকম কিছু আছে কি?

প্রোফেসর : [কাগজের গোছায় হাত বোলাতে বোলাতে] প্রচুর আছে আমার। আমার শব্দের স্তম্ভে তোমাদের আশ্রয় জুটে যেতে পারে।

স্যামসন : [বিস্ফারিত চোখে] মানে ঐ ওটার মধ্যে টাকাকড়ি লুকানো আছে নাকি? এদিকে সকলে মনে করেছে এতকাল আপনার নাকি ট্যাঁকে কানাকড়িও নেই!

প্রোফেসর : টাকা? কিসের টাকা?

স্যামসন : [কাগজের বাণ্ডিলের এদিকে উঁকি দেবার চেষ্টা করে] আপনি নিজেই হয়তো কোটিপতি, আর লোকে কিছুই জানত না এতকাল।

প্রোফেসর : [লাঠি উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে] শামুকের মতো পিছল কুটিল চোখ দুটো সজীবতার এই সাক্ষ্য থেকে সরিয়ে দাও, নইলে তা উপড়ে নেব বলছি। ভেবেছ আমি ঐ টাঁকশালের টাকার সঙ্গে বিনিময়কর্মে কলুষিত করব এই চিরন্তন কড়িধন? দুঃসাহস এত তোমার কোথা থেকে আসে? সত্য বটে এখনও আমি মহাশব্দকে খুঁজে পাইনি, কিন্তু আমাকে প্রলুব্ধ করলে তোমার মাথায় সেই শব্দের নিহিত কঠিন সত্যকে উন্মুক্ত করে দেব বলছি!

স্যামসন : [গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে, তবে ঘাবড়ায় না] দেখুন আপনি লোককে ধাঁধায় ফেলেন। আমি ভাবলাম আপনার সব পুঁজি বুঝি ঐ ওর মধ্যেই আছে।

প্রোফেসর : তাই তো আছে রে মূর্খ! এই গোলাঘরেই আছে ধন্দজাগানো শাঁস সেই মহাশব্দ, সেই পরম চাবিকাঠি, আমার পুনর্বাসনের মুহূর্ত। কোন্ আবর্জনাকুণ্ড থেকে এই জিনিসটা টেনে তুলে এনে এখানে এক বিশ্বস্ত নবান্নোত্তর সংগ্রাহকের ফসলের পাশে ন্যস্ত করেছ তুমি? দূর করো এ আবর্জনা!

[নিজের লাঠিটা দিয়ে টাকার থলিটা টেবল থেকে ঠেলে ফেলে দেয়, থলি থেকে টাকাকড়ি বেরিয়ে গড়াতে গড়াতে মেঝের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে]

স্যামসন : [ওগুলোর পেছনে দৌড়তে দৌড়তে এবং কড়োবার চেষ্টা করতে করতে] প্রোফেসর, আপনি বড্ড গোলমেলে মানুষ। আপনাকে বোঝা আমার সাধ্যি নয়। হ্যাঁ যদি আই. ও. ইউ.-র, কথা বলেন, বিশেষ করে সরকারী আই. ও. ইউ.-এর কথা বলেন তবে সে আলাদা ব্যাপার। শুধু একটা কথা, আইন আদালত সেগুলো মানবে?

অনেক কটার ওপর কালি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মানে, স্যার আপনি নিজেই ভালো করে দেখুন।

প্রোফেসর : আমি যখন কোনো সিণ্ডিকেট গঠনের কথা বলি তখন সেটা আমার নিজের শর্ত অনুযায়ী বলি।

[স্যামসন একটু দ্বিধা করে তারপর টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়]

স্যামসন : মাপ যদি করেন ত একটা কথা বলি স্যার, আচ্ছা প্রোফেসর কি আরশোলা। গরীবের কথা মাপ করবেন।

প্রোফেসর : কী বলতে চাও তুমি?

স্যামসন : মানে, বলছি কি, প্রোফেসর কি আরশোলা? না কি উই পোকা? না হলে ঐ ধরনের সম্বলে তার পেট ভরবে কী করে?

[প্রোফেসর আবার ওর কাগজপত্রে নিবিষ্টচিত্ত হয়। কোথাও একটা বাক্যাংশের তলায় দাগ দেয়, কোথাও একটা শব্দকে বৃত্তাবদ্ধ করে। স্যামসন মাথা নেড়ে তার বাকি পয়সা মাটি থেকে খুঁজতে যায়।]

কতনু : [পায়ের কাছে গড়িয়ে আসা একটা মুদ্রা তুলে নিয়ে] এই যে এখানে একটা রে স্যামসন।

স্যামসন : [সেটা নিতে ছুটে যায়] আঃ, সুক্রিয়া, থান্‌চু। [কতন দোকানে ফিরে যায়] দাঁড়া। জুতো দুটো খুলি।

কতনু : কেন।

স্যামসন : আরে ড্রাইভারের পায়ের তলার চামড়া খুব সজাগ হয়, বুঝলি। পশ্চাদ্দেশের চামড়া অতটা হয় না, হ্যাঁ! সে ত শক্ত কাঠ রে। একেবারে হেভি ডিউটি টায়ারের মতো! কিন্তু পায়ের তলা, না সে ও রকম নয়। আরে ড্রাইভারকে ত তেমন হাঁটতে হয়না, তাছাড়া তাকে ত ঐ পা দিয়েই পেডালের চাপ মাপতে হয় সবসময়। আমার পায়ের তলার চামড়া এত মোটা বুঝলি, যে অ্যাকসিলারেটরে আমার চাপটা হয় বেশি না হয় কম হত, কাজেই ইঞ্জিনটা হয় গর্জে উঠত, নয়ত মিনমিন করত। তারপর আর কি—ফাই! ফাই! ভাবিস বিনা পয়সায় পেট্রোল পাই অ্যাঁ? পা সরা অ্যাকসিলরেটেরের থেকে! আস্তে আস্তে। আরে বলছি ত আস্তে আস্তে চাপ দে! ভেবেছিস এটা ফুটবল খেলা অ্যাঁ? ফাই! ফাই। ফাই! আরে তুই ব্রেক কষছিস গি-আম। বুর্বক, এ যেন সেন্টার ব্যাকে পাস করার চেষ্টা! আরে বলছি ত, ধীরে ধীরে চাপ দে। ফাই। ফাই! ফাই। বেটাকে নিয়ে সময়টাই বিলকুল নষ্ট। যতবার লরি স্টার্ট দিয়েছি, রেলগাড়ির মতো হয়েছে—গ্‌বাগা—গ্‌বাগা।* যেন হিক্কা তুলছে মাইরি! আর না হলে স্পুটনিকের মতো সাই সাই করেছে—ফি ই

* মালগাড়ির আওয়াজ

—ই— ওম্।* এটা করলেই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হত—ফাই। ফাই। ফাই। ফাই। তুই কি হাঁটতে চাস, না উড়তে চাস অ্যাঁ? আহ্ মাঝে মাঝে মনে হত কেন আমি কানে কালা হয়ে যাইনা।

[কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়, মনে করতে চেষ্টা করে তার হাতে কতনুর চটিটা কেন।] আরে এটা আবার কোথায় গেলাম?.... ও হ্যাঁ, তুই ত মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটিস। পায়ের তলায় পয়সা ঠেকলে জানাস কিন্তু। আমি ত জানি আমার পায়ের তলায় পড়লে টেরও পাব না।

[কতনু তার কাজে ফিরে যায়। স্যামসন খুঁজতে থাকে। সালুবি কাগজে মোড়া গুগুরুও নিয়ে ঢোকে। তারপর অভ্যস্তভাবে প্রত্যাশা ভরে দুহাতের অঞ্জলি করে সামনে ধরে]

প্রোফেসর : [পার্সেলটা হাতে নিয়ে] ভালো জিনিস ত। নরম? এবং কুড়মুড়ে?

সালুবি : সব্‌সে আচ্ছা চীজ স্যার। আমি ওটা ঐ ঠিক ম্যামির কাছ থেকে কিনেছি।

প্রোফেসর : [মোড়কের কাগজটা পরখ করতে করতে] ঐ টাপার** মহিলা প্রতিভা বিশেষ! ও আমাকে কখনও নিরাশ করে না। [মোড়কের ভেতরে কী আছে না দেখে সবটা সালুবির হাতে উপর করে দেয়, সালুবি কৃতজ্ঞতার ভঙ্গী করে ঠগদের মধ্যে ফিরে এসে তাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। প্রোফেসর মোড়কের কাগজটা হাত দিয়ে টানটান করে সমান করে সেটা পড়তে আরম্ভ করে। হাত-লেন্‌সটা নেয়, নোট করে, জায়গায় জায়গায় দাগ দেয়] অর্থশাস্ত্র। কঞ্জুস বলা যায়। তবে এখানে কাবালধর্মী চিহ্ন রয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু অর্থভেদ করার উপায় ত কিছুই নেই। সেই চাবিকাঠি পেলেই ত মহাশব্দের কাছে পৌঁছানো যাবে। ...আশ্চর্য ...পরমাশ্চর্য এতগুলো প্রতীকচিহ্নের বন্যা বয়ে এল এত দেরিতে মহিলাটি কিছু জানে শোনে মনে হচ্ছে... নাকি ও একদম অজ্ঞ মাধ্যম? ও ভগবান, ওগো ঈশ্বর, অজানা দায়িত্বের ভারের গোপন জ্ঞানের এ কী অসীমতা.... প্রভু.... আমাদেরই এই কালে মহাশব্দটি উচ্চারণে ব্যক্ত করো, উচ্চারণ করো সেই শব্দ, [হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে] কিন্তু এই সব চিহ্নের অর্থ কী? এতো কোনো মানুষের হাতের আঁকা চিহ্ন নয়। কোনো নারকীয় শক্তির মধ্যে এদের অর্থ নিহিত।

স্যামসন : [কাছে এসে প্রোফেসরের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে] প্রোফেসর ওগুলোকে 'পুল' বলে।

প্রোফেসর : মানে!

---

* ইঞ্জিনের ক্রুদ্ধ আওয়াজ।

**টাপার নু উত্তর নাইজেরিয়া অঞ্চল।

স্যামসন : ফুটবলের পুল স্যার। পুল! আপনি কখনও ফুটবলের পুল খেলেন নি না?

প্রোফেসর : খেলাধূলার জন্য আমার অবকাশ কোথা?

স্যামসন : না, না, সে খেলার কথা বলছি না। আরে এটা লেগে গেলে বিনা মেহ্‌নতে আপনার ছপ্পড় ফুঁড়ে পড়বে স্যার।

প্রোফেসর : [নতুন আগ্রহে তাকে খুঁটিয়ে দেখে] তুমি একটি অদ্ভুত জীব বটে বন্ধু। পড়তে পার না, লিখতেও পার না বোধ হয়, কিন্তু মহা পরিকল্পনার নিগূঢ় অর্থ বার করতে পারো যা আমারও সাধ্যাতীত। সারাজীবন ধরে যে মহাশব্দর ধাঁধাঁর উত্তর খুঁজছি তাকেও হার মানাও? কী, দাবি করবে নিজের এই ক্ষমতা, নাকি লজ্জা হবে?

স্যামসন : [ক্লান্ত ভাবে]—প্রোফেসর, আমি কিছুই দাবি করছি না। আচ্ছা দেখুন। কেউ এই কুপনটা ভর্তি করে ফেলে দিয়েছে। দেখেছেন ত? এই যে সব খাপ ভর্তি করা.... দেখে ত তাই মনে হচ্ছে। এখানে এই যে একটা ক্রস, ঐ যাকে ট্যাক্স কালেক্টর বলবে — মিঃ স্যামসন তার চিহ্ন। তার এই যে দেখুন '০' মার্কা এখানে সেখানে দেওয়া রয়েছে। এই ভাবেই ত ফুটবল কুপন ভর্তি করা হয়।

প্রোফেসর : তাই বুঝি?

স্যামসন : হ্যাঁ, তাই ত। আচ্ছা এবার দেখুন ঐ যে এখানে নিজের নাম লিখতে হয়। আমার জন্য লিখে দিন্‌না! শুধু স্যামসন লিখে দিন।

প্রোফেসর : সত্যিই সাহসী তুমি। এইখানে নিজের নাম দিতে ভয় নেই তোমার?

স্যামসন : প্লীজ স্যার, শুধু নামটা আমার লিখে দিন এখানে। আচ্ছা আমি বানান করে দিচ্ছি আপনার সা - মু - স - ন [প্রোফেসর কাঁধ ঝাঁকিয়ে তারপর লিখে দেয়] ঠিকানা লিখেছেন?

প্রোফেসর : তোমার আবার ঠিকানাও আছে নাকি?

স্যামসন : পুলিশরা অবিশ্যি সবসময় লিখত ঠিকানা অনির্দিষ্ট। আপনিও তাই করতে পারেন। না, না লিখুন..... স্যামসন। কতনুর আপ্রেন্টিস্ ড্রাইভার এল. ই. ২৫৩৯,— বিপদ নাহি, বিলম্ব নাহি —ওটা সবাই বোঝে, 'না না, ভুলে গেছিলাম, কে একজন যেন এখন 'বিপদ নাহি' চালাচ্ছে। কাজেই বরং লিখুন, উম্ ...ভেবে দেখি [প্রোফেসর কলমটা ফেলে দিয়ে ফর্মটা পাশে ঠেলে রাখে, স্যামসন নজর করে না] হ্যাঁ ঠিক আছে, লিখুন কেয়ার অফ অ্যাকসিডেন্ট সাপ্লাই স্টোর্স, প্রোফেসরস বার। এ দুনিয়ায় কিছুই বলা যায় না স্যার। আমি এটা ডাকে পাঠিয়ে দেব। যাই হোক। এটাও একটা সম্বল, ঐ যাকে আপনি বলেন 'অ্যাসেট'। আমার এক বন্ধু, ও ছিল আর্দালি — এরকম একটা পাঠিয়েছিল। এখন সে আপাপা* পাড়ার অদ্দেক বাড়ির মালিক।

*লাগোসের বন্দর অঞ্চল

ওকে নাকি সেনেটর করা হয়েছে। কাজেই দেখছেন ত, কিছুই বলা যায় না। কিছু যদি জিতি বাজিতে, একটা নতুন লরি করব, আর কতনুকে তার ড্রাইভার করব। মনে রাখবেন আমি কিন্তু ঐ তের হাজার বা সেরকম কিছু চাইছিনা, দশ হাজারেই আমার চলে যাবে। এমন কি পাঁচ হাজারও এমন কিছু ছেলের হাত মোয়া নয়.....। ভাবুন একবার, খবরের কাগজে দেখবেন 'চ্যাম্পিয়ান আগ্‌বেরো** স্যামসন পাঁচ হাজার পাউণ্ড জিতিলেন।'

কতনু : মনে হচ্ছে পায়ের তলায় একটা পেনী রয়েছে আমার।

স্যামসন : [দৌড়ে গিয়ে] বলিনি? আমি হলে ঐ পেনীটা আমার পায়ের তলার চাপে গোর যেত, টেরও পেতামনা [ওটা তুলে নিয়ে] একটা পেনী, বটে তুই জানিস। কিন্তু বলছি কি, ওটা ত একটা শিলিংও হতে পারত, কিন্তু ওর পা-ই ওকে বুঝিয়ে দিল ওটা পেনী। এই ত এক ঠিকমত চাপ দেবার পা।

কতনু : তোর কি মনে হয় মুরানোর কিছু একটা হয়েছে?

প্রোফেসর : কী হতে পারে মুরানোর? ছায়ার উপত্যকায় একটি ছায়াসম যে। এতই দেমাক দেখি তোমাদের যে তার জন্য আবার গরজ দেখাও?

[কিছুক্ষণ চুপচাপ। স্যামসন প্রোফেসরের দিকে ভয়ে ভয়ে যায়]

স্যামসন : প্রোফেসর।

প্রোফেসর : উ হুম?

স্যামসন : একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? মানে একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কি?

প্রোফেসর : নয় কেন? স্বয়ং ভগবানও সপ্তাহে একদিন প্রশ্নের জবাব দেন।

স্যামসন : ধন্যবাদ স্যার। মানে, এটা একটা এই একটু জানতে ইচ্ছা করে বলেই বলা আর কি। রাগ করবেন না কিন্তু স্যার, আমি সত্যিই ব্যাপারটা জানতে চাই। মানে... সত্যিই কি... মানে যা জানতে চাই তা হল...

প্রোফেসর : জানতে চাও লোকেরা যে বলে আমি উন্মাদ সেটা ঠিক বলে কিনা, এই ত?

স্যামসন : না, না, স্যার, মোটেই নয়, সত্যি। আমি জানতে চাইছিলাম... মানে .... আপনি চার্চে ইংরেজিতে পাঠ দিতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে আপনার পড়া শুনতাম। বলতে বাধা নেই যে আপনিই আমাদের অনেককে প্রাইভেট ক্লাসে ভর্তি হতে ঐ কি বলে, 'প্রেরণা' দিয়েছেন। আমি ঐ দেয়ালটাতে বসেছিলাম কতনুও—যেদিন ওটা ভেঙে পড়ল। আমার ধাঁধা লাগে কিসে জানেন—মানে দেখ আমি সহ্য করতে পারি না যখন—আমি তাদের নাম করব না—যখন কেউ এ নিয়ে সব নোংরা নোংরা কথা বলতে শুরু করে... মানে, আচ্ছা আপনার নিজের

** জুয়াড়ে

আয়ের কোনো প্রাইভেট ব্যবস্থা ছিল? মানে আমি বলছি কি—মানে হয়েছে কি ... জানেনই ত ... ঐ যে ওরা বলে মানে ঐ চার্চের ফাণ্ডের ব্যাপারটা আর কি?

প্রোফেসর : পাপ ও বেতন, বেতন ও পাপ [থামে। ঘুরে চার্চের দিকে মুখ করে] যদি বন্ধ জানালার ভিতর দিয়েও যদি দেখতেও পাও ত নজরে পড়বে বক্তৃতাবেদীর ওপর ব্রোঞ্জের আধারে রাখা মহাশব্দ। ব্রোঞ্জের ঈগলটার ডানার পিছনে গিয়ে আমি প্রায়ই দাঁড়াতাম। ঈগলের প্রসারিত দুই ডানার মাঝখানে স্থিত ছিল মহাশব্দ—ও, একী অধর্মাচরণ, ছিটেফোঁটাও তার জানতে পারিনি কিছু। ও হে, তখন আমি জানালার অন্য দিকে গিয়ে দাঁড়াতাম—ওটা তখন সর্বদা খোলা থাকত — এখনকার মতো ভয়ে অর্গলবদ্ধ করে রাখা হতনা — [স্যামসন চোখ পিটপিট করে, রগড়ায়] ঐ জানালার ভিতর দিয়ে আমার দৃষ্টি সোজা এখানে এসে পৌঁছত। আমাদের যৌবনে, বলি তাহলে তোমাকে, যৌবনে আমরা বাইরে বেরিয়ে এইসব দুষ্ট ক্ষতের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ করতাম। প্রতিটি তাড়িখানায় গিয়ে ভেঙেচুরে আগুন লাগিয়ে দিতাম। মানুষের মস্তিষ্কবিষাক্তকারীদের বিতাড়িত করতাম সবেগে।

স্যামসন : [সোৎসাহে]—আর ওরা পালটা লড়ত না? এখন এখানে একবার কৌশিশ করে দেখুন না স্যার, দেখবেন আপনার কী হয়।

প্রোফেসর : ও, মহাশব্দর ছিল অগ্নিময়তা, আমরা কর্ণকুহরপথে তাদের দগ্ধ করতাম। তফাৎ এই সে শব্দ তোমাদের দৃষ্টিগোচর নয়, না না না, সেরকম শব্দ নয়। ফলে একটা বাসা ধসে পড়লে সেখানে দশটা গজাত, এমনি সাহস বাড়ল তাদের যে যেখানে সেখানে বাসা গজাল আর তাদের কোলাহলে অর্গ্যান পাইপের সংগীত গেল ডুবে। প্রতি সন্ধ্যায় এই একটি ব্যাপার, শেষে একদিন আমার মনে হল—মনে হল জানালার ওপারে সত্যিই কী আছে তা আমি কখনও বুঝিনি। তারপর একরাতে, দেয়ালটা ধসে গেল, শিশুদের কলহাস্য শুনলাম, মাংসপেশীর আর ধূলার আর্তনাদ তুলে দেয়ালটি পড়ল সশব্দে। আর আমি মহাশব্দকে সন্ত, সজ্জিত জানালার রঙিন আলোতে রেখে এলাম..... [বিনত হয়ে] লক্ষ করবে তোমরা, কিছু কিছু বদল ঘটিয়াছি আমি। দেয়ালটা চেঁছে ফেলা হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো লাগানো হয়েছে একটা। লাল নিওন। মনে হয় চার্চের তহবিল আমি সত্যিই অনেকটা হালকা করে এনেছি.... কিন্তু সেসব আমার তেমন মনে নেই। তুমি কি শুনেছ কিছু?

স্যামসন : না।

প্রোফেসর : তোমার বন্ধুর মতো আমিও চেয়েছিলাম অবসর নিয়ে ব্যাবসা শুরু

করব। পেনসনেই আমার চলে যেত, কিন্তু অধর্মাচরণ করেছি অভিযোগে আমাকে পেনসন দেওয়া হল না। কত হত স্মরণ হয় না, সমস্ত খুঁটিনাটি কি মনে থাকে? জান কি এটাই একমাত্র বিশ্রামাগার যেখান থেকে বেদী দেখা যায়? কিন্তু তবু চার্চের তহবিলের ব্যাপারটা প্রায়ই আমার চিন্তাকে গুলিয়ে দেয়।

স্যামসন : নিশ্চয় এ ব্যাপারে আপনার বিবেক বেশ সাফসুফ পরিষ্কার। নইলে ত আপনি এখান থেকে পালিয়ে যেতেন।

প্রোফেসর : [ঠাণ্ডাভাবে] পালিয়ে যাব! কিন্তু ঈগলের কাছে যে আমাকে থাকতেই হবে, ওটার পিতলমূর্তির পিঠেই যে মহাশব্দের প্রথম মায়া রয়েছে! যাই হোক ওরা আমাকে ঈশ্বরী প্রসন্নতা থেকে বঞ্চিত করেছে। আর সব কটি জানালার মধ্যে কেবল এটিকেই ওরা বন্ধ রাখে। [প্রত্যয়ের সঙ্গে] বুঝতেই পারছ ওরা জানে আমি সর্বদা বাইরে থেকে নজর রাখছি, প্রখর নজর আমার, অপেক্ষা করছি ওদের অসতর্ক মুহূর্তের জন্য, বসে আছি অপেক্ষায়, তাই ত ওরা মহাশব্দের ওপর রেখেছে কড়া পাহারা।

স্যামসন : [সে দিকে তাকিয়ে]—কিন্তু প্রোফেসর, সব জানালাই ত খোলা এমনকি চার্চের টাওয়ারের ওপরের গুলোও।

প্রোফেসর : [তর্জনী বাগিয়ে সাবধান করতে করতে] সাবধান। ওরা মানুষের চোখের ওপর আশ্চর্য জাদু প্রয়োগ করতে পারে।

স্যামসন : না, না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জানালা একেবারে হাঁ করে খোলা। সকালে আমি ত এখানে ছিলাম, যখন অর্গান বাজিয়ে ক্রমে প্র্যাকটিস্ করার জন্য ওটা খুলে দিল।

প্রোফেসর : তুমি কি পয়সার বিনিময়ে আত্মাকে বিক্রি করেছ? ধর্মগুরুর মতো মিথ্যা বলো যে তুমি।

স্যামসন : কিন্তু আমি ত সত্যি কথা বলছি প্রোফেসর।

প্রোফেসর : সত্য? সত্য? বন্ধু, সত্য হল মদের ফেনা থেকে উঠে আসা গাঁজলা!

স্যামসন : ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি যা মনে করেন আপনার কাছে তাই ঠিক থাক। [জানলার দিকে তাকিয়েই থাকে]

প্রোফেসর : কিছু শুনতে পেলে আমাকে জানিও.... মানে ঐ চার্চের তহবিল বিষয়ে।

স্যামসন : স্যার আমি আপনার জায়গায় থাকলে ও ব্যাপারটা ভুলে মেরে দিতাম। এতদিনে ওরা এ ব্যাপারে যা করবার করে নিত।

প্রোফেসর : ঘণ্টাঘরে ধুলো থিতু হয় না কখনও। ধুলা যেখানে সদা অপেক্ষমান পরবর্তী ঘণ্টাধ্বনির তরে। এসো.... কাছে এসো.... [স্যামসন স্পষ্ট অনিচ্ছাসহ এগোয়, প্রোফেসর তার মাথাটা ঝট করে ঠেলে মুখের কাছে নিয়ে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে] বাদুড়ের মতো হও, কানদুটোকে সভাগৃহের

দরজায় আটকে রেখো। আস্তানার হদিস হারালে কিন্তু সবই হারাবে হায়! আমাকে নজর রাখতেই হবে, দেখতে হবে কী করে ওরা, দেখতেই হবে পূজাবেদী ও প্রচারবেদীতে কী হয়। তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ রাখো...দেখো যেন আমার অনুমতি বিনা কোনো রকম বদল সাধিত না হয়।

স্যামসন : [ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে] হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।

প্রোফেসর : দুধারে আসনের মাঝে গলি থেকে সোজা সমুখ পর্যন্ত করবে। ওদের জোব্বা যেন তোমার বাধা সৃষ্টি না করে। ঈগল আমার পক্ষে। সংগ্রাম করব আমরা, কিন্তু প্রথমে মহাশব্দকে খুঁজে পাওয়া চাই।

স্যামসন : হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয় অবশ্য।

প্রোফেসর : কারণ দিন আসবেই। অবশ্যই আসবে। এমনকি প্রায়শ্চিত্তও নিষ্ফলা হয় মহাশব্দর কাছে।

[হন্যে হয়ে চাপ দিয়ে স্যামসন নিজেকে মুক্ত করে, আপ-স্টেজে পালিয়ে যায়, কিন্তু তখনই টেল বোর্ডটা প্রচণ্ড শব্দ করে পড়ে। শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে আলোর বদল হয়, শুধু দোকানটা আলোকিত থাকে। এরপর ভীষণ শব্দ করে পড়ে মুখোশটা। মুহূর্ত পরে ভাঙাচোরা পার্টস আর কাপড়ের পাহাড়ের পিছন থেকে কতন বেরিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ মুখোশের পূজারীরা এসে মঞ্চে ভিড় করে মুখোশবাহকের খোঁজে। কতনু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু স্যামসন চটপট বোর্ডটা তুলে ধরে আর মুখোশটাকে তার নিচে ঠেলে দেয়। এটা হল ড্রাইভারদের উৎসব—হাতে তাদের চাবুক আর আঁশওয়ালা কাঠের লাঠি। দুজন একটা খুঁটি-বাঁধা কুকুর নিয়ে গাঁইতি ঘোরাতে ঘোরাতে ঢোকে। তারপর সকলে মিলে লীডার/কোরাস ভাগ করে গান গায় আর পরস্পরকে চাবকাতে থাকে, শেষে ঐ ভাবেই মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়]

স্যামসন : [ওরা বেরিয়ে যেতেই] এই একে বোর্ডে তুলতে আমার সঙ্গে একটু হাত লাগা।

কতনু : দেখলি ত। কিছুই ওকে বাঁচাতে পারত না।

স্যামসন : রাখ ওসব কথা। আয়, আয়।

কতনু : তোর দোষ এটা। তুই ত বললি আমাদের আসা উচিত।

স্যামসন : আরে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। আয় ওরা ফেরার আগেই একে লুকাই।

কতনু : এ তো আমার দোষ নয় বাপু। ওকে বাঁচাত কিসে?

স্যামসন : বেহেস্তের দোহাই, আয় একে উপরে তুলি, হাত লাগা আমার সঙ্গে।

কতনু : দেখ তুই জানিস এ ব্যাপার আমার নার্ভ খুব সজাগ। কিন্তু যেভাবে ও দৌড়ে গেল.....

স্যামসন : ওরা এ পথেই আবার ফিরবে কিন্তু।

কতনু : কিন্তু পালাল কিসের ভয়ে? মনে হচ্ছিল মরবে বলে একদম ঠিক করে ফেলেছে। রাস্তায় চাকার তলায় পড়বার কুকুরগুলোর মতো।

স্যামসন : দেখ কতনু, আমি পুলিশ নই। ঐ লোকগুলোও নয়। ওরা কিন্তু কথা কয় গাঁইতি দিয়ে। গলায় সোজা— হ্যাঁ গাঁইতি।

কতনু : তুই কি এখানে আমাকে ওদের কসাই হতে বলেছিলি? দেখলি ত ওকে, কীভাবে পালাল। বল তো আমাকে, আমার এর মধ্যে থাকার কোনো কথা ছিল?

স্যামসন : [মূর্তিটিকে লরিতে টেনে হিঁচড়ে তুলে, টেপবোর্ডটাকে আবার লাগিয়ে] দে এবার ভেতরে গিয়ে স্টার্ট দে ইঞ্জিনে।

কতনু : ও ইঞ্জিন বোধহয় স্টল করেছে, স্টার্ট হবে না।

স্যামসন : কী আবোল তাবোল বকছিস? পাগল হলি নাকি? এর চেষ্টাও ত করে দেখিস নি?

কতনু : আমার কোনো দোষ নেই।

স্যামসন : ঐ যে ওরা আবার আসছে। কতনু, প্লীজ এই শেষ বার।

কতনু : মুখোশের নিচে দেখি না কী আছে।

স্যামসন : পাগল। দেরি হয়ে গেছে এখন, রাস্তা ভরে ফেলেছে ওরা। তবে দৌড়ো। দৌড়ো অন্তত। আয় আয় চল ছুটি আমরা।

কতনু : কেনই বা ছুটে বেরিয়ে গেল ও? কিন্তু লোকটা আসলে কে?

স্যামসন : ও, অসহ্য, তুই একটা হোপলেস্।

[দ্রুত তারপুলিন টেনে নামায়] অন্তত আমাদের গায়ে হাতে তুলে দিবি না ওদের বুঝলি? ভাব দেখা, যেন আমরাও উৎসব করছি ওদের মতো। বিপদ হলে আমাদের একজনকে মুখোশটার ভেতরে সেঁধিয়ে যেতে হবে। বুঝলি কিন্তু?

[বোবার মতো কতনু মাথা নেড়ে সায় দেয়। মুখোশপন্থীরা আবার ঢোকে, চাবুক-নাচ নাচতে নাচতে, আগু পিছু করতে থাকে তাদের দেবতার খোঁজে। তাদের একজন হঠাৎ লরিটার কাছে গিয়ে ঝট করে তারপুলিনটা তুলে ফেলে। মরীয়া হয়ে স্যামসন হাতের কাছের লোকটার হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে তার পায়ের চামড়া কেটে বসিয়ে দেয় এক ঘা। লোকটা তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয়ে তুমুল লড়াই]

স্যামসন : [গোলমাল ছাপিয়ে] এই কতনু, এই দেরি করিস না, এই। [স্পষ্টত ভীত কতনু ইতস্তত করে] কতনু! মুখোশটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়, ওটাই একমাত্র পথ। [হঠাৎ যেন জেগে উঠে কতনু দৌড়ে লরিতে ওঠে। চাবুক নৃত্য দ্রুততর ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্যামসন থেকে থেকে টেলবোর্ডের

কাছে কোনোরকমে যায়] এই কতনু, জলদি কর। দোহাই তোর, জলদি! জলদি।

[হঠাৎ বিপুল বেগে ক্যানভাসটা নড়তে থাকে, আতঙ্কিত স্যামসন সেদিকে দৌড়ে যায়। ঠিক সেই সময় মুখোশপন্থীদের নাচের মুখ্য দল উন্মত্ত হয়ে ঢোকে, যন্ত্রণার প্রতিমূর্তি যেন। নাচিয়েরা তীব্র চিৎকার করে, গানের শব্দ আর চাবুকের শব্দও আরো হিংস্র শোনায়, তাতে দেবতার ভর হবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়]

কতনু : [পাগলের মতো কাপড় চোপড় ফলাফালা করতে করতে] আরে, ভেতরটা যে একেবারে ভেজা। ওর রক্তে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। [নাচের দল মুখোশীদের ঘিরে পরস্পর পরস্পরকে চাবকাতে থাকে, মাঝখানে কতনুর পাগলামির জন্য যেন জায়গা করে দেয়] ওরে স্যামসন, অন্ধকার হয়ে এল, চোখে কিছু দেখিনা যে। ওর রক্ত আমার চোখে গিয়েও ঢুকেছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, স্যামসন [স্যামসনও উন্মত্ত, বিভ্রান্ত, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে যুঝছে] স্যামসন, তুই কোথায়? আমার চোখ দুটো এঁটে গেছে, বলছি যে! স্যামসন! স্যামসন। স্যামসন!

[ওর ছটফটানি বাড়তে থাকে; শরীরটা ভয়ঙ্কর ভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ধীরে ধীরে ক্লান্ত হতে থাকে, তারপর এক সময় হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে যায়। দৃষ্টির বাইরে নাচিয়েরা পরস্পরকে চাবকাতে থাকে। ধীরে ব্ল্যাক-আউট হয়। মুহূর্তের বিরতি। হঠাৎ আবার সব স্বাভাবিক। পার্টিকুলার জো'র প্রবেশ]

পা. জো : ও এখানে এসেছিল কি?

স্যামসন : [বিরক্তি গোপন না করে, ঘুরে দাঁড়িয়ে]—না, অন্যদিকে গেছে।

পা. জো : ঠিক বলছিস?

স্যামসন : কিসের ঠিক আবার?

পা. জো : এই যে বললি অন্যদিকে গেছে? দিব্যি গেলে বলতে পারি ওকে এদিকেই কিন্তু আসতে দেখেছি।

স্যামসন : এখানে কেউ আসেনি।

পা. জো : কার কথা বলছি, ঠিক বুঝছিস ত? লম্বাই, তবে আবার একটু বেঁটের দিকেও বটে। মুখে জাতের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু মিলিয়ে যাবার মুখে.... আসলে খুব খুঁটিয়ে না দেখলে সে দাগ আছে কি নেই বোঝা যায় না। গায়ের রঙ কিন্তু ফর্সার দিকেই, কিন্তু এখানে বড্ড অন্ধকার বলে ওকে কেলেকুষ্টি মনে হতে পারে তোদের। তখন ওর গায়ে একটা বড়ো আগবাডা ছিল, তবে আমার তাড়া খেয়ে ছুটতে গিয়ে সেটা কোথাও খসিয়ে ফেলেছে হয়তো।

স্যামসন আজ আবার কাকে তাড়া করছ?

পা. জো : [এবার ভালোভাবে ভেতরে এসে] আরে এতো আমার রোজকার

হাঙ্গামা বুঝলি না। হিট অ্যান্ড রান ড্রাইভার, চাপা দিয়েই দৌড় মেরেছে।

কতনু : মরেছে নাকি চাপা পড়েছে যে।

পা. জো : সেটা দেখবার সময় পাইনি।

কতনু : আরে ড্রাইভার ধরতেই এত চাড়। এক্‌সিডেন্টের বডি ফেলে এসেছ।

পা. জো : না না, সে কাজ যাকে সন্দেহ করে ছুটছি সেই সেরে রেখেছে। চাপা দিয়েছে একটা ছাগলকে।

স্যামসন : হো হো হো। সত্যিই তুমি না উদ্ভট কাণ্ডের ডিপো। তাহলে আজ একটা ছাগলের মামলা?

কতনু : একটা ছাগলকে চাপা দেবার জন্য লোকটাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছ?

পা. জো : মানে, বুঝেছ, লোকটা থামল....

স্যামসন : এই যে বললে থামল না, চাপা দিয়েই দৌড় মারল?

পা. জো : না না থামেনি ঠিকই। তার মানে বুঝেছ, থেমেছিল। ছাগলটাকে তুলে নিয়ে আবার ছুটল ওটাকে নিয়ে। ভেবে দ্যাখ ব্যাপারটা। এর পরে ত গোর দেবার দাবি নিয়ে হাজির হবে। [কতনর দিকে তাকিয়ে] এসব ব্যাপার কিছুই জান না, জান কি?

প্রোফেসর : [কাজ থেকে মখ না তলে, অনেকক্ষণ নার্ভাস হয়ে চুপচাপ থাকার পর] কিছুক্ষণের জন্য বসে যাওনা কেন অফিসার? নিশ্চয়ই দৌড়দৌড়ি করে ক্লান্ত হয়েছে বড়ো, আর মুরানো আসবে এখানে এখনই। [চার্চের জানালার দিকে তাকিয়ে] বেশি দেরি না করে ওদের আলো জ্বালানো উচিত।

[একটা ঘড়ি বার করে] অর্গ্যানিস্ট এখন নোংরা জলে মুখ ধুচ্ছে। প্যান্ট আর ধার করা কলার-স্টাড্‌টা ঠিক করে লাগাচ্ছে। আর প্রসাদ প্রার্থীরা তাদের স্বামীদের প্রহারে রত।

পা. জো : কিন্তু অপরাধীকে ধরতে যে আমাকে যেতেই হবে।

প্রোফেসর : পরে হবে, পরে হবে, সে ত আর পালাবে না। বসো, বসো বলছি।

পা. জো : স্যারের দয়ার শরীর সত্যি, বড়ো দয়ালু আপনি। সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু বিশ্রামের দরকার ছিল।

স্যামসন : ভগবান। ভণ্ডামি দেখ। ভাল করেই জানে এখানে কেন আসে। যেভাবেই হোক প্রতিবারই দেখি সে অপরাধী বলে সন্দেহ করা লোকদের তাড়া করে ঠিক এই সময়ে এখানেই আসে।

প্রোফেসর : আহা, সহনশীলতা চাই বন্ধু। সহনশীল হও, সকলেই কিছু কিছু পাবে, বঞ্চিত হবে না কেউ। নিজেদের ব্যর্থ উপায়ে যে সন্ধান তোমরা করো, কেউই বঞ্চিত হবে না তা থেকে।

স্যামসন : অন্যদের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ও.... আচ্ছা, এক মিনিট।

[পার্টিকুলার, ঠিক বসতে গিয়ে মেঝের ফাটলে একটা মুদ্রা দেখতে পায়, সেটাকে তুলে পকেটে পুরতে যায়। স্যামসন দৌড়ে এসে সেটা ছিনিয়ে নেয়] ওটা আমার।

পা. জো : বেশ ত, ঠিক আছে (নির্লিপ্তভাবে)। আমার ভুল হয়েছে, ভুল হতেই পারে। বিশ্বাস করো, অদ্ভুত সব জায়গায় আমার জন্য বরাবর টাকা পয়সা পড়ে থাকতে দেখেছি আমি।

স্যামসন : রাস্তা থেকে খাজনা তোলার আগে আমার আবার রাস্তায় চালু হওয়া অব্দি অপেক্ষা কোরো।

[পার্টিকুলার বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়ি করে বসে অপেক্ষা করে]

প্রোফেসর : অপরাধী দুনিয়ার সংবাদ কীরকম বন্ধু?

পা. জো : দিন দিন লাভজনক হচ্ছে প্রোফেসর।

প্রোফেসর : লাভটা কার, অপরাধীদের নয় নিশ্চয়?

পা. জো : আরে না না। তা হবে কেন তাদের লাভ হওয়া মানেই ত তাদের আরো নষ্ট হওয়া।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ, স্যামসন মাকড়শাটাকে দেখতে গ্যাছে, সে আস্তে আস্তে লাঠি দিয়ে জালটা খোঁচায়]

পা. জো : রাস্তায় তোমার হাত দিতে বহুকাল দেখিনা প্রোফেসর।

প্রোফেসর : ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। বিকর্ষণকে ত কমাতেই হবে। এখন সমস্ত শক্তি প্রয়োগে মহাশব্দের অর্থ উন্মোচন করতে হবে। জালিয়াতি আমার শক্তি শুষে নেয়।

পা. জো : রিটায়ার করবেন যখন জানাবেন স্যার। ওঃ আমাদের মন থেকে ভার নেমে যাবে সেদিন। সাধারণ জালিয়াতি ধরতে আমাদের যে সময় লাগে তার চেয়ে কত বেশি সময় লেগেছে আপনার হাতের কৌশল বুঝে উঠতে। ভুল করলে এত দুঃখ পেতাম।

প্রোফেসর : আমিও তাই পেতাম। তবু সেটা হয়তো মোটের ওপর তেমন খারাপ হত না।

পা. জো : তার মানে কী হল?

প্রোফেসর : কতকাল ভেবেছি বিষয়টা নিয়ে। কত লোক আসে আমার কাছে সহায়তা ভিক্ষা করে। তারা আমার ওপর নির্ভর করে আর আমিও তাদের নিরাশ করতে অনিচ্ছুক। ঐ যে কীটটা ওখানে বসে আছে দেখছ, ও একটা দলিল চায় আমার কাছে। ঐ দুটো যন্ত্রণাকাতর শয়তান আমার রুগী। অন্য লোকদের দুঃখ আমার শক্তিকে শুষে নেয়, আর আজকাল নিজেকে তো সহজে বধির করা যায় না। কিছুকালের হাজত বাস হয়তো আমার উপকারে আসতে পারে।

আমার ছড়িয়ে পড়া শক্তিকণাকে সংহত করে দিতে পারে।

পা. জো : ভুল ভাঙবে কিন্তু প্রোফেসর। জেলখানা কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে কম নির্জন জায়গা।

প্রোফেসর : আমি জোর করে নিজেকে গোলমেলে করে রাখব। তখন ওয়ার্ডেনরা ত আমাকে সলিটেরি কনফাইনমেন্ট দেবেই। নির্জন কারাবাস?

পা. জো : খাবার দাবার কিন্তু জঘন্য।

প্রোফেসর : স্রেফ জল আর রুটিতে চলবে। সেটা কি খুব বেশি কিছু চাহিদা। প্লেন রুটি আর জল?

পা. জো : অ্যাঁ হ্যাঁ... ওটা হয়তো চলতে পারে। ওভাবে নিলে ব্যাপারটা কাজে দিতেও পারে।

প্রোফেসর : আমি জানি তাতে ফল ফলবেই।

পা. জো : [বেশ কিছুক্ষণ হেঁ হে করে] প্রোফেসর আমি মানে... আমি কিন্তু নিজের জন্য কিছু চাইতে ঘেন্নায় মরে যাই, সত্যি, কিন্তু যত যাই হোক, আপনি ত এই দুনিয়ার মানুষ, আপনি নিশ্চয় আমার অবস্থা বুঝবেন আশা করতে পারি। মানে বলছি কি প্রোফেসর, আমি ত খুবই ইয়ে—আপনি নিশ্চয় মানবেন যে আমি খুবই সহযোগিতা করেছি আর কি... খুবই অনুগত...

প্রোফেসর : তোমার হেড অফিসারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কথা দিচ্ছি অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমাকে বন্দী করার কৃতিত্ব অর্জন করতে আমি দেব না।

পা. জো : [বিশেষ নিশ্চিন্ত হয়ে] অনেক ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ। এটা সত্যই একটা অপেক্ষা করে বসে থাকার মতো ব্যাপার।

[স্যামসন মাটিতে থুতু ফেলে, ওর দিকে পেছন ফিরে থাকে]

প্রোফেসর : লোকহিত বন্ধু, চ্যারিটি। [প্রোফেসর—জোকে] সময় হলেই তোমাকে জানাব। অবসর নেবার সময় মানুষকে কোনো একটা জায়গা বেছে নিতেই হয়। নির্জনে বসে ভাবনা, ধ্যানই আমার ভবিষ্যতের অনিষ্ট!

সালুবি : [হঠাৎ লাফিয়ে উঠে]—মুরানো।

প্রোফেসর : বোসো, নির্বোধ। মুরানো শব্দ করে আসেনা। [সে টৌকিও ঢোকে]

সে টৌকিও : আমার কি দেরি হয়ে গেছে?

সালুবি : সে টৌকিও কিড্! সে টৌকিও কিড্।

সে টৌকিও : ওহে, সালুবি—সালুব্রিটি ! স্বাস্থ্য ঝলমল সালুবি। আরে সবাই জড়ো হয়েছে এই পুরোনো জায়গায়। কি রে বিজ্‌নেসের হালচাল কি রকম?

সালুবি : আরে সে টৌকিও শরানুগে, মুচির পো।

সে টৌকিও : হ্যাঁ রে আমি। খাসা আছি রে [হঠাৎ অফিসারকে দেখে থমকে গিয়ে

বেল্ট থেকে একটা কাল্পনিক বন্দুক বার করবার চেষ্টা করে] এ আবার এখানে কী করছে?

স্যামসন : সে টোকিও।

সে টোকিও : ওরা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ফিরে এসে পুরোনো মুখ দেখা বড়ো খুশবাৎ। ওরে পুরানা দোস্ত স্যামসন চ্যাম্পিয়ন ফড়ে। আরে কতনু, ডাকাতে ড্রাইভার, ডাকার থেকে ইয়োলা, কোতন্-কাদিরি থেকে কোল্টাগোরো, এ বন্দর থেকে ও বন্দর পর্যন্ত ছোটা ড্রাইভার—বিপদ নাই দেরি নাই, আজ এখানে, কাল ওখানে, চ্যাম্পিয়ন ডেরাইভার বিজনেসজ কেমন রে বাচ্চু?

স্যামসন : আরে গ্রীজ মাখা চাকা ঘুরছে বরাত জোরে এই আর কি।

সে টোকিও : [তার লোকগুলোর দিকে স্থায়ী ঘৃণার চোখে তাকায়, তারা কোণার দিকে আরো সিঁটিয়ে যায়] দেখছিস এগুলোকে অ্যাঁ? আমাকে যদি কেউ কোপ মেরে হাজার টুকরোও করে ফেলে ত আমার কী হয়েছে বেকুবগুলো বলতেও পারবে না। তুই বল স্যামসন মনে হচ্ছে না এখুনি ওগুলি সে টোকিওর কবরযাত্রার গীত গাইছে? ঐ একটা কাজই পারে বোধহয় ওরা।

স্যামসন : কী হয়েছে রে টোকিও? দেখে মনে হয়েছিল তোরা সংখ্যায় কমের দিকে পড়ে গিয়েছিলি!

একটা ঠগ্ : আমরা ত মারপিট করিনি। রাস্তাই আমাদের বেকুব বানায়। রাস্তায় একটা গাছ পড়েছিল, আমাদের ড্রাইভার সেটা দেখতে পায়নি।

সে টোকিও : হ্যাঁ, ঠিক বাত। আর তোদের কারো একটু মনে হয়নি—দেখি কাপ্তানের কী হল দেখি?

ঠগ : আমরা ত খুঁজলাম। আপনি ত কোথায় স্রেফ ভ্যানিশ করে গেলেন।

সে টোকিও : ও, কোনো কারণ নেই আর একটা জলজ্যান্ত লোক রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়? কোনো নদী বা ব্রীজ কিছুই ছিল না সেখানে, ভেসে গিয়েছিলাম আমি—বলবি কী করে?

ঠগ : কিন্তু সে টোকিও সত্যিই আপনি একেবারে বে-পাত্তা হয়ে যান। সেদিন।

সে টোকিও : আরে আমি ত খুনীদের খুঁজছিলাম রে হতভাগা ভীরুর দল। গাছটা ত আপনি পথে পড়েনি, ওটাকে পথে ফেলা হয়েছিল উপড়ে। আমি ত সামনে বসেছিলাম কাজেই বাঁক ঘুরে গাছটাকে ধাক্কা মারার আগেই আমি গ্যাংটাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

ঠগ : আমাদের কাউকে তাড়া করবার মতো দশা ছিল না।

সে টোকিও : আরে ওদেরও কারো আমাদের রুখে দাঁড়াবার মতো অবস্থা ছিল না। ট্রাকটা ডিগবাজি খেতেই ওরা ভাবল ওরা আমাদের সাবাড় করেছে। অমনি পেছন ফিরে ল্যাজ তুলে সব দিল ছুট। আর তোরা নিজেদের

নিয়েই এমন মশগুল ছিলি যে একবার দেখলিও না কী হল। জঙ্গলে ত আমি টুকরো টুকরো হয়েও যেতে পারতাম, কেউ জানতেও পারত না আমি আছি কি না আছি।

ঠগ: আমরা ত জানতাম না।

সে টৌকিও : ভগবান। নিজেদের কাপ্তানকেও জানতাম না? ভেবেছিলি ঐভাবে আমি গায়েব হয়ে যেতে পারি?

সালুবি : সে টৌকিও কিড।

সে টৌকিও : হ্যাঁ হ্যাঁ আমি। জানিস ত আমি কাঠ ছাড়া কিছু বই না। তোদের ত ভগবানে এটুকুও বিশ্বাস নেই! না হলে কী করে মনে হল যে গাছের ওপর পড়ে থাকা একটু কাঠের গুঁড়ি আমাকে সাবাড় করে দেবে?

পা. জো : [এতক্ষণ নোট নিচ্ছিল] এই অ্যাকসিডেন্টটা রিপোর্ট করা হয়েছে? অন্যগুলো! কারো কিছু ডিক্লেয়ার করার আছে, সঙ্গে আছে কিছু! নিয়ম কানুন ত সব সকলের জানা।

সে টৌকিও : ওটা আমার কাজ না।

পা. জো : তোমার পার্টিকুলার্স সব দাও, বল কী কী হয়েছিল।

সে টৌকিও : ওসব পাট্টিকুলার টাট্টিকুলার চাও ত যাও জঙ্গলে গিয়ে উলটে পড়া ট্রাকের তলায় খোঁজো গিয়ে। আমি ড্রাইভার না।

পা. জো : নো ক্যাজুয়ালটি বলে ধরব?

সে টৌকিও : একটা থাকতে পারে, যদি নাছোড়বান্দার মতো আমাকে প্রশ্ন করে খুঁচিয়ে যাও ত বলি।

পা. জো : [প্রোফেসরের দিকে গিয়ে] স্যার—আপনার সভার সময় থেকে দয়া করে একটুখানি দেবেন... এখনও ত আমাদের পেয়ারের মুরানো এসে পৌঁছায়নি।

প্রোফেসর : কী জন্য অফিসার?

পা. জো : একটা তদন্ত স্যার। রিপোর্টবিহীন দুর্ঘটনা, দুষ্কৃতি ও সহায়তা সন্দেহ, ঘটনার পূর্বাপর।

প্রোফেসর : সাবধান [শান্তভাবে বলে, আবার ঘুরে কাজে মন দেয়]

পা. জো : [স্যালুট করে] অশেষ দয়া স্যার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ভবিষ্যতে করব নিশ্চয়। [নাটকীয়ভাবে কতনুর দিকে হঠাৎ ফিরে জেরা করার ভঙ্গীতে] এই যে ড্রাইভার উৎসবের দিন ছিলে কোথায়। কুকুরভোজী ওগুন* দেবতার ভোজনসভার দিন! কোথায় ছিলে?

কতনু : কোথায় ছিলাম?

পা. জো : হ্যাঁ, ছিলে কোথায়? বলো! গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি যা বলিবে সবই কিন্তু সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি...। বলো

---

*ওগুন লৌহ দেবতা

কোথায় ছিলে সেদিন?

স্যামসন : তুমি নিজে ছিলে কোথায় শুনি?

পা. জো : কুকুর টুকুরে আমার রুচি নেই।

সে টোকিও : টিকটিকি! আরে কখনও ওটাকে আমার বিশ্বাস করা যায় মনে হয়নি।

পা. জো : এখন তদন্ত চলছে। কর্তব্য আগে, দোস্তি পরে। তুমি কি ড্রাইভার — উৎসবে উপস্থিত ছিলে? নিজের গতিবিধির হিসাব দাও।

প্রোফেসর : [না তাকিয়ে] সেটাই কি দৈব ঘটনার দিন ছিল অফিসার?

পা. জো : প্রোফেসর, সেদিন একটি দেবতাকে অপহরণ করা হয়!

প্রোফেসর : অপহরণ?

সে টোকিও : [উঠে দাঁড়িয়ে] আমার শালা সেখানে উপস্থিত ছিল।

পা. জো : সাক্ষাৎ সাক্ষীর কথা বলছি আমি। ওসব শালাটালার গপ্পোগাছা ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে চলবে না।

ঠগদলের গান : যথেষ্ট, আহা যথেষ্ট

প্রত্যক্ষ সাক্ষী যেও...
স্বচক্ষে দেখেছি সেথা আমি
শ্যালকের কথা ফেলনা নয়...
তুমি যে পুলিশ সেও একই কথা
ঘুষ নেওয়া ছাড়া কাজ কী তোমার?

সে টোকিও : এই যে দ্যাখো অফিসার, তুমি আমার গোটা পরিবারকে অপমান করছ না।

পা. জো : ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাকে সাক্ষী মানা গেল। বলো তাহলে
[মাথা নাড়িয়ে অস্ফুটে কি বলে সম্মতি জানায়]

সে টোকিও : আসলে ওটা আমাদের নিজেদের উৎসব ছিল। সেখানে উৎসবে সম্মানিত প্রধান অতিথির কী হয়েছিল তা দিয়ে তোমার দরকার কী? [হর্ষধ্বনি] আমাদের পক্ষের কথা হল সম্মোহিত ওগুন এসেছিলেন আমাদের মধ্যে ঐ আসল....

দল : আমরা দেখেছি, দেখেছি আমরা।

সে টোকিও : স্বচক্ষে দেখেছি। আর হঠাৎই তিনি অদৃশ্য হন। একেবারে হঠাৎ লোপাট! এর বেশি আমাদের বলার কিছু নেই। আর তুমিও এখন তোমার ঐ নোটবই বন্ধ করে হঠাৎ ভ্যানিশ করতে পারো — যাও!
[দীর্ঘ হর্ষধ্বনি]

পা. জো : দ্যাখো, তোমাদের জন্য যা যথেষ্ট, আমার জন্য তা নয়....

কতনু : আমি একটা কথা বলব....

দল : চুপ!

মামলা শেষ।

পুলিশ নিপাত যাক
ওগুন দেব ভাঙ্গুন তাদের মাথা...

কতনু : [প্রোফেসরের কাছে গিয়ে] প্রোফেসর, আমি কখনও তার মুখ দেখিনি [পার্টিকুলার পিছ পিছু নোটবক বাগিয়ে যায়, প্রোফেসর আমল দেয় না] সারারাত গাড়ি চালিয়ে এসেছি। অপেক্ষা করার সাহস ছিল না প্রোফেসর, ঐ লোকগুলির বলির খাঁড়াগুলি আমাদের পিঠ তাক্ করে ছিল.... লরিটা এইখানে মড়াগুলো শুদ্ধ পার্ক করেছিলাম। আপনার আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কী করব কিছু বুঝে পাচ্ছিলাম না আমরা। সকালে দেখি দেহগুলো নেই.....

পা. জো : [দ্রুতবেগে নোট করতে করতে] কী দেহ? কার দেহ?

কতনু : শুধু মুখোশটাই পড়েছিল প্রোফেসর। মড়াগুলো সব লোপাট।

পা. জো : প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মুখোশ! কোথায়, কোথায় সেটা।

[ওদের সংলাপকে ডুবিয়ে দিয়ে দলটা গান গাইতে চেষ্টা করে]

স্যামসন : [প্রাণপণ চীৎকার করে] আরে মুরানোটা গেল কোন্ জাহান্নামে?

পা. জো : আমার আবেদন, একটি তল্লাসী পরোয়ানা দেওয়া হোক। যখনই সুযোগ পাব তখনই তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হবে।

[প্রোফেসর তাকে হাতের ইশারা করে। সে ফিরে সোজা দোকানের ভিতর ঢুকে পড়তে যায়]

স্যামসন : আরে ওটা প্রাইভেট প্রপার্টি। ব্যক্তিগত মালিকানার জিনিস। [ওকে বাধা দিতে চেষ্টা করে]

পা. জো : ...আইনের নামে বলছি।

[হাত বাড়িয়ে দোকান থেকে মুখোশটা তুলে আনতে যায়। সে চৌকিও ওর টুপিটা টেনে নামিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলে আর স্যামসন ঝটপট একটা মিলিটারি ইউনিফর্ম বিকল্প হিসাবে সামনে ধরে, যাতে পুলিশটা ওটা হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে নিতে পারে। মুখোশটা বার করে ওটা এ হাত থেকে ও হাত লোফালুফি করে শেষ পর্যন্ত প্রোফেসরের চেয়ারের নীচে ওটাকে লকানো হয়। ইতিমধ্যে পার্টিকুলার্স জো তার চোখ দুটো মুক্ত করে দুহাতে বিজয়গর্বে ইউনিফর্মটা আঁকড়ে ধরে] সম্ভ্রান্ত সাক্ষ্যর বাস্তবে প্রমাণ— আরে এটা কী।

স্যামসন : [দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে শোকার্ত কণ্ঠে] বেচারা সার্জেন্ট বার্মা।

[ইউনিফর্মটা নিয়ে স্যামসন সেটা পরে]

পা. জো : আরে ওটা সার্জেন্ট বার্মার ইউনিফর্ম। যেখানেই দেখি ওটাকে চিনতে আমার কষ্ট হয় না।

সে টোকিও : আরে বুড়ো সার্জেন্ট বার্মাকে তুমি চিনতে?

পা. জো : চিনতাম মানে? আরে ফ্রন্টে ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমি আর বার্মা বলে আজন্ম বন্ধু আমরা। বলেছিলাম এসে পুলিশে জয়েন করো, তা শুনল না, ঐ হতচ্ছাড়া মোটরের ব্যাবসাতে লেগে গেল।

স্যামসন : বুর্বকরাই কেবল তেলের ট্রাক চালায়। নোংরা জংলী দত্যিদানা সব!

পা. জো : [পূর্ববৎ ভাবপ্রবণ] ও তাদের ভালোবাসত। ওলোবিরি* থেকে লাগোস পোর্ট হারকোর্ট থেকে কানো**। আর, সব সময় বলত, ভগবান যেন তেল কোম্পানিগুলোকে আশীর্বাদ করেন, ওরা নইলে আমার ভেতরের জিনিয়াস টেনে বাইরে আনত কে? আর তেলের ট্রাকগুলোর মানে ঐ ট্যাংকারগুলো আর কি চালাত! যেন যুদ্ধে ট্যাংক চালাচ্ছে। অবশ্য ও নিজেও ছিল প্রকাণ্ড দৈত্যের মত, ওর ঐ ট্রাকটারেরই মতো।

স্যামসন : হ্যাঁ শেষকালে ঐ ট্যাংকারই ওর কাল হল।

পা. জো : আরে ওর শেষমেষ যা হল তাতে দোষের কী আছে শুনি? যে চিতা থেকে ওর আত্মা সগ্গে গেল, তা শাঙ্গো দেবতার যজ্ঞের যুগ্যি। আঃ কী বিরাট মানুষ ছিল রে বার্মা! গুটিসুটি হয়ে ঢুকতে হত ওকে ড্রাইভারের কেবিনে।

স্যামসন : আর গলাটা ছিল যেন রেফারির হুইসিল। [নকল করে দেখাল] এই যে দানব দেখছ এ ত কিছুই না। বার্মার যুদ্ধে আমি এর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো ট্যাংক চালিয়েছি। সাপ্লাই ক্যারাভানের ড্রাইভার ছিলাম আমি। আর একটা স্টিয়ারিং একহাতে বাচ্চা খেলবার মতো করে ঘুরিয়েছি, এটা ত একটা শিশু। দেখবে চেষ্টা করে চালাতে? কী ভাবো অ্যাঁ, ট্যাংকার চালানো বুঝি টম-ডিক-হ্যারির কম্মো? শোনো দোস্ত, আমি আদ্যিকালের পাকা ড্রাইভার, ভেটারেন। বুঝেছ।

পা. জো : প্রতিবারে রিমেমব্রেন্সের দিন, ঐ গীর্জায় আসত এইটা পরে। আমি পরতাম আমার ইউনিফর্ম তার ওপর। আরে যে যুদ্ধটাকে বুঝি না, সে যুদ্ধে লড়া সে ত বেশ সুখের লড়াই। এমন লোককে মারো যে তোমার বউকে ফুসলায়নি, তোমার খাবার জলে বিষ মেশায়নি। ওহ্ সাপেলে থেকে বার্মা... কেবল লড়ালড়ি করার জন্য এতটা দূর যাওয়া!

স্যামসন : [মেডেলগুলো দ্রুত হস্তে পালিশ করে তারপর বুক ফুলিয়ে পরিপূর্ণ মিলিটারি কায়দায় বলে—] ভেবেছ এই মেডেলগুলো মাগ্না পেয়েছি? ওরা আমাকে রাজা জর্জ মেডেলটা দিতে চায় কিন্তু জানই ত কালা

---

*পেট্রোল ডিপো।

**অর্থাৎ দক্ষিণের বন্দর থেকে উত্তরের বড়ো শহর কানোতে।

আদমির ভাগ্যের ব্যাপার? আমার মেজর কিন্তু আমাকে ওটা দেবার জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু ওরা বলে একজন কালা আদমিকে সে সম্মান কী করে দেওয়া যায়? আরেকবার জেনারেল নিজের হাতে টেলিগ্রাম লিখে পাঠান। তিনি বলেন, 'ওকে ভিক্টোরিয়া ক্রসটা দাও। আমি বললাম, কালা আদমি হোক চাই না হোক তাতে কী, ওটা দেওয়া হোক। তা ওরা যখন সেটা আমায় দিল তখন গভর্নর কী করল জান? ফিরতি টেলিগ্রাম করে বলল ওরা যদি আমাকে ঐরকম উঁচুদরের মেডেল দ্যায় তাহলে আমি নাকি দেশে ফিরে লোককে ক্ষ্যাপাব রাজনীতি করার জন্য। হাবা! সাদা চামড়ার দেশে কি ন্যায়বিচার বলে কিছু আছে? নেই।

পা. জো : সার্জেন্ট বার্মা চার বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল, এক বছর কাটাল ফাটকে....

স্যামসন : আমার পেছনে মেরে মেরে এমন করেছে ওরা, যে তা দেখতে হয়েছে ঐ জেপেলিন বেলুনের মতো। পিন ফোটাও তাতে, তবু ফাটবে না।

পা. জো : রিমেম্‌ব্রেন্‌স্‌ ডে'র দিন সব কটা হোমড়া চোমড়া সেখানে হাজির ছিল, আমাদের প্রোফেসর সেখানে তার পাঠ পড়ে শোনালেন ভরাট গলায়, আর বিশপ খুব মনকাড়ানো এক উপদেশবাণী ঝাড়ল, সার্জেন্ট বার্মা উপাসকদের পিছনে দাঁড়িয়ে গাইল পাঁচটা পর্দা, উপাসকরা গাইল কয়ারের পিছনে তিনটে পর্দা, আর কয়ার অর্গানের পিছনে গাইল দুটো পর্দা... পর্দা...

[রিমেম্‌ব্রেন্‌স্‌ প্রার্থনাগীতির সুরটা শোনা গেল, চারটে ভাগ ঠিক ওপরের ক্রম- অনুসারে সার্জেন্ট বার্মার গলা শোনা গেল 'আফ্রিকা' স্টাইলে সব শেষে—লম্বা 'আ মেন'ও শোনা গেল। ঠিক তখন পা: জো চেঁচিয়ে উঠল] বার্মা, বার্মা, উপাসনা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু অনেক আগে।

স্যামসন : [সেই রকম গলা নকল করে পার্টিকুলার্সকে কনুই দিয়ে দারুণ গুঁতো মেরে] ছেড়ে দাও। বলছি ছেড়ে দাও আমাকে। ওতে আমার কী গরজ? গভর্নর না তার এ-ডি-ক্যাম্প কাল ঐ গান শেষ করেছে কি না তা নিয়ে আমার কী আসে যায়? ওরা কি বার্মাতে লড়তে গিয়েছিল? আমি মনে করি, এই যে রিমেম্‌ব্রেন্‌স্‌ ডে—এ আমাদের দেশের মানুষের জন্য যাঁরা ঐ লড়াইতে গিয়ে জান দিয়েছে। [অন্যদিকে ঘুরে] চুপ করো, বলছি চুপ করো। হ্যাঁ, আমরা ঐ ভাবেই ও গান গাই আমাদের সৈন্য ক্যাম্পে, তোমার যদি ও শুনতে ভালো না লাগে ত যাও গীর্জায়, ক্যাথলিক গীর্জায় গিয়ে ল্যাটিন কপচাও গিয়ে!

পা. জো : সে সব দিনে আমাদের থেকে বড়ো সুযোগ নেওয়া হত। বার্মাতে যেতে হলে লন্ডন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করতে হত। সার্জেন্ট বার্মা ত সবসময়ে কবে রিটায়ার করবেন দিন গুনতেন ..... তারপর ত নিজের ব্যাবসা বেছে নিলেন যথারীতি আর প্রোফেসর তাকে ড্রাইভারের ডেরায় তার ব্যাবসার জন্য কোণাটা ছেড়ে দিলেন—ঐ যে অ্যাকসিডেন্ট কর্ণার।

স্যামসন : কী বললে? অ্যাঁ? কী? ভাবছ আমি নিজে, এই আমি একদিন পটল তুলব না। পটল তুললে লোকের আর বাকি থাকে কী? কিছু থাকে না। শোনো, কোনো মোটর অ্যাক্সিডেন্ট দেখলে দয়া করে আমায় বোলো। আমরা জমিয়ে ব্যাবসা করব... স্পেয়ার পার্টস আর সেকেন্ড হ্যান্ড জামা কাপড় বেচব মজাসে। কী? ভেবেছ আমার মনে ঐসব দয়ামায়া 'আহা উহু'র জায়গা আছে? জীবনে এত মড়া দেখেছি যে চপের মাংস ভালো করে না রাঁধলে আমি খেতেই পারি না। যাও বসো গিয়ে দোস্ত। ব্যাবসা হল ব্যবসা। পথে অ্যাকসিডেন্ট দেখলে সোজা এসে আমাকে বলবে যাতে ঐ অপদার্থগুলো এসে স্পেয়ার পার্টসগুলি চুরি করে ফাঁক করে দেবার আগেই আমি সেখানে ছুটে যেতে পারি।

পা. জো : সার্জেন্ট বার্মা ত দিন গুনছিলই অবসর করে নেবে বলে আর স্পেয়ার পার্টসের ফুলটাইম ব্যাবসা করবে বলে। কিন্তু পাহাড়ের ঢাল গড়িয়ে নামতে গিয়ে যে ওর ব্রেকটা ফেল করল...

[গানের দল আবার শোক সংগীত শুরু করে, খুব মৃদু স্বরে যেন নিজেদের মধ্যেই গাইছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। স্যামসনের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন দেখা যায়, ও এতক্ষণ কী করছিল সেটা হৃদয়ংগম করে এখন খাবি খেতে থাকে]

স্যামসন : [গায়ের পোশাক ছিঁড়তে ছিঁড়তে] হে ভগবান! মাফ করো আমাকে। দেখো দেখো, এতক্ষণ আমি বোকার মতো একটা মরা মানুষের ভান করছিলাম, অ্যাকটিং করছিলাম। হে ঈশ্বর নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আমি ইয়ার্কি করছিলাম। খেলছিলাম শুধু।

পা. জো : কী আগুন... কী আগুন...বার্মা অভিযানের অভিজ্ঞ নেতার কী পরিণতি, একটা পোড়া কালো ভাঙা ডাল ছাড়া তার কিছুই বাকি নেই। আমি খবরটা নিয়ে গেলাম তার বউ এর কাছে। জানো কী বলল সে?

স্যামসন : না না, অন্য কথা বলো, দয়া করে ও কথা আর না।

পা. জো : ও বলল,—'কতবার ওকে বলেছি কখনও মরা মানুষের মনিব্যাগগুলি কুড়িয়ে এনো না!' বউটা এখানে আসছিল দোকানটাতে আগুন ধরিয়ে দিতে।

প্রোফেসর : আমার দোকানে অগ্নিসংযোগ।

পা. জো : আমিও ত তাকে এই কথাই বললাম। বললাম দেখো দোকানের মালগুলো তোমার স্বামীর হতে পারে, কিন্তু দোকানের ধারণাটা ত প্রোফেসরের।

প্রোফেসর : আধ্যাত্মিক মালিকানা, বস্তুগত মালিকানা নয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্যামসন : ও এসে সমস্ত দোকানটা পুড়িয়ে দিলে বেশ হত।

পা. জো : অবশ্য সে তার স্বামীর টাকাকড়িতে কখনও আগুন লাগাত না। ও, সত্যিই সার্জেন্ট বার্মা বেশ পয়সাওয়ালা লোক ছিল বটে। পুলিশ বা অ্যামবুলেন্স এলে আগে পকেট সার্চ করত। যুদ্ধের সময় ফ্রন্টে লুট করা ত রীতিতে দাঁড়িয়ে যায়। খতম করো খতম করো দুষমনকে তারপর তার গাঁটকাটো। সে অভ্যাসটা ও পরেও ছাড়তে পারেনি।

স্যামসন : কিন্তু এটা ত যুদ্ধ নয়।

প্রোফেসর : মিথ্যাবাদী। এমন কি এই আবর্জনাগুলিও (একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নেড়ে) ওর প্রকৃতি বোঝে। রণক্ষেত্র যেন—সর্বদা এই কথা বলে ওরা—রণক্ষেত্র যেন।

স্যামসন : ও হ্যাঁ সবাই ওকে ধরে ফেলেছিল বটে। ও কাজ করে কেউ সহজে পার পায় না।

পা. জো : বুড়ো বয়সে কুসংস্কার জাগে নাকি মনে, স্যামসন?

স্যামসন : [মরীয়া হয়ে কতনুকে] তোর কখ্খোনো উচিত হয়নি ঐসব মাল ছোঁয়া।

কতনু : কেন? কী হয়েছে তাতে? আরে মরণকে চোখে দেখার চেয়ে তা নিয়ে ব্যাবসা করা ঢের ভালো।

পা. জো : [হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়াতে] হোই, হোই, হোই। তোমার শয়তান খদ্দের তাহলে মৃত্যু? ড্রাইভারের উৎসবের দিনে তুমি ছিলে কোথায়?

স্যামসন : যা বলবার প্রোফেসরকে বলো। উনিই আমাদের হয়ে সব দেখাশোনা করেন।

সে. টোকিও : [বিদ্রূপ করে] সেদিন আর নাই! তবে আর কার জন্য অপেক্ষা করে আছিস? প্রোফেসরকে জেরা করবি না? [সকলে ওকে ঠেলে তাতাতে থাকে ওর পিছনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে]

পা. জো : স্যার... আপনার পেটোয়াদেরই কথায়.... মানে.... মানে, ভাবলুম যে একজন লোক যে প্রায়ই রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর যেসব ব্যাপার স্যাপার সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না, তাই সব কুড়িয়ে জড়ো করে সে হয়তো পথে এমন কিছু পায় শহর যা এই পুলিশদের তল্লাশীর কাজে লাগতে পারে তাই আর কি...মানে এই বলছিলাম

এই স্যার।

প্রোফেসর : এক অজ্ঞ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতে পারে কি আপনি কোন্ দেবতাব উপাসক বলে ভান করেন?

পাঃ জো : আর সকলেব মত ঐ একই দেবতাকে মানে সড়ককে আর কি।

স্যামসন : (ফিস ফিস কবে) প্রোফেসর ভুলবেন না, আমি কিন্তু আমাব ফি দিয়েছি, আপনার সলা পরামর্শর জন্য ফি. . .

পা. জো : কোনো রকম সাহায্য হতে পারে স্যার? সরকারি ভাবে কথা দিচ্ছি তার জন্য সম্মান প্রদর্শন করা হবে যথাসময়ে।

প্রোফেসর : ইহা সত্য যে আমি এক ক্ষুদকুড়া সংগ্রাহক মাত্র। বিস্ময় দ্বারা বিচলিত হবার সাহস ত আমার নেই। বাতাস ও মুক্ত ছবিটার সঙ্গে লগ্ন থাকি, প্রভাত শিশিরে ধুয়ে নিই দুই পা, পথ থেকে খুঁটে তুলি শিথিল শব্দকণা। ধরিত্রীর খোলা চোখের সঙ্গে সঙ্গে থাকি যতক্ষণ না দখলকারী শব্দ আমার নির্বাসনের ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। কিন্তু আমার অভ্যাসকে আমি ভঙ্গ করেছি। একটিমাত্র শব্দের প্রকট প্রকাশের কাছে হার মেনেছি, ভুলে গেছি যে আত্মার শ্রম দাবি করে স্মৃতিচিহ্নের সন্ধানে দৈনন্দিন তীর্থযাত্রা। আমারই কার্যক্রম ত্যাগ করেছি—ফলে ন্যায়তই আমি পথভ্রান্ত। এই হল মহাশব্দের প্রতিহিংসা [ক্রমশ তার ভাব বদলায, অনেক আত্মসচেতন ও জোরালো হয, যেন বক্তৃতা দিচ্ছে। অন্যরা মন দিযে শুনতে থাকে, যেন এই পাঠগ্রহণ তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত] কিন্তু আমরা সকলেই কি মিনিটে মিনিটে বদলে বদলে যাই না? না বদলালে আমরা মৃত্যুর আশা রাখতাম না। এ যেন পথেরই মতো ব্যাপার। আমার প্রিয় পথ ঐ সবুজ দুর্গের মধ্য দিয়ে ক্ষীণধারার মতো বয়ে যাওয়া গলিগুলি যাতে সমগ্র বন ভেঙে যায়—ভোরের শিশির আর সন্ধ্যায় কুয়াশার মধ্যবর্তীকালে আমারই পদক্ষেপের নীচে ঐসব পথের প্রকৃতি বদলে বদলে যায়। কিন্তু আমার নিজের পছন্দ পথে চলেছি—উচিত ছিল আমার প্রাত্যহিক বাঁধা পথ অনুসরণ করা [চেয়ারটা ঘুরিয়ে খানিকটা ওদের দিকে তাকিয়ে] আমি আমার শব্দ আমার ভাষা সংগ্রহ করি কেবলই পরিত্যক্ত স্তূপ থেকে আবর্জনা থেকে [কাগজের বাণ্ডিলটা চাপড়ে] তোমরা এটা লক্ষ করছ নিশ্চয়। কিন্তু আজ তোমাদের সামনে আমি কোনো নতুন সংগ্রহ তুলে ধরতে পারব না, কারণ আজ আমার কেবলই ভুল করার দিন। যথারীতি আজও আমার প্রিয় পথগুলিতেই চলেছি বটে, কিন্তু যেখানে শব্দগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবহেলায় পড়ে ছিল সেখান থেকে আজ তাদের সংগ্রহ করার সাহস আমার ছিল না। দিনের গোড়াতে আজ যে শব্দটাকে কুড়িয়ে নিলাম সেটা ছিল দিব্যি পুরুষ্টু, মোটাসোটা, শক্তপোক্ত, সারবান।

কিন্তু বোকার মতো উত্তেজনায় সেই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নটিকে আমি উপড়ে নিয়ে এলাম। আমার এই অন্ধতার জন্য আমি আজ পথভ্রান্ত। মনে হয় আমার আস্তানার উপরে যেসব শব্দ জন্মায় তাদের সঙ্গে চুক্তি দাবি করার অপরাধের জন্য আজ আমার তোমাদের কাছে উচিত ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমার কাজ হল পতিতকে সঙ্গদান, আর এই শব্দ আজ কাঁটা-ঝোপের মাথা ছাড়িয়ে গর্বোদ্ধত হয়েছে। আজ উচিত আমাদের সকলেরই এক হতে পরম সান্নিধ্যে অবস্থিতি। যারা পতিত তাদেরই ত শুধু প্রয়োজন হয় ক্ষতিপূরণের [আবার টেবিলের দিকে ফিরে অন্যদের দিকে হাত নাড়িয়ে বলে] প্রার্থনাগীতির দলকে ডাকো। যে কোনো সংগীতই আজ চলতে পারে বটে, কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্য আজ ওটা প্রশংসাগীতি হলে ভালো হয়। তবে সাবধান, আমাকে বিরক্ত কোরোনা, আমার আবার ইচ্ছা জেগেছে। [সোজা কাগজের মধ্যে মুখ ডুবায়। তার প্রিয় প্রার্থনাগীতি গাইতে থাকে দলটা]

প্রোফেসর, আমরা সব
দত্যিদানা,
দত্যিদানা মোরা প্রোফেসর
আমাদের বয়স্করা যারা ওপরে
আমাদের বয়স্করা যারা নীচে—
যে হাত আমাদের থেঁতলে দেবে ভাবে
ওগো থামাও তাকে একটুখানি
আমার পিছনে আছে একটি,
সাপের বাঁধনে আঁটা রহস্যপুঞ্জ, যেন
ঋতুতে ঋতুতে সে সাপ খোলস ছাড়ে,
পিতার সন্তানের মাথা—
ইয়ামের মতো পিষতে পারে না কোনো শত্রু,
যিনি আমাদের সঙ্গে বসেন আলোচনায়
যিনি অরণ্যরাজের সঙ্গে বসেন ভোজসভায়
সেই তিনি রয়েছেন আমাদের মাথার ওপর
তিনিই উপরস্থ বয়স্ক প্রাজ্ঞ পিতা
তিনিই নিম্নস্থ বয়স্ক প্রাজ্ঞ পিতা

[গানের মধ্যে মধ্যে প্রোফেসরের হঠাৎ হঠাৎ অবিশ্বাসীর হাসির আওয়াজ শোনা যায়। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে, তীব্র ঘৃণার স্বরে বলতে শুরু করে, গান থেমে যায়]

যদি মনে করো যা করছি তা আমার অন্তরের অপার দয়া থেকে

উৎসারিত তাহলে তোমরা উজবুক। তবে উজবুক তোমরা আদপেই নও। কাজেই, আসলে তোমরা মিথ্যুক। সত্য বটে তোমাদের কাছে আমার চাহিদা এমন কিছু নয়, শুধু সন্ধ্যার প্রার্থনাসভায় উপস্থিতি, এবং তোমাদের কাছে লব্ধ জ্ঞানই বলে দেয়—নিরর্থক হবে তোমাদের মৃত্যু। এবার নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ, খণ্ডখণ্ড হয়ে যাওয়া অস্তিত্ব সব, আমি তার কারণ জানতে চাই না। দুই, তিন, চার, পাঁচ কেন, যদি চাও শতখানেক প্রভুর চাকর হয়ে থাকো আপত্তি নেই। কিন্তু এটা বুঝতে চেষ্টা করো যে গরুর পালের মধ্যে, বা শুয়োরের পালের মধ্যে রমজানের সময় হলে ভেড়ার পালের মধ্যেও আমি আশা নিয়ে বাঁচতে পারব, বাঁচতে পারব আশা নিয়ে যদি তোমরা পায়ের তলায় পিষ্ট হবার অপেক্ষারত পিঁপড়ের দলা হতে। কিন্তু বলো ত বন্ধুরা, সেটাকেও কি তোমরা দুর্ঘটনা বলতে?

কতনু : প্রোফেসর, আমি ত কিছু বলিনি।

প্রোফেসর : তোমাকে বলছি না। তোমার বন্ধুর কথা বলছি। তবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা মহাশব্দর পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করছ। হলপ করে বলছি তাই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই উপস্থিত এখানে, প্রয়োজন যাদের উপস্থিতি। তোমাদের জীবন লুক্কায়িত মহাশব্দর পথের সর্বশেষ বাধাকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিচ্ছে।

পা. জো : [নোট বুকের পাতা পেছন দিকে উলটিয়ে] তাহলে ত স্যার আমি আপনি পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। আমাদের তদন্তে বলছে, ড্রাইভার উৎসবের দিনে যে লোকটার ওপর ভর হয়েছিল, সে লোকটার পেশা ছিল গাছ থেকে তাড়ি হাঁড়িতে ভরা। এই কাকতালীয় যোগ কিন্তু আমার বস্‌দের খুব পছন্দ হবে। তবে, আপনি ত জানেনই স্যার, আমি সামান্য মানুষ, আর আমাকে সহজেই পাওয়া যায়, ঐ আর কি!

সে টোকিও : হেই, দাঁড়া, দাঁড়া এক মিনিট দাঁড়া...

স্যামসন : কতনু শুনলি? কথাটা শুনলি?

পা. জো : প্রোফেসর, স্যার, এ বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে নাকি স্যার?

প্রোফেসর : আমার সাবধানবাণী স্মরণে রেখো। সাবধান কিন্তু বলেছি বারবার। যদি আমার শত্রুরা আমাকে জ্বালায় ত পুনরাবির্ভাব দিয়ে তাদের প্রত্যাহত করব। মূলধন আর (R). আমি সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে নতুন দোকান খুলব— সে সুযোগ আমার আছে।

পা. জো : এই আপনার শেষ কথা প্রোফেসর?

প্রোফেসর : এ আমার বাণী (ঘড়ি বার করে দেখে) এবার মুরানো আসবে। কিন্তু মনে রেখো আমার সাবধানবাণীর কথা। [বাইরে থেকে পদধ্বনি শোনা যায়]

কতনু : কে যেন আসছে।

[কাল্পনিক পিস্তল হাতে সে টোকিও লাট্টুর মতো ঘুরে বেড়ায়]

সে টোকিও : যে যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকো, নোড়োনা কেউ।

[মুরানোর প্রবেশ। হাতে একটা প্রকাণ্ড লাউ-এর খোল। মুখটা সাদা ফেনায় ঢাকা। সে টোকিও, হঠাৎ শূন্যে একটি লাফ মারে। অদৃশ্য বন্দুক ঘোরায়। চতুর্দিকে কাল্পনিক গুলি ছোঁড়ে। সকলকে বেশ চিন্তাশূন্য ও পরিতুষ্ট মনে হল]

প্রোফেসর : [ঘড়ি দেখে] যথারীতি ঠিক সময়ে এসেছ উৎস। স্বাগত [মুরানো লাউ-এর খোলটা পাশে নামিয়ে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ভেতরে গিয়ে নানা ধরনের ও আকৃতির কাপ, বাটি, গেলাস নিয়ে আসে।

প্রোফেসরের জন্য একটি সুদৃশ্য গ্লাস এনে সেটাকে পালিশ করে। প্রোফেসর চোখে মনোক্‌ল্ এঁটে সেটাকে খুঁটিয়ে দ্যাখে, মুরানো মাটিতে খানিকটা মদ ঢালে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী। সকলে বসে প্রোফেসরের দিকে তাকায় তার ইশারায় অপেক্ষায়। কয়েক মুহূর্ত পরে রঙিন কাচের জানালার ভিতর থেকে আলো আসে]

প্রোফেসর : কান পেতে শোনো। [প্রথমে স্তিমিতভাবে ক্রমান্বয়ে জোরালো অর্গানের সংগীত শোনা যায়] লক্ষ করো সান্ধ্য প্রার্থনার উপাসকদের সন্তুতুল্য মহিমা। [অর্গানসংগীত বাজতেই থাকে] দেখো। [কাঁচের জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে] রামধনুর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, জানি সে মঙ্গলময়। আলো, রং এদের বিরুদ্ধেও কোনো নালিশ নেই আমার, তার মধ্যে আমি কুয়াশা ও মর্ত্যে আগতপ্রায় মহিমার খণ্ড দেখতে পাই। কিন্তু বলেছিই ত মানে—আমি আমার বাচ্যার্থকে তোমাদের কাছে প্রাঞ্জল করতে অভিলাষী ছিলাম। আর আমার নিজের বিস্ময়বোধের উৎসকেও এড়াতে পারিনি... ঈশ্বর! একে সে বলে ধর্মাবমাননা। [মুরানো সকলের জন্য তাড়ি ঢেলে দেয়] ওরা শিশু ছিল বলেই বা কী? সত্যকে কি কখনও শিশুদের কাছে গোপন করা যায়? হ্যাঁ, সেদিন আমি মদিরার ভাবে ভোর ছিলাম বলেই বা কী! সেটা ছিল রবিবার, পাম সান্‌ডে, আর সব কটি শিশু কচি ফার্ন পাতার তৈরি ক্রশ বহন করছিল, নিষ্পাপতার পটে দেখা গিয়েছিল সবুজ ও হলুদ বর্ণ। যা বলেছিলাম তা আমি ত অস্বীকার করিনি.... [গেলাসটা ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রোফেসর নিজের অজানিতেই চাপা হাসি হাসতে শুরু করেন] আরে যদি তার মুখটা দেখতে, ও সত্যি তোমাদের উচিত ছিল তার গৌরবোজ্জ্বল মুখটি দেখা। ঐ বিশপের কথা বলছি, এমনই ছিল তার পরের ব্যাপারে নাক গলানো স্বভাব! সান্‌ডে স্কুলে আমার ওপর এমন ঝামেলা করত গোপনে গোপনে.... 'কী করা হচ্ছে মাষ্টার মশায়?' — বলত আমাকে। আমি ঘুরে দাঁড়াতাম,

আমার পেছনে থাকত মহাবিচারের ছবি। কেন? আরে আমি তখন রামধনুর গূঢ়ার্থ বোঝাতাম ছাত্রদের।
আর ও, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করত, 'কী যেন ব্যাখ্যা করতে শুনলাম তোমাকে এইমাত্র?' আমি ধীরে ধীরে বলতাম — ওহে শিশু, ওহে আমার প্রিয় শিশু, ঈশ্বর এই রামধনুর ছবি এঁকেছেন কেন জানো? এর মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে যে বন্যার ফলে এ দুনিয়া ধ্বংস হবে না কখনও। ঠিক যেমন তালগাছের প্রতীকে প্রতিশ্রুতি দেখো, তৃষ্ণায় পৃথিবী ধ্বংস হবে না কখনও। [উচ্চগ্রামে হাসি শোনা যায়, ধীরে ধীরে সেটা থেমে যায়, অর্গ্যানের সংগীতে মঞ্চ ভরে যায়। কিছুক্ষণ তা শুনে প্রোফেসর বাজনার দলের দিকে তাকান]
মুছে দাও ঐ আওয়াজ। ঈশ্বর ওদের ক্ষমা করুন। [মুরানো তার গেলাস ভর্তি করে দেয়, তারপর তার পাশে মেঝেতে বসে। বাজনার দল, আবার বাজাতে শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে অর্গ্যানের আওয়াজ ডুবে যায়। কাপ খালি হলে কাপের মালিক আবার চায়, মুরানো আবার পানীয়তে ভর্তি করে। গান চলতে থাকে অবাধে। সে টোকিও বলা বাহুল্য তার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বলে চলে বিশেষ করে সালুবিকে। প্রোফেসর আবার তার পাঠে মন দেয়]

সে টোকিও : [সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে তার গলা ওঠে] আচ্ছা বলত ওটার কী হয়েছে? কী সব অদ্ভুত কাণ্ড করছে মাইরি!

[চীৎকারে গোলমাল থেমে যায়, বেশির ভাগই মরানোর দিকে তাকায়, সে মুখোশটা দেখে সেটাকে তুলে নিয়েছে, মুখে তার মনের ভেতরকার আপ্রাণ চেষ্টার ছায়া। কতনু টেবলের কাছে আসে, ওর চোখ মূক লোকটার দিকে নিবদ্ধ, নৈঃশব্দ্য শেষ পর্যন্ত প্রোফেসরকে স্পর্শ করে সে চোখ তুলে সকলের দিকে তাকায়]

প্রোফেসর : কী হল, তীর হতে অন্য তীর, পথে ড্রাইভার, ব্যাপার কী?

কতনু : কিছুই না, প্রোফেসর কিছুই না।

প্রোফেসর : শিশু কি ঐ পোশাকে আকৃষ্ট? দেখ তোমরা কিন্তু মনে রেখো যে ও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু, তাই চকচকে জিনিসে ওর আকর্ষণ। মুরানোর মন বলে কোনো পদার্থ নেই। সে কথা বলে না, শোনে না কোনো কথা, মনেও রাখে না কিছু, আর একটি পা অন্য পা থেকে আকারে ছোটো।

[মুরানো, প্রোফেসরের গলা শুনে ভয় পেতে শুরু করে। মুখোশটাকে ফেলে দিতে উদ্যত]

কতনু : প্রোফেসর, আমি একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম...

প্রোফেসর : কী, মুরানো দেবশিশু কি না?

স্যামসন : ভগবানের দোহাই প্রোফেসর, একবারটি অন্তত সোজা কথায় জবাব দিন।

প্রোফেসর : মুরানোর কথা ত বলবার, জানাবার তেমন কিছুই ছিল না, সে ত প্রায় স্বভাবের টানেই তার জাত ব্যবসায় মানে গাছ থেকে তাড়ি জোগাড়ের কাজে ফিরে এসে লেগে গেল। সে যেখানে ছিল এবং সেখানে কী করত ওর মাথায় নেই, কেননা সে জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ তো আর রাখেনি। বিশেষ করে যেখানে সে গিয়েছিল তার সঙ্গে কোনো যোগই ত রইল না। কেবল হা পিত্যেশ করে সে বসে রইল, কী অনন্ত প্রতীক্ষা—কবে জিহ্বা আবার মুক্ত হবে। [মরীয়া হয়ে] ধৈর্যে, বিশ্বাসে সে কী প্রতীক্ষা, ও ত তোমাদের কারো মতো নয়, তোমাদের মুখও ওরই মতো ভাবলেশহীন তবু তোমরা মহাশব্দের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাব না কিছু। কাজেই নিশ্চিত ভাবেই মুরানোর অন্তরে ঐশ্বরিক ভাব আছে, অন্ধকারের গহ্বর থেকে, মৃত্যুর শেষ শোষণ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে, বেরিয়ে আসা মুরানো। ফল দাঁড়াল একই, আমি একটি ভালো বন্দী পেলাম, তার হাতে দিবসের প্রার্থনা উৎসারিত হল। তবে কি আশা করতে পারি না আমি যে ওরই সাহচর্যে আমি শেষ সংঘর্ষকে আগে থেকেই আন্দাজ করে, তার ঐ ধন্ধমাখা মুখের ঢাকনা খুলে ফেলে তার প্রকৃতিকে জেনে নিয়ে তাকে ফাঁকি দিতে পারব? কেন, আমি কি বুঝতে পারি না.... [থেমে যায়, চারদিকে তাকায়] বেশ ত, ওহে পলাতক ড্রাইভার, ওকে কেন বলো না ওটাকে ফিট করে কি না পরখ করে দেখতে.....

[মুরানোকে প্রোফেসর টেনে তুলে স্টোরে নিয়ে যায়, তারপর তার পেছনের ক্যানভাসটা টেনে দেয়] ভুলে যাও ঐ মূক মানুষটার কথা।

[আবার দলটাকে হাত নেড়ে ইশারা করে, তারা বাজাতে থাকে অনিশ্চিত হাতে ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে স্বপ্ন খুশির আবহাওয়া ফিরে আসে। তবু সকলেই একটু উদ্বিগ্ন ও প্রত্যাশী হয়ে থাকে]

সে টোকিও : আরে এই, দে দে ভরে দে এটা, সার্ভ কর [নিজের সাগরেদদের মধ্যে একজনকে কাপটা বাগিয়ে দেয়] জলদি করিস, বললাম না কিছুক্ষণের জন্য এই আড্ডা থেকে বেরিয়ে যাব। ঐ প্রোফেসরটার সঙ্গে এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা আমার পোষায় না।

[চোখ তার সর্বদা দোকানের দিকে আটকে আছে]

ঠগ : কাপ্তেন...

সে টোকিও : চুপ যা বলছি, আবার বলবিটা কী হাতি ঘোড়া? বলছি ত ওদের লুকোবার ডেরা আমি খুঁজে বার করেছি। ভালো মন্দ যাই মনে করো আজ রাতে সেখানে আচমকা গিয়ে পড়ব—সারপ্রাইজ ভিজিট।

[স্যামসন একটা উড়ন্ত মাছিকে সামলাতে চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত ওরই হার হ'ল, মাছিটা ওর মদের পাত্রে গিয়ে পড়ল। ক্ষেপে গিয়ে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল। মাছিটা সুদ্ধ কিছুটা ফেনা কেচে বার করে সাবধানে মাছিটাকে দুই আঙুলে চেপে ধরল। একটু ভেবে মাছিটাকে মাকড়সার জালের কাছে নিয়ে তার মধ্যে ছেড়ে দিল, উল্লাস ভরে মাকড়সাটাকে মাছিটা ধরতে দেখল, তৃপ্তির হাসিতে মুখমণ্ডল ভরে গেল।] বুঝলি ওর কথা?

স্যামসন : [বোঝাই যাচ্ছে কিছুটা মাতাল] বুঝলি ওর কথা! আহ্হা, খেলটা ভালোই বোঝে শালা। নিমরাজি প্যাসেঞ্জারকে ঠেলে লরীতে তোলার মতো সোজা ব্যাপারটা ওর কাছে। আমি হয়তো তেমন ভালো গাড়ি চালাই না, একস্‌পার্ট ডেরাইভার নই, সত্যি কথা বলতে কি আমি ড্রাইভারই নই। পায়ের সোল মোটা, গীয়ার ঠেললে ভুল জায়গাতে চলে যায়। তবে একটা জিনিস, কোনো শালা অস্বীকার করতে পারবে না... সালুবি।

সালুবি : কী হল আবার?

স্যামসন : সে টোকিও।

সে টোকিও : [অন্যমনস্কভাবে] কী হলরে বাপ আমার!

স্যামসন : বল ত তোরা দুজনে। এরা আমাকে কী বলে?

সালুবি : স্যামসন বাবা আগবেরো (স্যামসন বাবা-ফড়ে)।

স্যামসন : বিলকুল ঠিক বাত।

সে টোকিও : ফড়ের রাজা।

স্যামসন : হ্যাঁ আমি সেই রাজা। দেখছিস ত আমাকে আমি এমনিতে শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু যখন মোটর পার্কে যাই, তখন সেখানে নিজের ভাইকেও চিনতে পারি না।

সালুবি : ফড়েদের রাজা। মোটর পার্কের চ্যাম্পিয়ন! হুঁ!

স্যামসন : ঠিক বাত। মুরানো, আমার কাজে লাগ, ভগবান তোর ভালো করবেন, মানুষ, শয়তান বা অন্য কিছু যাই হোস তুই, তোর ভালো করবেন ঈশ্বর। মুরানো? গেল কোথায় ও? এই এদের গেলাসে আবার তাড়ি ঢালো। ইয়া। যা যা গিয়ে জিজ্ঞেস কর আমার কথা, ডোর্মা আহেংফ্রো থেকে আবিজান পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে দ্যাখ যাকে পাস তাকে, কে ফড়েদের মধ্যে সব সে বড়া! সবাই বলবে, স্যামসন, আমিই এই ফড়েদের রাজা।

পা. জো : স্যামসন বাবা!

স্যামসন : ঠিক আছি আমি। ভেতরটা অতো ভর্তি নয় [নিজের কৌশল দেখাতে শুরু করে] ভদ্দর মহিলা। আ-হ্য ভদ্রমহিলা — লেডি অ্যাঁ! একমাত্র আমাদের বাসই পারে ঐ সব লেডিদের তুলতে। এবার আর কী,

লেডি। ও আপনার পোট্রোমান্টো? ওটা বাসের মধ্যে ভরে দিইছি। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের সার্ভিস সবচেয়ে ফাস্ট, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব। আমাদের বলে গিয়ে সিনিয়র সার্ভিস হ্যাঁ। আ - হ্যা—ও মাম্মা, এই এত মাল আপনি নিজে মাথায় বইবেন? সত্যিই আহা, দুনিয়াতে সব ভদ্দরলোক লোপাট। ওইয়া মাম্মা, আমরা তৈরি, এখ্‌খুনি গাড়ি ছেড়ে দেব, আমারাই প্রথম গিয়ে পৌঁছব। হেই, কতনু ষ্টার্ট দে, ইঞ্জিনটা রোল করা, শুনতে পাচ্ছিস না? আমরা যাবার জন্য তৈরি দেরি করিয়ে দিবি না একদম। আসুন, আসুন, এখুনি আসুন। ফাস্টো কেলাস সার্ভিস আমাদের। আসুন, সব কিছুর বন্দোবস্ত আছে। হিসি পেলে বলবেন, গাড়ি থামিয়ে দেব। না না, আর দেরি নয়। কী বলছেন? আমি বলছি দেরি নয়? কোন ধরনের পুলিশ? না কি এ বাসটা আপনি চেনেন। কিছু দেরি হবে না। কোনো পুলিশ আমাদের পথে থামিয়ে দেরি করিয়ে দেবে না। এই বাসের ছটা কোণা আছে, সবকটা কোণার জন্য ঘুষ দিয়েছি হ্যাঁ। কোনো বাজে কথা নয়, তক্কাতক্কি নয়। আঃ এই যে পুলিশ, বড়ো দোস্ত আমাদের করপোরাল্, আসুন আসুন, বাসে আসুন আমাদের সঙ্গে। ঘাড়টা দেখেছ, কী তাগড়াই করেছে দেখেছ, ঘুষ খেয়ে খেয়ে ওটাকে শুয়োরের পেটের মতো করে তুলেছে। এই যে করপোরাল আসুন, আমাদের বাসে আসুন বহুদিন এখানে দেখা হয়নি। আসুন আসুন আসতে আজ্ঞা হোক, তা পরিবার ভালো তো স্যার, আহা, আপনাকে এরকম আখের ডাঁটার মতো রোগা দেখাচ্ছে কেন? ওরা বড়ো কাজ দেয় বুঝি? প্রচুর খাটুনি পড়েছে? আহ্ সত্যিই কী দুঃখের কথা বলো, পুলিশের জীবনটাই এই রকম। কী রকম কৌশল করতে হয় কাজে, ঘুষ দেবার চেষ্টা করেনি বলে গাল দুটো টেমাটার মতো চকচক করে.... আঃ মিসেস্ মিসেস্ আপনার বাস এই যে এখানে দাঁড়ায়...

[ভেতর থেকে ক্যানভাসটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়, নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে 'এগুন-গুন' মুখোশ নৃত্যদল। হাসিঠাট্টার রোল ধীরে স্তব্ধ হয়, সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেদিকে। বাদ্যযন্ত্রের ওপর হাতগুলি একে একে থেমে গিয়ে সংগীত স্তব্ধ হয়]

সালুবি : [অলক্ষ্যে সরে পড়বার চেষ্টা করে] আমার মাথার ঠিক আছে কি নেই তা নিয়ে ত কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। আমি আর এসব দেখবার জন্য থাকছি না বাবা এখানে।

প্রোফেসর : কেউ যেন এক পা-ও না নড়ে!

[সালুবি ঝপ্ কর বসে পড়ে]

পা. জো : প্রোফেসর, আপনি জানেন আমার ওসব কুসংস্কার টুসংস্কার নেই। মানে আমার অবস্থায় কারো ওসব পোষায় না আর কি! কিন্তু এটা ভগবানের দিব্যি স্যার আপনি শতখানেক ইনসুরেন্স্ পলিসি জাল করলে পারতেন।

প্রোফেসর : এখনও সে কাজের আশা আছে, হ্যাঁ এখনও। এখনও আমার বিশ্বাস হয় না যে যে মৃত্যুর অভিপ্রকাশ হয় হবে সম্পূর্ণ অথবা একেবারেই হবে না।

সে টৌকিও : সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এ লোকগুলোর মতো আমি ভয় খাইনি, তাই বলছি এখানে কাজকম্ম নেই যখন কোনো, তো শুধু শুধু ভেরেণ্ডা ভাঁজা কেন?.... হ্যাঁ। আমার নাম সে টৌকিও কিড, আমার বয়ে গেছে এসব ব্যাপারে মন দিতে!

প্রোফেসর : [ফেটে পড়ে] গোলামের মতো করছ কি মহাশব্দের সামনে শেষ প্রবেশ দ্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ বলে। বন্ধুগণ, মুরানো বোবা, এই বেচারা প্রেমাতুর ভেকের মতো কণ্ঠনালীর কষ্ট ভোগ করছে, আর তোমরা ওকে তোমাদের আত্মার পরিপোষক হতে দিচ্ছ, আর অন্যরা তোমাদের আতঙ্কে পূর্ণ করে আধমরা করে তুলছে। [বাদ্য বৃন্দর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে] বাজাও বাজাও তোমাদের ব্যাঙের ডাকের মত সংগীত, বাজাও! আর না হলে মুরানোর দৈনন্দিন তীর্থযাত্রার আশীর্বাদ নাও, সে ত তোমাদের গণ্ডদেশের গর্তে শুকিয়ে রয়েছে? বাজাও, গাও যতক্ষণ তোমাদের গলা শব্দস্রোতে ফেটে চৌচির না হয়, আমি মহাশব্দের ধনুকে টঙ্কার লাগাবার আগে আর অবগুণ্ঠিত তীর তোমাদের ভীতসন্ত্রস্ত মনের উপর বিশ্বাসের পথ কেটে বার করবার আগেই তা ঘটুক। তোমাদের এত মদিরাপান করানো কি বৃথা গেল? বাজাও, গাও, পথের ওপর ঝরুক তোমাদের মুখের অপবিত্র কীটাণু। [ওরা ধীরে ধীরে তার কথা মান্য করে, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা শব্দের মত আগেমোর তাল বাজায়। সে লাউএর খোলটা নিয়ে সকলের মধ্যে দিয়ে যায়, হাত দিয়ে স্যামসনকে ডাকে, সে তাকে সাহায্য করে। এগুনগুন নাচ চলতে থাকে, প্রোফেসরকে আসতে দেখে তারা দ্রুত সজীব হয়ে ওঠে]

প্রোফেসর : আশা করি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আতিশয্য পাবে না, কিন্তু সত্যই তোমাদের মধ্যে থেকে মনে হচ্ছে আমি আবার আমার সানডে স্কুলের শিশুদের মধ্যে ফিরে গেছি। নিজের পেশা ত্যাগ করা বড়োই যন্ত্রণাদায়ক। ঐ ত তোমাদের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো — এখনও সে রাস্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিয়ে যেতে পারে না তাকে। সার্জেন্ট বার্মার পদাঙ্ক অনুসরণ আদৌ কোনো বিকল্প নয় — শীঘ্র

সেটা টের পাবে।

সে টোকিও : [সালুবির কানে তীব্র ভাবে ফিসফিস করে] দেখ্ আমাকে কেউ শাপমন্যি করুক আমি চাই না।

সালুবি : ক্ষ্যাপাস না ওকে, জানিসই ত ও কিরকম।

সে টোকিও : ওকে ক্ষ্যাপানো! যা দেখা যায় না সে সব জিনিস না দেখার জন্য কি অন্ধ হতে হবে নাকি?

প্রোফেসর : অনেক বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিন্তু, যেমন ধরো এর পর কে দোকানটা চালাবে। এপার-ওপার করা ড্রাইভারটি বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নিয়মিত খদ্দেররা ধৈর্যছাড়া হয়ে গেছে।

সে টোকিও : [সালুবিকে] আমি ভয় খাই না । যে সব কাঠ নিয়ে কুস্তি করেছি তার আত্মার প্রভু হলেও, ওকে আমি মজা দেখিয়ে দিতে পারি।

প্রোফেসর : [স্যামসনের কাপ ভর্তি করে] আমার স্বভাবে মানুষে বিশ্বাস রাখা পোষায় না। মানুষ, এমনকি তোমার মতো মানুষরাও এতই অধ্যবসায়ী, আর আমি বারে বারে হয়েছি তোমার শিকার। কিন্তু আশা করি মনে রাখবে যে আমরা একটা সিন্‌ডিকেট তৈরি করেছি।

স্যামসন : প্রোফেসর, সে সব মামলা ত সব ভুলে গিয়েছি।

প্রোফেসর : তবে ত তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। শুধু আশা করি, যেই হোক, তোমরা আমাকে উপেক্ষা করবে না, এই বসতির পক্ষে আমি অনুপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবে না। পূর্বাহ্নেই জ্ঞান অর্জন করে আমাদের ভয়কে প্রতারণা করা উচিত জানো....

[সকলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, বিচিত্র তাদের প্রতিক্রিয়া, বেশির ভাগই ভীত। এগুনগুন নাচতে থাকে, প্রোফেসর মদ্য পরিবেশন করে চলে]

আজ রাতে নিজেকে শক্তিমান বলে বোধ হচ্ছে, তবে সেটাই হবার কথা। তবে সেই সঙ্গে অবশেষে আমি শেষ পর্যন্ত মনে প্রাণে এক উত্তেজনাও অনুভব করছি। বেশ দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষিত সেই দিনটি আজ আমার সন্নিকট হল। নিশ্চয় আমি আর একা নই। যদি তাই হয় তবে এত সন্ধ্যা ধরে তোমাদের আমার শিক্ষাদান নিষ্ফল হয়েছে [প্রায় ক্লান্ত, মৃদু কণ্ঠে] তোমরা তলানির মতো অবশেষ, ভাবলেশহীন মুখ সব, তোমাদের যে আমার চিন্তার অংশীদার করেছিলাম্ তা কি ব্যর্থ হবে।

[এগুনগুন নাচ আরো উদ্দাম হল, মাঝে মাঝে অব্যবস্থিত হল নাচ, ক্রমে অন্তিম ভর দশার দিকে তার গতি]

সে টোকিও : থামাও, থামাও নাচ। [দলটাকে এলোপাথারি পেটাতে পেটাতে] কাকে

যে বলছ অ্যাঁ? এই, এই, এই সব ধর্মবিরোধী অপবিত্র খেলা বন্ধ করো!

প্রোফেসর : [ভয়ঙ্কর গর্জন করে] খেলা।

সে টোকিও : বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

প্রোফেসর : নিজেকে বড়ো নজর-কাড়া করে তুলছ কিন্তু! বোসো!

[এগুনগুন এখন সম্পূর্ণ সম্মোহিত। সে টোকিও তা দেখে পাগলের মতো প্রোফেসরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাউয়ের খোলাটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরের দেয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে চুরমার করে ভাঙে।

এগুনগুন হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য দুজনেই মুখোমুখি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ তারা পরস্পরকে জাপটে ধরে। নিশ্বাসের হিস্‌হিস্ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ না করে তারা দুজনে দুজনকে এক বজ্র আঁটুনিতে আবদ্ধ করে।

সালুবি উত্তেজিত হয়ে দেখতে থাকে হাত জ্যাকেটে পুরে বদ্ধমুষ্টি বার করে আনে। সে টোকিওকে ঠিক জায়গায় স্থিত দেখে সে বেঞ্চের ওপর দিয়ে কী যেন একটা গড়িয়ে দেয়। প্রোফেসর যে লড়িয়েদের একেবারে দেখছিল না, এই দেখে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা নিতে যায় কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। সালুবির কব্জির ওপর বাড়িটা মারতেই প্রোফেসরের পিঠের ওপর সে টোকিও ছোরাটা বসিয়ে দেয়। প্রোফেসর ঝটকা মেরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যন্ত্রণায় তার মুখ মুখোশের আকৃতি নিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চরম নিস্তব্ধতা। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে সে টোকিও প্রোফেসরের পিঠ থেকে ছোরাটা টেনে বার করতে যায়। নিশ্চল মুখোশটা হঠাৎ যেন সজীব হয়ে ওঠে, সে সে টোকিওকে দুই হাতে তার মাথার ওপর তুলে নেয় ঝট করে, ছোরাটা বেরিয়ে তখন সে টোকিওর হাতে, প্রোফেসর তাকে বেঞ্চের ওপর সজোরে আছড়ে ফ্যালে। সে টোকিও উঠতে চেষ্টা করে, মাটিতে গড়ায়, মুখোশমূর্তির লুটানো অঞ্চল আঁকড়ে ধরে টানে। ড্রাইভারের শোকগীতি ক্রমশ উচ্চগ্রামে ওঠে। ধীরে ধীরে মুখোশটি ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে। সেই অবস্থায় মুখোশ যেন নিমজ্জমান হয় ধীরে ধীরে, আর প্রোফেসর তার টেবিলের ওপর টলে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মতো কাগজপত্র জড়ো করার জন্য চেষ্টা করে, তার শক্তি ফুরিয়ে আসে। হাতের একটি অনির্দিষ্ট ভঙ্গি করে, আশীর্বাদী হস্তমুদ্রা যেন]

প্রোফেসর : বরং পথের মতোই হও। অশুভ দিনের ক্ষুধা দিয়ে তোমাদের উদরকে সমতল করো। মৃত্যুর জ্ঞান দিয়ে নিজেদের হাতকে শক্তিসম্পন্ন করো। তপ্ত অপরাহ্নের দীপ্তি যখন অরণ্যমায়া আর সজল আশ্রয় সৃষ্টি করে তখনই সেই ঘটনাকে তোমাদের সামনে

উদঘাটিত হতে দিও। অথবা যখন প্রেতের লরী তোমাদের অতিক্রম করে চলে যায় আর তোমাদের চীৎকার ও অশ্রু বধির কক্ষে ঝরে পড়ে আর ধুলো তাকে শুষে নেয়, সেই ধুলোরাশির মধ্যেও তা হতে দিতে পার। মানুষের অন্তিম যাত্রার কালে সেই একটি পাত্রে ডুবিয়ে একটি আঙুল দিয়ে তা নাড়ো, তাতে দুটি হাতের টলমল কম্পমান ছায়া, দুটি হাত, কিন্তু মুখ একটিই। পথের মতো করে শ্বাস-নিশ্বাস নিও তোমরা। নিজস্ব স্বপ্নে গুটিসুটি হয়ে থাকো, প্রতারণার মধ্যে থাকো সটান শয়ান, আর যে মুহূর্তে শুনবে একটা বিশ্বস্ত পদধ্বনি, মাথা তুলে সেই পথিকের আত্মবিশ্বাসের মধ্যেই করো প্রবল আঘাত, সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করো তাকে অথবা ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দাও ভূমিতে। তোমাদের মধ্যে সূর্যের দৈর্ঘ্যও সময়ের এক প্রশান্ত বস্ত্রখণ্ড বিছিয়ে রাখো মৃত্যুর জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি মুখ হাজার মুখ হয়ে ওঠে, প্রতিটি দণ্ডিত ভাগ্যহত একটি অখণ্ড ছায়া না ফেলে। শ্বাস নাও পথের মতো করে, তোমরা পথই বনে যাও....

[মুখোশমূর্তি তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘরছে, তখনও ডুবে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সেটা একটা কাপড় আর রাফিয়ার স্তূপে পরিণত হল। তখনও চেয়ারে সোজা আসীন প্রোফেসরের মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। তার চারপাশ ঘিরে নেমে আসা অন্ধকার ভেদ করে উঠে আসে শোকসংগীত]